সরোজসুন্দরী।

শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী:

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা,
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।
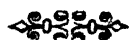
নিখিলগুণভাজন-

ভবার্ণবপরিত্রাণদ-

শ্রীশ্রীভগবন্মদীয়গুরুদেবের

চরণ-সরোজে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

ঐতিহাসিক সূত্রাবলম্বনে "সরোজসুন্দরী" লিখিত হইল। উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা-সংরক্ষণ অতি দুরূহ ব্যাপার। তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি—এরূপ দুরাশা করি না। বিশেষতঃ প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ণয় করা সুকঠিন। বিভিন্ন-শ্রেণীর পুরাবৃত্তলেখকগণ ইতিহাসকে বিভিন্নপ্রকারের চিত্রে শোভিত করিয়াছেন; সুতরাং প্রকৃত তথ্য নিতান্ত দুরনুমেয়। পুস্তকখানি পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে,—ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিকতা বোধে এবংবিধ স্বাধীনতা-বলম্বী লেখক সর্ব্বথা ক্ষমার্হ। এই পুস্তকে সারগর্ভ কিছু না থাকিলেও, ইহা রাজস্থানাদি পুরাবৃত্তাবলম্বনে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তিপ্রচার, তাদৃশ মহৎজাতির গৌরব-ঘোষণা, রাজপুত-বীরকেশরিগণের বীরকীর্ত্তি প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এজন্য ইহা আদৃত হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া মনে করি না। চরিত্রবর্ণন, স্বভাবচিত্রণ, ও ঘটনাবৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। এক্ষণে ইহা পাঠকের বিন্দুমাত্র তৃপ্তিসাধন করিতে পারিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পুস্তকে অবলম্বিত ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে যদি কোন ব্যতিক্রম, অথবা ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয়, কৃপালু পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমার গোচর করিলে সংশোধিত করিব এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব ইতি।

শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী।

মিকশিমিল; খুলনা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৮	ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্র ও
২	১২	পেয়েছে !	পেয়েছে ;
৪	১৬	থাকিবে না	থা'ক্‌বে না
৫	১৫	ঠাকুমার	ঠাকুরমার
৮	১	যাত্রাকালে	প্রবাদ আছে—যাত্রাকালে
১২	১২	অপস্থৃতা	অপহৃতা
১৪	৩	রাঙ্গাইরা	রাঙ্গাইয়া
১৮	১৯	কাপলিকের	কাপালিকের
২৭	২১	কোন রমণীকে	কোন রমণী রমণীকে
২৮	১১	নতুন	নূতন
৩২	১৮	হৃদয়তন্ত্রীও	হৃদয়তন্ত্রীও
৪৯	৯	আর	আরও
৫৩	১	হয় নাই	হন নাই
৫৪	১০	কথায়	কথার
৬১	১১	ধাধাঁয়	ধাঁধায়
৭৩	১৪	তাঁহার	তাহার
৯২	৩	যাইতেছিল	যাইতেছিলে
১০৫	৫	সামব-জাতির	মানব-জাতির
১১০	৩	য়াখিয়া	রাখিয়া
১৭৪	২৪	পুত্রজননী	পুত্তজননী
১৭৪	২৪	পুত্তবধূর	পুত্রবধূর
১৭৬	১	শিবিরে	শিবিরে শিবিরে
১৮১	৩	মহরাণী	মহারাণী

সরোজসুন্দরী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন-কুটীরে।

বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে ভরা। কৃষ্ণাভ জলদজাল কখনও উচ্ছৃঙ্খল বায়ুর উপর চড়িয়া শূন্যে শূন্যে প্রবল বেগে ছুটিতেছে। আবার কখনও বা বায়ুবেগ সজল-জলদ-মালার গুরুভারে মন্দীভূত হইতেছে।— পুঞ্জীভূত মেঘরাশি মুসলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষণ করিতেছে। দিবা শেষ হইয়া আসিল, এ পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় দেখা যায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। পুকুর, খাত, পথ, ঘাট, মাঠ বৃষ্টির জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পথে পথিক চলিতেছে না, মাঠে গরু চরিতেছে না, আকাশে পাখী উড়িতেছে না, বাহিরে বালক বালিকা ছুটাছুটি করিতেছে না। প্রকৃতির বিচিত্র জড়তার অভিনয়।

এই দুর্দ্দিনে একখানি জীর্ণ ভগ্নকুটীরের বারাণ্ডায় এক রুগ্না শীর্ণা

বৃদ্ধা বিষণ্ণমনে আসীনা। পার্শ্বে অম্লান-কুন্দকলিকাবৎ, হাস্যময়ী, লাবণ্যময়ী, সারল্যময়ী, সপ্তমবর্ষীয়া একটি চঞ্চলা বালিকামূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। কুটীরের চাল ভাল নাই। জলধারা পড়িয়া ভিতরের মলিন বিছানাগুলি, ছিন্ন বস্ত্রগুলি—সব ভিজিয়াছে। গৃহাভ্যন্তর কর্দ্দমময় হইয়াছে। মৃন্ময় পাত্রগুলি জলে পূর্ণ হইয়াছে।

কুটীরের চারিধার বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণখানিও জঙ্গলময়। তাহার মধ্য দিয়া বাহিরে যাতায়াতের একটি ক্ষুদ্র পথ পড়িয়াছে। নিকটে কোন গৃহস্থের বাড়া দেখা যায় না। কেবল অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ। তাহাদের অধিকাংশই বন্য আগাছা।

বালিকা হাস্যমুখে একটি বিড়াল-শাবক কোলে তুলিয়া লইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠাকুরমা, ক্ষিদে পেয়েছে। কি খেতে দেবে দাও।"

বৃদ্ধার কোটরগত শুষ্ক চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। বালিকার অজ্ঞাতে তাহা মলিন বসনাঞ্চলে মুছিয়া বলিলেন, "কি খাবি দিদি, তাই ভাব্‌ছি।"

বালি। কেন, ভাত রাঁধ্‌তে যাও।

বৃদ্ধা। ঘরে চা'ল নাই যে!

বা। একটিও না?

বৃ। কিছুই না।

বা। তবে এই বেলা পাড়ায় গিয়া কিনিয়া আন।

বৃ। যদিও এক বেলার মত চা'লের পয়সা আছে, তা এই অভদ্রা বাদ্‌লায় আ'ন্‌বেই বা কে? বে'চ্‌বেই বা কে?

বা। তবে কি আ'জ খাওয়া হবে না?

বৃ। যেমন কপাল ক'রে এসেছিস্।

বা। এখন বড় ক্ষিদে। ঘরে মুড়ি আছে, তাই দু'টি দাও, খাই।

বৃদ্ধা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। ঘরে গিয়া দেখিল—একটি ছোট মৃৎপাত্রে অল্প দু'টি মুড়ি ছিল, তাহাতে জল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কপালে ঘা দিয়া ঘরে বসিয়া রহিল। মুখে কথা ফুটিল না। দু'টি চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। বালিকা আবার বলিল, "কৈ ঠাকুরমা, দাও।" বৃদ্ধা মনে মনে বলিতে লাগিল, "হা ভগবান্! এ দুঃখের কি শেষ নাই? এই অবোধ বালিকা কি অনাহারে মরিবে?" বালিকা উত্তর না পাইয়া বিড়ালছানা ফেলিয়া ঘরে আসিল। বৃদ্ধার গলা ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বসনপ্রান্তে বৃদ্ধার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "তুমি বুঝি আ'জ আবার কাঁদ্‌ছ? বুঝেছি মুড়িও নাই। তা না থা'ক, আমি কিছু খাব না। ঠাকুরমা! তুমি কেঁদো না।" এই বলিয়া বালিকা আবার বাহিরে আসিয়া বিড়ালশিশু কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিল, "আ'জ কি খাবি মিনি? ভাত নাই, চা'ল নাই,—মুড়ি নাই।"

এই সময় একটি ষোড়শবর্ষীয় হৃষ্টপুষ্ট বালক অল্প বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তথায় আসিয়া ডাকিল, "অরুণা! তোমার ঠাকুরমা কোথায়?"

অরুণা কথা কহিল না। মুখ নত করিয়া রহিল। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া বলিল "দাদা, যদি এসেছিস, তবে অরুণাকে বাঁচা। ওর বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ঘরে কিছুই নাই। গ্রামে দু'টি চা'ল কি কি'ন্‌তে পাওয়া যায়?" বালক বলিল, "পয়সা আছে কি?"

বৃদ্ধা ঘর হইতে পয়সা আনিয়া বালকের হস্তে দিয়া বলিল, "সবে পাঁচটি মাত্র পয়সা আছে, তাহাই লও।"

বালক কোন কথা না বলিয়া পয়সা পাঁচটি লইয়া চলিয়া গেল। অরুণাও হাস্যমুখে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——*(:০:)*——

কে চুরি করিল?

কুটীরের অনতিদূরে নদী। নদীতীর হইতে কুটীরখানি বেশ দেখা যায়। বালক নদীকূলে একটি ক্ষুদ্র পথ দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল। অরুণা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "কোথা যাও? দাঁড়াও, একটু পরে যাইও।" বালক পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "একি অরুণা! তুমি আসিতেছ কেন? আমি অনেক দূরে যাইব।—ঘরে ফিরিয়া যাও।" অরুণা দাঁড়াইয়া বলিল, "আমিও যাব, আমাকে সঙ্গে লও।" বালক অরুণার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ছি! তুমি ছেলে মানুষ, সেখানে যেতে পারবে না। ঘরে যাও।"

অরু। পার্‌ব। তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌ব।

বালক। তা হবে না। তুমি যাও, আমি এখনই চা'ল লইয়া আসিব।

অ। পরে যাইও। এস এইখানে দু'জনে একটু বসি।

বা। তোমার যে ক্ষিদে পেয়েছে অরুণা!

অ। পেলেইবা। তোমার সঙ্গে থা'ক্‌লে আমার ক্ষিদে থাকিবে না!

বা এর পর তোমার সঙ্গে কথা কইব,—আগে যাই।

অরুণা নদীর তীরে বসিয়া তাহার ছোট অঙ্গুলি দ্বারা আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখ, আবার বৃষ্টি আ'স্‌ছে। তুমি যে ভিজ্‌বে!"

বালক বসিল। অরুণার একখানি ক্ষুদ্র হস্ত জানুর উপর উঠাইয়া লইয়া বলিল, "অরুণা! তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

অরুণার চঞ্চল ভাস্বর চক্ষুদ্বয় বিস্ময়-বিস্ফারিত হইল। স্থির নেত্রে বালকের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "সে আবার কা'কে বলে, তা' আমি জানি না।" বালক আবার বলিল, "আমি বৃষ্টিতে ভিজিলে তোমার দুঃখ হয়?"

অ। হয়।

বা। কেন হয়?

অ। আমি না খেলে তোমার দুঃখ হয়, তুমি বৃষ্টিতে ভিজে চা'ল আ'নতে যাও।—তাইতে।

বা। আর কিসে?

অ। ঠাকুরমার জন্য তুমি দুঃখ কর। আর কেহ ঠাকুরমার কাছে আসে না। তুমি ঠাকুমার কত কাজ ক'রে দাও।—তাইতে।

বা। আর কিসে?

অ। ঠাকুরমা একদিন ব'লেছিলেন, তোমার সঙ্গে আমার বে' হবে।—তাইতে।

বা। আমি তোমাকে বে' ক'র্‌ব না। তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছ না কেন?

অ। তবে আমি কাঁদ্‌ব।

এই বলিয়া অরুণা ফুল্লারবিন্দবৎ মুখখানি একটু ভার করিয়া অধোমুখে রহিল। তাহার সুকোমল রক্তাভ গণ্ডদ্বয় যেন আরও উজ্জ্বল হইল। যেন স্ফুটনোন্মুখী অমল গোলাপ-কলিকা নিশার শিশির-ভারাক্রান্ত হইয়া

নতমুখী হইল। সে রূপরাশির,—সে মুখখানির সৌন্দর্য্য যে কত মধুর, কত মনোরম, কত মর্ম্মস্পর্শী, তাহা সেই দুর্য্যোগের দিনে বিজন নদীকূলে কেহই দেখিল না।

উভয়ে নীরবে ক্ষণকাল নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে লাগিল, প্রবল বর্ষায় স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষীর জল মলিন হইয়াছে। জলভারে প্রপীড়িত নদীবক্ষঃ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া সৈকতভূমি প্লাবিত করিতেছে। ঘনকৃষ্ণ-জলদচ্ছায়া তরঙ্গিণীবক্ষে প্রতিফলিত হওয়ায় সলিলরাশি কৃষ্ণাভ হইয়াছে। প্রবল বায়ুপ্রবাহে অসংখ্য উদ্দাম তরঙ্গমালা সবেগে উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে। আবার শুভ্র ফেনরাশি মস্তকে ধরিয়া বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া পড়িতেছে ;—অনন্ত জলরাশিতে মিশিতেছে।

বালক আবার উঠিল। বলিল, "অরুণা! তুমি ঘরে যাও। আমি চলিলাম।" অরুণা যেন অনিচ্ছা পূর্ব্বক বলিল, "দেখ কত কামিনীফুল তলায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। বড় ভাল গন্ধ! আমি এইগুলি কুড়াই, আর গান গাই। তুমি শীঘ্র আসিবে ত?" "যত শীঘ্র পারি আসিব।" এই বলিয়া বালক দ্রুত চলিতে লাগিল।

অরুণা প্রফুল্লমুখী। অপ্রশস্ত বসনাঞ্চলে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে অনুচ্চস্বরে গান গাইতে লাগিল। একবার বালকটির দিকে, আর একবার নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল বালক নদীকূলের পথ দিয়া অনেক দূরে চলিয়া যাইতেছে। নদীতে দেখিল, অনেক দূর হইতে একখানি অনাচ্ছাদিত তরণী তরঙ্গসঙ্গে দুলিতে দুলিতে আসিতেছে। মৃগশাবাক্ষী বালিকা চঞ্চলচক্ষে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তরণী তরঙ্গে উঠিতেছে, পড়িতেছে, নাচিতেছে, দুলিতেছে। বালিকা দেখিতে দেখিতে গান ভুলিল।

অরুণা গণিতে শিখিয়াছিল। কয়জন বাহকে বাহিয়া আসিতেছে,

গণিতে লাগিল।—এক, দুই, তিন, চা'র, পাঁচ, ছয়। দেখিতে দেখিতে তরণী তীরে লাগিল। লাগিল, কিন্তু বাঁধিল না। একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া উপরে উঠিল। সে অরুণাকে ক্রোড়ে লইয়া নৌকায় গেল। অরুণা কাঁদিয়া উঠিল, কত অনুনয়-বিনয় করিল, ঠাকুর-মাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল; কিন্তু কেহ শুনিল না, কেহই আসিল না। খরস্রোতে, অনুকূল পবনে তরীখানি তীরবৎ ছুটিয়া অদৃশ্য হইল।

বালক অনেক দূরে গিয়াছিল, তবুও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়া সব বুঝিল। উচ্চ রবে ডাকিল,—অরুণাকে উদ্ধার করিতে কত সাহায্য চাহিল; কিন্তু কেহই শুনিল না, কেহই আসিল না। অবশেষে বালক উন্মত্তবৎ নৌকার উদ্দেশে ভীষণ নদী-গর্ভে ঝাঁপ দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দীপ নিবিল।

যাত্রাকালে পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে বাধা পড়ে। সে বাধা অবহেলা করিলে কার্য্যের বিঘ্ন ঘটে, বিপদ্ ঘটে। অরুণা যখন ছুটিয়া গিয়াছিল, তখন বৃদ্ধা পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়াছিল। অরুণার সে দিকে মন ছিল না। সে শুনিতেও পায় নাই। উত্তরও দেয় নাই। আহা! তাই বুঝি অরুণা আর ফিরিল না।

অরুণা ফিরিল না দেখিয়া বৃদ্ধার মন অস্থির হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তবুও অরুণা আসিল না। রাত্রি হইল। মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জন; আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ঘনীভূত অন্ধকারে জীর্ণ কুটীরখানি গ্রাস করিল। বৃদ্ধার মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল। অসাড় কাষ্ঠখণ্ডবৎ পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধার উদরে অন্ন নাই। আধারে তৈল নাই যে, আলো জ্বালিবে। অন্ধকারে আর্দ্র মৃত্তিকার উপর পড়িয়া রহিল।

এমন কাজ কে করিল? বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি, অন্ধকারময় জীর্ণ কুটীরের উজ্জ্বল মাণিক, শোক-পাশরা ধন, কে কাড়িয়া লইল? বৃদ্ধার বুক ছিঁড়িয়া সে অমূল্য রত্নটি কে চুরি করিল? একি কর্ম্মফল?—না নিয়তি?

রাত্রি প্রভাত হইল। বৃদ্ধা অনাহারে, দারুণ মর্ম্মবেদনায় মৃত্তিকার উপর সংজ্ঞাহীনার ন্যায় পড়িয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে মর্ম্মভেদী বিলাপ করিয়া "অরুণা, অরুণা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। প্রায় একপ্রহর অতীত হইল, তবুও কেহ আসিয়া বৃদ্ধার দশা দেখিল না। তারপর দুই এক জন প্রতিবেশী আসিয়া সকল কথা শুনিল।—স্বচক্ষে দেখিল। ক্রমে অনেক লোক আসিল। কিন্তু দুঃখীর দুঃখে কয়জনের প্রাণ কাঁদে? সকলেই পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিয়া জনতা করিতে লাগিল। কেহ বা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেল। প্রতিবেশিনী বর্ষীয়সী রমণীরা দল বাঁধিয়া কেহ বলিতে লাগিল "আহা, বুড়ীর মনটা বড় ভাল ছিল। এমন মা'নষের এমন হয়!" কেহ বা বলিল "দেখ দিদি, পাপ-পুণ্য সবই এই খানে। ছেলে, মেয়ে, ধন, দৌলত, কার বা নাইলো। গৌরব করাটা কিছু নয় দিদি!" এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে একে একে সকলেই চলিয়া গেল। হতভাগিনী বৃদ্ধার দশা কি হইবে, কেহই ভাবিল না।

মানব স্বার্থপর। সংসারে পরার্থে তৎপর, পরদুঃখ-মোচনে মুক্তহস্ত কয়জন মিলে? বৃদ্ধার যদি হাতে কিছু সঞ্চিত অর্থ থাকিত, যদি বৃদ্ধার কুটীরখানি জীর্ণ, ভগ্ন না হইয়া মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে, তৈজসপত্রে সুসজ্জিত একখানি সুচারু গৃহ হইত, তবে বুঝি বৃদ্ধার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার কত নাতনী, কত ভাসুরপোর সম্বন্ধীর পুত্র জুটিত। কিন্তু বৃদ্ধা আশ্রয়হীনা অনাথা। প্রবলের সাহায্যকারী সকলেই হইয়া থাকে। দুর্ব্বলের সাহায্য কে করে? বরং দুর্ব্বলের উপর নির্য্যাতনই করিয়া থাকে। বুঝি দেবতারাও এই নিয়মের পক্ষপাতী। বনে যদি আগুন লাগে, তবে বায়ু সহায় হইয়া

অগ্নিরাশিকে আরও প্রবলতর করিয়া ভীষণবেগে বন দগ্ধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তুমি আমি যদি একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালি, অমনি বায়ুদেব আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিবাইয়া দেন। এই নীতি সর্ব্বত্র।

ক্ষুদ্র পল্লীখানিতে অশিক্ষিত ইতর লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। তাহার একপ্রান্তে একজন যাজনব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি কুপোষ্য পরিবার ও অনেকগুলি শালগ্রামাদি বিগ্রহ ছিল। নদীতীরের পথ দিয়া গমনকালে ব্রাহ্মণও জনতা দেখিয়া বৃদ্ধার প্রাঙ্গণে আসিয়াছিলেন। যখন সকলেই বৃদ্ধাকে দেখিয়া চলিয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ গেলেন না,—তাঁহার দয়া হইল। বৃদ্ধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার আহার ও শুশ্রূষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দূরবর্ত্তী স্বগৃহ হইতে, প্রত্যহ অন্ন আনিয়া বৃদ্ধাকে দিতেন।—কিন্তু বৃদ্ধা প্রায়ই কিছু খাইত না।

ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য হইল তিনটি,—যজমান, ঠাকুর আর বুড়া। প্রাপ্য বেশী না হইলেও, কয়েকঘর যজমান আছে, সে এক প্রকার গলগ্রহ। গৃহে একপাল বিগ্রহ। তারপর আবার বৃদ্ধা এক উপগ্রহ জুটিল। ব্রাহ্মণের নিগ্রহের সীমা থাকিল না।

বৃদ্ধার পীড়া বাড়িতে লাগিল। জীর্ণ শীর্ণ দেহ রোগের যাতনায়, শোকের তাড়নায়, অধিক দিন টিকিল না। একদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে,—সকল যাতনার শেষ হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

———)*:০:*(———
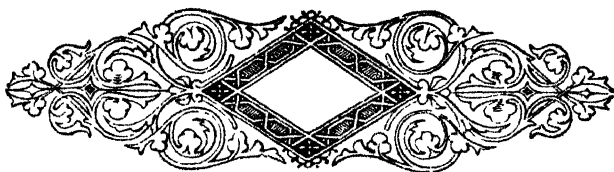
বুড়ী কে ছিল?

রাজপুতনার পার্ব্বত্য প্রদেশে বহুলরা নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। তথায় রাজপুতজাতি ও কিয়ৎসংখ্যক ভীলজাতি বাস করিত। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তথায় এক রাজপুত-গৃহে একটি কুমারী জন্মগ্রহণ করে। কুমারী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে রাজপুতজাতির প্রথানুসারে বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময় পিতা মাতা জানিতে পারিলেন যে, ঐ কুমারী কন্যা অন্তঃস্বত্বা। ব্যভিচারিণী দুশ্চরিত্রা কন্যার এই দুর্ব্ব্যহার বুঝিতে পারিয়া, কলঙ্কের ভয়ে তেজস্বী রাজপুত স্বহস্তে অসিগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, কন্যার মাতা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তনয়ার জীবন ভিক্ষা করিয়া লয়েন। রাজপুত, কলঙ্কিনী কন্যাকে সুদূর বনপ্রদেশে নির্ব্বাসিত করেন। কুমারী কোনস্থানে আশ্রয় পাইয়া যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করে। সেই পুত্র বর্দ্ধিত ও পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল; কিন্তু নিজের পরিচয় জানিত না। কেবল মাতাকেই চিনিত।

বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া বলিষ্ঠ ও স্বকীয় প্রতিভাবলে নানা বিষয়ে পারদর্শী হইল। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য অনেক চেষ্টা

করিয়া, অবশেষে বঙ্গদেশে নবাব সরকারে একটী চাকরী পাইয়া মাতার সহিত পূর্ব্বাঞ্চলে আসিল। নবাবের কার্য্যানুরোধে এক দিবস কপোতাক্ষী-নদীতীরে তাৎকালিক একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া দেখিল যে, তথায় একজন খঞ্জ রাজপুত বাস করিতেছেন। তিনি গৌড়েশ্বর মামুদের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। কোন যুদ্ধে তাঁহার একখানি পদ নষ্ট হওয়ায়, মামুদ তাঁহাকে এককালীন অনেক অর্থ দিয়া কার্য্য হইতে অপসৃত করেন। সৈনিক স্ত্রী ও পুত্রের সহিত ঐ স্থানে বাস করিত। যুবক ও মাতার সহিত সেই স্থান বাসের উপযুক্ত মনে করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। মাতা সেই খানেই থাকিত। পুত্রের নাম রাখিয়াছিল—কৃষ্ণলাল। গ্রামের লোকে তাহাদিগকে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিত। অপহৃতা অরুণার উদ্দেশে যে বালক নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিল, সে ঐ সৈনিকের পুত্র।

অজ্ঞাত-কুলশীলের বিবাহ দেওয়া বড় দায়। কৃষ্ণলালের মাতা অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ভদ্রঘরে পুত্রের বিবাহ দিতে পারিল না। কৃষ্ণলাল মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত স্থানে কোন বারবিলাসিনীর সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিল। সেই বারাঙ্গনা-নন্দিনী একটি মাত্র কন্যা প্রসব করিয়া অল্পদিন পরে মরিয়া গেল। সেই কন্যার নাম অরুণা।

পাঠক-পাঠিকা হয় ত বড়ই বিস্মিত হইতেছেন। আমরা কতকগুলি কুৎসিত চরিত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা রীতি-বহির্ভূত। উন্নত আদর্শচরিত্রের আলোচনা না করিলে গ্রন্থ অপাঠ্য হয়। কিন্তু আমাদের অবলম্বনীয় ঘটনাবলীর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া কয়েকটি কুৎসিত চরিত্রের আলোচনা করিতে হইল। তাহাতে আপত্তি কি?

কৃষ্ণলাল নবাব সরকারে চাকরী করিত। বিশেষ মান-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল; নবাবের প্রিয়পাত্রও হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাহার বাসস্থানে গিয়া মাতা ও ভার্য্যাকে দেখা দিত। খরচপত্র দিয়া যাইত। এতদূরে বাড়ী করার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য তাহার ছিল। কৃষ্ণলাল অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। কন্যাটি যখন এক বৎসরের, তাহার পর আর বাড়ী আসে নাই। প্রকাশ এইরূপ যে, কৃষ্ণলাল বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিতেছিল, পথে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আর তার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলে, সে জীবিত নাই।

কৃষ্ণলালের বৃদ্ধা জননী ছয় বৎসর কাল বহুকষ্টে বুকে করিয়া পিতৃমাতৃহীনা শিশুকন্যা অরুণাকে পালন করিয়াছিল। তার পর বৃদ্ধার সেই শোচনীয় মৃত্যু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অরুণার কথা।

অরুণা নৌকায় বসিয়া অনেকক্ষণ উচ্চরবে কাঁদিয়াছিল। তার পর অপহরণকারীরা অরুণাকে বড় ভয় দেখাইল। দুই তিন জনে চো'ক রাঙ্গাইয়া বলিল যে, চীৎকার করিয়া কাঁদিলে তাহাকে জলে ফেলিয়া দিবে; না হয় গলা কাটিয়া ফেলিবে। ভয়ে অরুণার আর মুখ ফুটিল না। নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড হইলে, নৌকাখানি আসিয়া আর একখানা বড় নৌকার কাছে থামিল। ছোট নৌকা বড় নৌকার পার্শ্বে বাঁধিয়া একে একে সকলে সেই বড় নৌকায় উঠিল। অরুণাকেও একজন ধরিয়া উঠাইয়া লইল।

অরুণা যাহা কখন দেখে নাই, তাহা দেখিতে লাগিল। দেখিল—নৌকাখানি অতি প্রকাণ্ড। তাহার উপর অনেক লোক। চারিটি কামরা। প্রত্যেক কামরায় কত আলো জ্বলিতেছে। দিবসের ন্যায় পরিষ্কার আলো। সমস্ত কামরায় কত ভাল ভাল বিছানা, ভাল ভাল জিনিস।—বড় ভাল সাজান। অরুণা সব চিনে না। সে এমন সুন্দর স্থান আর কখনও দেখে নাই। অবাক্ হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল।

একজন অরুণার হাত ধরিয়া তাহাকে আর একটি কামরায়

লইয়া গেল। একটি বাটিতে দুগ্ধ দিয়া বলিল, "তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। এই দু'ধ টুকু খাও।" অরুণা ক্ষুধায় বড় কাতরা হইয়াছিল। উদর পুরিয়া দুগ্ধ পান করিল। তিন দিন সেই নৌকায় থাকিতে হইয়াছিল। অরুণা ইচ্ছা মত আহার করিতে পাইত। দুই একটি ভাল কথাও শুনিতে পাইত।

চতুর্থ দিবস নৌকা তীরে বাঁধিল। সে স্থানের নদী বৃহৎ। বোধ হইল নৌকা আর একদিবস এইরূপে চলিলে বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িত। উপরে ভীষণ অরণ্য। উভয় তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী—কাল মেঘের মত দেখা যায়। আরোহিগণ সকলেই সেই স্থানে তীরে উঠিল। এক অপ্রশস্ত কাননপথ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। অরুণাকে একজন তাহাদের সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে বলিল। সে তাহাই করিতে লাগিল। অরুণা উহাদের দুই একজনের সঙ্গে কখনও দুই একটি কথা বলিত। কারণ, তাহারা অরুণার সঙ্গে একটু ভাল কথা কহিত, যত্ন করিয়া খাইতেও দিত।

অরুণা অল্পদূর গিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?"

সে উত্তর করিল, "দেখিতে পাইবে। আমাদের সঙ্গে চল। আর বেশী দূর নাই।"

অরু। আমাকে লইয়া কি হইবে ?

লো। তোমাকে ভাল খেতে দেব,—ভাল রা'খ্‌ব।

অ। কোথায় যাইতেছি ?

লো। আমাদের বাড়ীতে। নিকটেই আমাদের বাড়ী। সেখানে গিয়ে কত কি দেখ্‌তে পাবে।

অ। আমাকে বাড়ী যেতে দেবে ?

লো। না।

অ। সেখানে ত আমার ঠাকুরমা নাই!

লো। ঠাকুরমা নাই। সেখানে তোমার কত বাবা আছে, কত মা আছে।

অরুণা ছেলে বেলায় বাপ মা দেখিয়াছিল, তা' তার ভাল মনে নাই। তার বাপ মা দেখিবার বড় সাধ। সে খুসী হইয়া বলিল, "তবে শীগ্‌গির চল।

আর একজন বলিল, "অরুণা! আমরা কে তাহা জান?"

অ। না। তোমরা কে?

লো। আমরা ডাকা'ত।

অরুণা বসিয়া পড়িল। তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে ডাকা'তের কথা শুনিয়াছিল। সে জানিত, ডাকা'তে মানুষ কাটিয়া ফেলে। তাহারা ধরিয়া লইলে আর বাড়ী আসা যায় না।

সেই লোকটি অরুণার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "তোমার ভয় কি অরুণা, আমরা তোমাকে মারিব না,—কাটিব না।" অরুণা আর উঠিল না। তার পর সে ব্যক্তি অরুণাকে কোলে লইয়া চলিল।

কিছুদূরে একটি স্থানের অনেকদূর বেশ পরিষ্কার। সেখানে গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়িয়া নাই। তাহার সম্মুখে বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণী। নিম্নভাগে ছোট ছোট নানা প্রকারের বৃক্ষ এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। সেই বৃক্ষগুলি অসংখ্য কণ্টকবৃক্ষে ও কণ্টকময়ী লতায় এরূপে বিজড়িত যে, তথায় মক্ষিকাটিও প্রবেশ করিতে পারে না। ছোট পথটিও সেই পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে।

সেইখানে আসিয়া সকলে দাঁড়াইল; অরুণাকেও ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
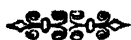
গুপ্তপুরী।

কণ্টকলতাদি-পরিবেষ্টিত দুরারোহ সেই সমস্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী দুর্ভেদ্য-প্রাচীররূপে পুরোভাগ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সমীপবর্ত্তী একস্থানে ত্রিংশৎহস্তপরিমিত দীর্ঘ ও চারিহস্ত প্রশস্ত একখণ্ড অতি পুরু দারুময় আচ্ছাদন। দস্যুগণ চারি পাঁচ জন এক এক খানি কাষ্ঠখণ্ড হস্তে লইয়া কৌশলে তাহার প্রান্তভাগে সন্নিবিষ্ট করাইয়া সেই প্রকাণ্ড আবরণ উদ্ঘাটন করিল। তাহার নিম্ন ভাগে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী। তদ্দ্বারা অবরোহণ করিলে নিম্নে অন্ধকারময় সমতলভূমি। এই স্থানে আসিয়া দস্যুগণ সুকৌশলে গহ্বর-মুখের কাষ্ঠাবরণ খানি পুনঃ স্থাপিত করিল। তথায় কিয়দ্দূর সূচিভেদ্য অন্ধকারে গমন করিলে পুনরায় উপরিভাগে অধিরোহণের সোপানাবলি। দস্যুগণ তদ্দ্বারা উপরে উঠিল। সে স্থল পরিষ্কার দিবালোকে প্রতিভাসিত। বলিতে হইবে না যে, তাহারা অরুণাকেও লইয়া আসিতে ভুলিয়া যায় নাই।

এই সুগুপ্ত পুরী বহুদূর বিস্তৃত। একটি প্রশস্ত পথের একপার্শ্বে অনেকগুলি পুরাতন অথচ সুদৃঢ় ইষ্টকালয় সারি সারি বিদ্যমান। অপরপার্শ্বে পরিষ্কৃত শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটি ইষ্টকালয়—নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ। অপর দিকে এক নির্ম্মল-সলিল-শোভিত পুরাতন সুগভীর সরোবর। তাহার পুরাতন তটের উপর কতকগুলি পুরাতন ফুলের গাছে জবা টগর প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাতনজাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। অট্টালিকা-গুলি বহুলোকজনে পরিপূর্ণ। বাহিরেও কতকগুলি দীর্ঘাকার, স্থূলাকার, বিকটাকার,—কাল, সুকাল, কটাবর্ণের পুরুষ ছিল। তাহারা কেহ বেড়াইতেছিল, কেহ কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত ছিল, কেহ তামাক টানিতেছিল। অট্টালিকাগুলির পশ্চাদ্ভাগে বড় বড় দুইটি অট্টালিকা। তাহাতে দরজা জানালা বেশী নাই। দুই একটি যাহা আছে, তাহা অভ্যন্তর হইতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। ইহা বুঝি লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ধনরত্নাদি রাখিবার ভাণ্ডারগৃহ। সেই গৃহ ও সরোবরতীরস্থ ফুলগাছগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ও তাহার একপার্শ্বে একটি দেবীমন্দির। মন্দির-সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিরনেত্রে আজতানন্দস্বামী উপবিষ্ট। তাঁহার মস্তকে রুক্ষ দীর্ঘ কেশরাশি। পরিধান রক্তবস্ত্র। রক্তবস্ত্রের উত্তরীয় গলদেশে লম্বমান। উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা বিজড়িত। কণ্ঠদেশেও রুদ্রাক্ষমালা লম্বিত। ললাটে উজ্জ্বল সিন্দূরের ত্রিপুণ্ড্রক। তান্ত্রিক কাপালিকের মত প্রচণ্ড ভীষণ মূর্ত্তি।

অরুণাকে লইয়া একজন সর্ব্বাগ্রে অজিতানন্দের নিকট আসিল। তিনি অরুণাকে দেখিয়া তাহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে উঠিয়া মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরুণাকেও সে ব্যক্তি মন্দিরমধ্যে লইয়া গেল। অন্ধকারময় মন্দিরমধ্যে

একপার্শ্বে একটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অরুণা সেই স্তিমিতদীপালোকে দেখিল,—বিকটদশনা, লোলরসনা, শবাসনা, নৃমুণ্ডমালিনী, ভয়ঙ্করী, ভৈরবীমূর্ত্তি! মায়ের দুইপার্শ্বে পূজার উপকরণাদি সজ্জিত। কিঞ্চিদূর্দ্ধে দুইপার্শ্বে দুইখানি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দেওয়ালে বিলম্বিত রহিয়াছে।

অজিতানন্দ অরুণাকে বলিলেন, "মাকে প্রণাম কর।" অরুণা সভয়ে প্রণাম করিল। অজিতানন্দ মায়ের পদতল হইতে একটি নির্ম্মাল্য বিল্বপত্র লইয়া অরুণার হস্তে দিয়া বলিলেন, "মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।" অরুণা দুই হাত পাতিয়া লইল।

"এ কি এ!" এই বলিয়া অজিতানন্দ বিস্ময়ে অরুণার বামহস্ত টানিয়া লইয়া মনোযোগপূর্ব্বক করতল দেখিলেন। দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "মা! তুই বেঁচে থাক্,—তুই রাজরাণী হবি।"

অরুণা অজিতানন্দকে প্রণাম করিল। তাহার সঙ্গী তাহাকে লইয়া অন্য একটি অট্টালিকার মধ্যে গেল। সেখানে দস্যুদলপতি কয়েকজন লোকের সহিত বসিয়া কথা কহিতেছিল। অরুণার সঙ্গী দস্যু তাহাকে প্রণাম করিল। দস্যুরা তাহাকে সর্দ্দার বলিত।

কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সর্দ্দারের গায়ের বর্ণ কাল পাতরের মত। অস্বাভাবিক লম্বা দেহ। উদর অনেকদূর লম্বা। সেই লম্বোদরের উপর ঘন, কাঁটার মত সোজা সোজা চুল বিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড গোলাকার মাথা বসান। চক্ষু দু'টিও একটু গোলাকার, কিন্তু বড় মোটা ও রক্তবর্ণ। পায়ের পাতা ও হাতের অঙ্গুলিগুলি একটু অস্বাভাবিক ধরণের লম্বা।

দস্যু বলিল, "যাত্রার দোষে এবার সকল কাজ শেষ করিতে পারি নাই। আর যে একটা হুকুম ছিল, সেই জন্য এইটিকে আনিয়াছি।"

সর্দ্দার বলিল, "ভাল, এখন যাও। ছয়দণ্ড রাত্রির সময় এই থানে আসিও।" শুনিয়া সে চলিয়া গেল।

সর্দ্দারের দক্ষিণ পার্শ্বে গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ আর একজন দস্যু বসিয়া ছিল। তাহার নাম রাঙ্গামাণিক। সর্দ্দার অরুণাকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন? ইহা দ্বারা কাজ হইবে ত?"

রাঙ্গামাণিক বলিল, "বোধ হয় হইবে। আমি অজিতানন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

সর্দ্দার অরুণার হাত ধরিয়া অপর একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। সে স্থান সর্দ্দারের শয়নাগার। অরুণা দেখিল, তথায় তিনজন সুন্দরী রমণী বসিয়া আছে। তাহারা অরুণার সহিত কথা কহিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।
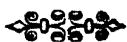
দুইটি চরিত্র।

আরাবল্লী পর্ব্বতের নিবিড় বনময় উপত্যকাভূমির প্রান্তভাগে কুম্ভমেরু নামক অতি সুন্দর শৈলময় জনপদ। শিশোদীয় রাজপুতকুল-সম্ভূত প্রবল পরাক্রান্ত চিতোরেশ্বর রাণাগণ কর্তৃক ঐ ক্ষুদ্র স্থান শাসিত হইত। তথায় একটী দুর্ভেদ্য রমণীয় দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গ কমলমীর দুর্গ নামে অভিহিত। বণিক্‌জাতীয় আশাসা নামক জনৈক জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির উপর উহার শাসনভার ন্যস্ত ছিল।

দুর্গেশ্বর আশাসার গৃহ আজ মহোৎসবে পরিপূর্ণ। দুর্গের অভ্যন্তরে, বাহিরে, রাজপথে, তোরণে, অট্টালিকায় অট্টালিকায়, বিপুল আনন্দ। আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া কমলমীর দুর্গ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। শ্রুতিসুখকর মাঙ্গলিক নহবৎধ্বনি ও জনকোলাহলে সর্ব্বত্র মুখরিত। অবাধ জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত সর্ব্বত্র প্রবাহিত। ভোজনার্থিগণ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে, অসংখ্য দীন-দুঃখী আশাতীত ধন প্রাপ্ত হইয়া হাত তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে, কৌতুকদর্শনার্থিগণ বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করিতেছে। কোথাও বা বহুলোক

ইতস্ততঃ ছুটিতেছে, দল বাঁধিয়া জনতা করিতেছে, হাস্য-লহরী তুলিতেছে। সর্ব্বত্র আনন্দ,—সর্ব্বত্র মহাসমারোহ।

এত উৎসব, এত সমারোহ কিসের? চিতোরের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ বহু অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী সহ এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছেন। চন্দাবৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ, চৌহানগণ, প্রমারগণ—সকলেই মহোৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া কমলমীর দুর্গে উপস্থিত। সালুম্ব্রাধিপতি, কৈলেশ্বর, বাগোরপতি সঙ্গ প্রভৃতি মহাবীর রাজপুত নরপতিগণ সমবেত হইয়া—মহোল্লাসে উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। সকলেই উৎসাহিত,—সকলেই আনন্দিত। রাজপুত-গৌরব চিতোরেশ্বর—সুপ্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রামসিংহের বংশধর তনয়—উদয়সিংহের বিবাহোৎসব। উৎসাহের ইয়ত্তা নাই,—অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই,—আনন্দের সীমা নাই। বোধ হয়, এই বিবাহোৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত চিতোরের সর্দ্দারগণ ও দুর্গেশ্বর আশাসা। সর্দ্দারগণের বহুদিনের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আর আশাসার একটী প্রধান মহাকর্ত্তব্য-ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

চিতোরেশ্বর রাণা উদয়সিংহের বিবাহোৎসব চিতোরে সম্পন্ন না হইয়া কমলমীর দুর্গে কেন হইল? এ বিতর্ক পাঠক-পাঠিকাগণের মনে উদিত হইতে পারে। ইতিহাস ইহার সদুত্তর দিবে। তথাপি ঘটনাটি পরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি কথার উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক বোধ হইল।

রাণা পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মিবার রাজ্যের শাসনভার তদীয় পুত্র বিক্রমজিতের উপর ন্যস্ত হয়। বিক্রমজিৎ সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। এজন্য চিতোরের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পৃথ্বীরাজের দাসীগর্ভজাত পুত্র বনবীরকে চিতোর সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। বনবীর সিংহাসন লাভ করিয়া বিক্রমজিৎকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তখন উদয়সিংহের বয়স দুই বৎসর।

জগতে প্রলোভন অতি ভয়ানক বস্তু। প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া লোক স্বার্থান্ধ হয়। যাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্ধকারময় দুর্গম পথ ধর্ম্ম প্রদীপের বিমল আলোকে প্রদীপ্ত হয় নাই, এ সংসারে তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সেই বিমল জ্যোতিঃ যাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাই, সে যতই কর্ত্তব্যপরায়ণ, যতই সংযমী হউক না কেন, কার্য্যকালে স্বার্থান্ধ হইয়া ছায়ার ন্যায় প্রলোভনের অনুসরণ করিয়া থাকে। বনবীরও এই প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারিলেন না।

তিনি দেখিলেন, তাঁহার রাজসিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ দুই জন,—বিক্রমজিৎ ও সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহ। বনবীর দাসীগর্ভপ্রসূত। সুতরাং চিতোরের রাজাসন ভবিষ্যতে ন্যায়তঃ উদয়সিংহেরই প্রাপ্য। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া বনবীর প্রধান কণ্টক দুইটীর সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

এক দিবস রজনীযোগে বনবীর ভীষণ মূর্ত্তিতে বিক্রমজিতের কক্ষমধ্যে অসিহস্তে প্রবেশ পূর্ব্বক হতভাগ্য বিক্রমজিৎকে হত্যা করিলেন। অন্তঃপুরে ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিল। শিশু উদয়সিংহ তখন শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। পার্শ্বে তাঁহার ধাত্রী বসিয়াছিল। এমন সময় অন্তঃপুরচারী এক নাপিত আসিয়া সংবাদ দিল যে, বনবীর রাণা বিক্রমজিতের প্রাণ-সংহার করিয়াছে, তজ্জন্য এই ঘোর আর্ত্তনাদ। শুনিয়া ধাত্রীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল, রাক্ষস বনবীর কেবল রাণার প্রাণ সংহার করিয়া নিরস্ত হইবে না, তাহার প্রধান শত্রু উদয়সিংহকেও বধ করিতে আসিবে। ধাত্রীর প্রাণ ব্যাকুল হইল। সমীপস্থ একটী ফুলের ঝুড়ির মধ্যে শিশু উদয়সিংহকে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়া তাহার উপর কতকগুলি পুষ্প ও বিল্বপত্র ছড়াইয়া দিল। ঝুড়ি নাপিতের হস্তে দিয়া বলিল, "শীঘ্র ইহা লইয়া চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।"

নাপিত তাহাই করিল। এ দিকে ধাত্রী আপন দুইবৎসরবয়স্ক পুত্রকে রাজকুমারের শয্যায় স্থাপিত করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণ পরেই প্রচণ্ডমূর্ত্তি বনবীর রক্তাক্ত অসি হস্তে তথায় প্রবেশ করিয়া উদয়সিংহের কথা ধাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। শমনসম প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ধাত্রীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কম্পিতকরে অঙ্গুলিসঙ্কেতে রাজকুমারের শয্যা দেখাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ পাষণ্ড বনবীর তীক্ষ্ণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার প্রিয়তম পুত্রের হৃৎপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। হতভাগিনী ধাত্রী নীরবে সব দেখিল। একবার মুখ ফুটিয়া কাঁদিতেও পারিল না। নীরবে কিয়ৎক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ধাত্রী আর বিলম্ব করিল না। হৃদয়-নন্দনকে তদবস্থ রাখিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে দ্রুত উদয়সিংহের উদ্দেশে চলিল।

সংগ্রামসিংহের বংশলোপ হইবে ভাবিয়া আত্মহৃদয়ের শোণিতদানে যে রমণী রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিল, সে নীচকুলোদ্ভবা সামান্য পরিচারিকা নহে। সে একজন রাজপুতকন্যা,—নাম পান্না। নিজ হৃদয়ের রক্তের বিনিময়ে পান্না যদি উদয়সিংহের প্রাণ রক্ষা না করিত, তবে মিবারের ঐতিহাসিক স্রোত কোন্ দিকে প্রধাবিত হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

চিতোরের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তিনী এক ক্ষুদ্রনদীর তীরে আসিয়া পান্না দেখিল, ক্ষৌরকার তথায় শিশু রাজকুমারকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাজকুমারকে গ্রহণ করিয়া পান্না তাঁহার জীবন রক্ষার্থে কয়েক স্থানে অনাহারে বহুকষ্টে ভ্রমণ করিল; কিন্তু নৃশংস বনবীরের ভয়ে কোন রাজাই সাহস করিয়া আশ্রয় দিলেন না। অবশেষে আরাবল্লীর নিবিড়-বনময় ভীলগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত দুর্গম উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিয়া বহু-কষ্টে কমলমীর দুর্গে উপস্থিত হইল। পান্না রাজকুমারকে শাসনকর্ত্তার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া বলিল, "আপনার রাজা আজ বিপদাপন্ন হইয়া

আপনার নিকট আশ্রয়প্রার্থী অতিথি। তাঁহার জীবন রক্ষা করুন।”
উন্নতমনা আশাসা শতবিপদ্ তুচ্ছ করিয়া কুমারের প্রতিপালনের ভারগ্রহণ করিলেন। ধাত্রী তাহার মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইল দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আশাসা নিজের ভাগিনেয় বলিয়া সযত্নে উদয়সিংহকে পালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারও তথায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজকুমার একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি অলৌকিক কার্য্যকলাপ দ্বারা অনেকের মনে সন্দেহের কারণ উপস্থিত করিয়াছিলেন। একদিবস কোন কার্য্যব্যপদেশে শোনিগুরুরাজ প্রমার কমলমীর দুর্গে আশাসার সহিত সাক্ষাৎকার জন্য আসিয়াছিলেন। রাজপুত-প্রবর বিচক্ষণ শোনিগুরুরাজ উদয়সিংহের শারীরিক গঠন, তেজস্বিতা ও কার্য্যকলাপ দর্শনে তাঁহাকে আশাসার ভাগিনেয়বেশী কোন অসামান্য রাজপুতকুমার বলিয়া বুঝিলেন। তিনি মনে মনে অনুমান করিলেন, হয় ত এই কুমার—রাণা সংগ্রামসিংহের বংশধর হইবে।

তাঁহার অনুমান ব্যর্থ হইল না। অচিরে উদয়সিংহের আত্মপরিচয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তখন শোনিগুরুরাজ নিজ দুহিতার সহিত উদয়সিংহের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে জামাতৃরূপে বরণ করিলেন। চিতোরের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ ও অন্যান্য অধীন রাজগণ এই সংবাদে পরম পুলকিত হইয়া কমলমীর দুর্গে আসিয়া রাজকুমারের অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ সময়ে বহু সমারোহে তথায় বিবাহ-মহোৎসব নির্ব্বাহিত হইল। তাই কমলমীর দুর্গে এত আনন্দোৎসব।

বিবাহের পর সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। সর্দ্দারগণ চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উদয়সিংহকে রাজ-মুকুট অর্পণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহারা বনবীরের ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিলেন।
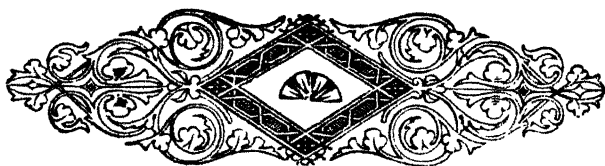
অষ্টম পরিচ্ছেদ।
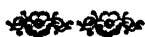
সরোজসুন্দরী।

কমলমীর দুর্গের চতুর্দ্দিক্ একটি বিস্তৃত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। ঐ প্রাচীরসান্নিধ্যে একটি দ্বিতল অনুচ্চ অট্টালিকা। অট্টালিকা পুরাতন ধরণের হইলেও অভ্যন্তরভাগ পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। কক্ষপ্রাচীর কারুকার্য্য-খচিত ও অনেকগুলি দেবদেবীর চিত্রে পরিশোভিত। সৌধতল মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে শ্বেত-পীত-নীল-লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের প্রস্তরে রঞ্জিত। রাত্রি বেশী হয় নাই। দ্বিতল গৃহের বাতায়নগুলি উন্মুক্ত। সেই উন্মুক্ত বাতায়ন পথে শীতরশ্মি বিমল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি পাতিত করিতেছেন। হর্ম্ম্যতলে একধারে একখানি সুকোমল গালিচা পাতা। তাহার উপর দুইটি তরুণী রমণী বসিয়া কথা কহিতেছিল। ক্ষণপরে উভয়ে উঠিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বস্থিত সুন্দর শয্যার উপর গিয়া বাতায়ন-পথে চঞ্চল নয়নে চাহিয়া দেখিল। পুনরায় কথা কহিতে লাগিল।

নবীনাদ্বয় উভয়েই সুন্দরী। একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া,—শোনিগুরু

রাজকুমারী। তিনি বিমলকৌমুদীবর্ণা, আয়ত ইন্দীবর-নয়না, সুমধ্যমা ও কৃশাঙ্গী। ঈষদ্রক্তাভ গণ্ডদ্বয় ও পক্কবিম্বানুকারি-অধরকিশলয়-সহকৃত গোলাকার মুখখানি দেখিলে মনে হয়, যেন সে মুখখানি সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শোকে শান্তিতে, বিরহে মিলনে—সকল সময়েই এমনি হাস্যময়ী থাকে। অথচ সে হাসি চাপল্য-মিশ্রিত নহে;—গম্ভীরভাব-বিজড়িত। হস্তপদাদির গঠন বালিকার ন্যায় সুকুমার। অপ্রশস্ত ললাট ও চিবুকের অর্দ্ধাংশ-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত অলকদাম মন্দমারুত-ভরে ঈষৎ দুলিতেছে। অনিবদ্ধ ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া গুরু-নিতম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।—যেন নীলোৎপল-দলরাজি একটি স্ফুটনোন্মুখী রক্তোৎপলকলিকা বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। অপরা যুবতী রাজমকুমারীর সমবয়স্কা। সেও অনিন্দ্যসুন্দরী। অঙ্গের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ বসনে লুকাইতেছে না। সে অঙ্গ-জ্যোতিঃ যেন বসন ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আকৃতি কিছু খর্ব্ব। ইন্দীবরনিন্দী আঁখি দুইটির কটাক্ষ সচঞ্চল। নবযৌবন-সঞ্চারে সৌন্দর্য্যরাশি উদ্ভাসিত। তাহার নাম —লাবণ্য। লাবণ্য যথার্থই লাবণ্যময়ী,—ভাবময়ী,—প্রাণ-স্নিগ্ধকারি-ভাষাময়ী,—হাস্যময়ী।

লাবণ্য রাজনন্দিনীর দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয়ের কন্যা। তাহার পিতা মাতা নাই, জগতে আপনার জন বলিতে কেহই নাই। শৈশব অবধি রাজকুমারীর পিতার অন্নে পালিতা। সে রাজনন্দিনীর প্রিয় সহচরী। লাবণ্য যেমন তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিল, বোধ হয় জগতে কোন রমণীকে তত ভাল বাসিতে পারে নাই;—পুরুষকে পারিয়াছে কিনা, তাহা প্রেমিকা রমণীরাই বলিতে পারেন।

উদয়সিংহের সহিত রাজনন্দিনীর বিবাহের পর যখন তিনি

স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে আসিয়াছিলেন, তখন লাবণ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না। তাহার রাজকুমারী ভিন্ন রাজসংসারে সুখের বস্তু আর কিছুই ছিল না। লাবণ্য তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতে বড় আব্‌দার করিল, চ'কের জল ফেলিল। রাজকুমারীও পিতার নিকট লাবণ্যকে তাঁহার সঙ্গে দিতে প্রার্থনা করিলেন। তখন শোনিগুরুরাজ জামাতাকে অন্যান্য যৌতুকের সহিত রাজকুমারীর সহচরীস্বরূপা লাবণ্যকেও প্রদান করিলেন। লাবণ্য খুসী হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে।

আর পরিচয়ে কাজ নাই। যাহা বলিতেছিলাম, ভুলিয়াছি যুবতীদ্বয় কথা কহিতে লাগিল। লাবণ্য বলিল, "জানিনা, আজ আবার তোমার কি নূতন খেয়াল!"

রা-কু। নতুন কি দেখ্‌লি? আমি রূপের চটকে কা'রো মন ভুলাই'তে চাই না।

লাব। তা ব'লে এই চুলের রাশি না বা'ধ্‌লে কি ভাল দেখায়?

রা-কু। আমি বেশ দেখি।

লাব। নিজে দেখ্‌লে হয় না। লোকে বলে, "আপন মুখে খানা, পরের চ'কে পর্‌না।"

রা-কু। স্বামী কি পর?

লাব। আমি ও পথে কখন চলি নাই, তাই আপন পর বুঝি না।

রা-কু। বুঝ্‌বে যখন, শিখ্‌বে তখন।

লাব। বুঝ্‌ব যখন, শিখ্‌ব তখন, দে'খ্‌ব পরাণ ভ'রে।

আঁধার রেতে ফাঁদ্‌টি পেতে, চাঁদটি আন্‌ব ধ'রে।

আমি দেখ্‌ব মজার কল,

হব ফটিক জল;—

তুফান কেটে প্রেম-নদীতে তুল্‌ব গিয়ে চল।

রা-কু। ইস্ লো! তুই দেখ্‌ছি কবি কালিদাস।

লাব। কেন, আমি কালিদাস হ'তে যাব কেন? আমি কি পুরুষ মানুষ?

রা-কু। তুই মেয়ে কালিদাস।

লাব। আচ্ছা, আজ এক কাজ ক'রব?

রা-কু। কি কাজ?

লাব। আজ এখনও রাজকুমার আ'স্‌ছেন না। বোধ হয় আ'স্‌তে দেরী আছে। যখন আস্‌বেন, তখন তুমি চুপ্ ক'রে ঘোমটা দিয়ে—

রা-কু। মান ক'রে ব'স্‌ব নাকি?

লাব। না, তা' নয়। তুমি এমনি ক'রে আমার কাছে ব'সে থাক, আর আমি পুরুষ সেজে তোমার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে থাকি। দেখি রাজকুমার—

রা-কু। দূরহ, পাপ! তাহ'লে যে চোর ব'লে ধরা প'ড়্‌বি।

লাব। ধরা দেব না। তবু যদি ধরা পড়ি, তবে ব'ল্‌ব আমি রাজনন্দিনীর পোষা চোর।

রা-কু। তুই মর।

এই বলিয়া রাজকুমারী লাবণ্যের গাল টিপিয়া দিলেন। লাবণ্য তাহার প্রতিদানে রাজকুমারীর এলো চুলের গোছা ধরিয়া বাঁধিয়া দিতে গেল। রাজনন্দিনী টিপিটিপি হাসিয়া উঠিয়া পালাইলেন।

কক্ষান্তরে একখানি মেজের উপর কতকগুলি ছোট বড় ফুলের মালা সাজান ছিল। রাজাকুমারী তাঁহার হস্তের বালা দু'গাছ ভিন্ন আর সমস্ত অঙ্গের মণি-মুক্তাময় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া তাহার উপর রাখিলেন। তারপর ছোট ছোট সুগন্ধি সুচারু মালাগুলি

লইয়া অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে অঙ্গে পরিতে লাগিলেন। লাবণ্য হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, আজ এই বেশে সেজে তুমি সাধ পূরাবে; তবে আমিও আমার সাধ পূরাই।” এই বলিয়া লাবণ্য স্বহস্তে রাজনন্দিনীকে ফুলের মালার অলঙ্কার পরাইল। হাতে, গলায়, কাণে, মাথায়,—যেখানে যা সাজে, সাজাইল। তার পর বড় বড় পদ্মফুলের এক ছড়া বড় মালা লইয়া গলায় ঝুলাইয়া দিল। সুকৌশলে গ্রথিত, সুরভিসুগন্ধ, অমলধবল পুণ্ডরীকহার রাজনন্দিনীর কোমলকণ্ঠে স্থাপিত হইয়া বক্ষোপরি দোদুল্যমান হওয়াতে যেন কমলের শোভা আরও ফুটিয়া উঠিল। ফুল্ল কমলগুলি যেন তাহাদের পুষ্পজন্ম সফল ভাবিয়া আহ্লাদে আরও উৎফুল্ল হইল। রাজনন্দিনী ফুলরাণী সাজিয়া অনুপম-লাবণ্যময়ী হইলেন। কিন্তু ফুল এত গর্ব্ব করে কেন? এ গৌরব ফুলের? না—রাজকুমারীর রূপের? কাণের বকুল কোমল গণ্ড চুম্বন করিয়া বলিতেছে, “আমরা এমনি দেব-সেবায়, নারী-সেবায় লাগি।” বাহুমূলে মল্লিকা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিতেছে, “ক্ষুদ্র হইলে কি হয়? আমার মত সুখিনী কে?” মাথার উপর কুন্দ উঁকি মারিয়া বলিতেছে, “বটে! দেখ, আমি সবার উপরে।” অভিমানিনী কমল বলিল, “কে তুমি আমার প্রতিযোগিনী হইবে?—কুন্দ?—ইস্! দেখ আমি কোথায় আছি।”

লাবণ্য মনের মত সাজাইয়া বলিল, “রাজকুমারি! তুমি স্বভাব-সুন্দরী। স্বভাবজাত ফুলের মালায় সাজিয়া আ’জ বনদেবীর মত শোভা হইয়াছে। এ অলঙ্কারের কাছে মণিমুক্তার অলঙ্কার কোন্ ছার!”

রাজকুমারী কুন্দদলনিন্দী দশনাবলি দ্বারা রক্তাধর টিপিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে পূর্ব্বের সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া শয্যার উপর বসিলেন।' লাবণ্য আসিয়া মুক্ত বাতায়নে চাহিয়া দেখিল।

দেখিয়াই অমনি নীচে নামিল। সে বড় হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঐ রাজকুমার আ'স্‌ছেন। বলিতে বলিতে আরও হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল।

উদয়সিংহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারী উঠিয়া লজ্জাবনত-মুখী হইলেন। উদয়সিংহ ক্ষণকাল অনিমেষনয়নে সে ফুলময়ী প্রতিমার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আ'জ এ কি বেশ?"

রা-কু। এ বেশ কি ভাল নয়?

উদ। অপরে যা' বলে বলুক; আমার চ'কে আমি এ সাজ ভাল দেখি।

রা-কু। লাবণ্য পোড়ারমুখী আ'জ এই পদ্মফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়েছে।

উদ। লাবণ্য ঠিক্ বুঝিয়াছে। প্রিয়তমে! যথার্থই তোমার সুকোমল অঙ্গে এই কমলের মালা বড় ভাল সেজেছে। তুমি নিজে যেমন ভুবনমোহিনী, তারই উপযুক্ত বেশ হ'য়েছে।

রা-কু। আমি দাসী। অধীনীকে ভালবাসার চ'কে দেখেন, তাই আমার সবই সুন্দর দেখ্‌ছেন।

উদ। এত গুণ তোমার আছে ব'লে, তোমার স্বামী হ'য়ে আমিও ধন্য হ'য়েছি।

রাজকুমারী লজ্জায় মুখ ভার করিয়া অধোমুখে রহিলেন। উদয়সিংহ তাঁহার মৃণালভুজবল্লী নিজহস্তে তুলিয়া লইয়া অপর হস্তে চিবুক ধরিয়া স্নেহপূর্ণ ভাবগদ্গদ মধুর বচনে বলিলেন, "অনিন্দ্য সুন্দরি! পদ্মের মালায় তোমার অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে। আমি তোমাকে এখন অবধি পদ্মরাণী ব'লে ডা'ক্‌ব।"

পাঠক বুঝিবেন, রাজকুমারীকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকা উদয়সিংহেরই

সাজে আমরা কি বলিব? আমরা বলিব "সরোজসুন্দরী।" রাজকুমারও কখন কখন এ নাম ধরিয়া ডাকিলে আমরা আপত্তি করিব না।

সরোজসুন্দরী স্বামি-সোহাগ পাইয়া প্রফুল্লমুখী। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, জগতে আমার মত সুখিনী কে?—বুঝি স্বর্গেও এত সুখ বিরল। উভয়ে শয্যার উপর বসিলেন। উদয়সিংহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরোজ! আমার কাছে যথার্থ কথা বল। এই সব রত্নালঙ্কার কি তুমি ভাল বাস না?"

সরো। না।

উদ। ঠিক্ ব'ল্ছ?

সরো। আপনি দেবতা, আপনি স্বামী। মিথ্যা ব'ল্লে পাপ হবে।

উদ। কখনই ভাল লাগে না?

সরো। কখন না—একথা বলিতে পারি না। আগে ভাল বাসিতাম,—পরেও বাসিব। এখন ভাল বাসি না।

উদ। এখন কেন ভাল বাস না, বলিবে কি?

সরোজসুন্দরী বড় দায়ে ঠেকিলেন। বড় কষ্টে কোনরূপে বলিয়া ফেলিলেন, "এখন আমার যে অবস্থা, তা'তে ওসব অলঙ্কার সাজে না।"

উদয়সিংহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল, হৃদয়তন্ত্রীও বড় বেসুরা বাজিল। তিনি নীরবে রহিলেন। উদয়সিংহ বুদ্ধিমান্, ভাবগ্রাহী। তিনি বুঝিলেন, সরোজসুন্দরী রাজকন্যা। আমি রাজপুত্র হইয়াও বর্ত্তমানে পরান্নপালিত। ভবিষ্যতে রাজসিংহাসন লাভ করিব কি না, তাহারও নিশ্চয় নাই। তাই সরোজ এইরূপ বলিল। বোধ হয়, আমি রাজসিংহাসন লাভ করিতে না পারিলে সরোজ আর অলঙ্কার পরিবে না। তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন। সরোজসুন্দরীকে কিছু বলিলেন না।

সরোজসুন্দরী উদয়সিংহের পদ ধারণ করিয়া বলিলেন, "দাসীর যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন।" উদয়সিংহ সরোজসুন্দরীর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সরোজ! তুমি রাজপুতকুমারী। তোমার অপরাধ কি যে, ক্ষমা করিব।"

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া উভয়ে শয়ন করিলেন। উদয়-সিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কত কি চিন্তা করিয়া তার পর নিদ্রিত হইলেন।

প্রাতে উঠিয়া উদয়সিংহ রাজকুমারীকে বলিলেন, "আমরা এস্থানে আর থাকিব না। বিবাহের পর সস্ত্রীক গঙ্গাস্নান ও তীর্থে বাস করা হিন্দুর কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অবস্থানুসারেও আমাদের ঐরূপ করা বৈধ। অতএব এস্থান হইতে বিদায় লইয়া, মথুরায় অথবা যুক্তবেণী প্রয়াগতীর্থে গিয়া কিছুদিন বাস করিব।"

উদয়সিংহ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।
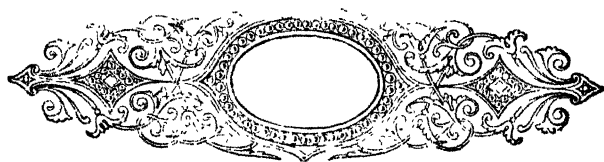
নবম পরিচ্ছেদ।

অজিতানন্দ-স্বামী।

দস্যুগণ অরুণাকে অপহরণ করিয়া যে গুপ্তপুরীতে লইয়া রাখিয়াছিল, বহু প্রাচীন কাল হইতে ভৈরবী কালামূর্ত্তি সেই স্থানে স্থাপিতা। দস্যুদল আসিয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে কালীমূর্ত্তি ও পুরাতন অট্টালিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া মনোনীত করিয়া দস্যুপুরী স্থাপন করিয়াছে। হয় ত এ সমুদয় কোন সম্পত্তিশালী প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি। কালের মহিমায় দস্যুপুরীরূপে পরিণত হইয়াছে।

অজিতানন্দ নিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। মায়ের সেবক। মায়ের কৃপায় অনেকগুলি দৈব শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন। ভূত ভবিষ্যৎ—গণনা দ্বারা স্থির করিতে সক্ষম। অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁহার অধিকার আছে। তিনি ন্যায় ও নীতির পক্ষপাতী, সাধু শক্তিসাধক। কিরূপে তিনি দস্যুদলভুক্ত হইলেন, সে সমস্ত কথা বহু বিস্তৃত। বর্ণনা করিতে হইলে দুই তিন পরিচ্ছেদ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়। এজন্য অনাবশ্যক বোধে তাহা আমরা পরিহার করিলাম। আনুষঙ্গিক ঘটনায় তৎসংক্রান্ত অধিকাংশ কথা পরিব্যক্ত হইবে।

অজিতানন্দ দেখিলেন, সর্দ্দার যে তিন জন কুল-কামিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দস্যুপুরে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই মায়ের মন্দিরে পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। তাহাতে তাঁহার মন পরিশুদ্ধ হয় না। এজন্য তিনি সর্দ্দারকে বলিয়াছিলেন যে, মায়ের আদেশ হইয়াছে, একজন অল্পবয়স্কা কুমারী কন্যা তাহার পূজার উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে নচেৎ দস্যুদিগের মঙ্গল নাই।” সেই জন্যই অরুণা অপহৃতা। এতদ্ভিন্ন অরুণার অপহরণে দস্যুদিগকে নিয়োজিত করার আরও কোন বিশেষ অভিসন্ধি তাঁহার ছিল, তাহা ঘটনাচক্রে বুঝা যাইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণলাল।
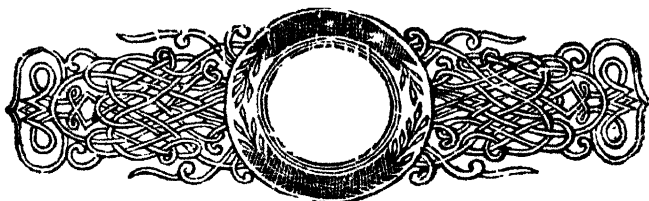
শারদীয় যামিনী। নীল গগনপটে নির্ম্মল চাঁদ উঠিয়া অমল জ্যোৎস্না-রাশি ঢালিতেছেন। সে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি হাসিতেছে,—শ্যামল বিটপিবল্লরী হাসিতেছে,—নীলকাশে ক্ষীণপ্রভ তারকারাজি হাসিতেছে,—চঞ্চল তরঙ্গমালা বক্ষে ধরিয়া তরঙ্গিণী হাসিতেছে,—বাতায়ন-অন্তরালে প্রণয়িনীযুগল হাসিতেছে। বড় হাসির ধুম। বৃক্ষরাজির অন্তরালে ক্ষুদ্র কুটীর হাসে,—সুধা-ধবলিত অট্টালিকা মস্তক উন্নত করিয়া হাসে,—সরোবর আলো করিয়া প্রাণ খুলিয়া কুমুদিনী হাসে। জগৎময় অফুরন্ত হাসি।

এমন সুধাময়ী রজনীর তৃতীয় যাম অতীতপ্রায়। ভাগীরথীবক্ষে সেই বিমল-জ্যোৎস্নারাশি-স্নাত একখানি নৌকা দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। পাঁচজন উত্তরদেশীয় মুসলমান মাঝি নৌকা চালাইতেছে। তাহাদের চারিজন নৌকার সম্মুখে তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া পূত-জাহ্নবী-সলিলে সুচঞ্চল অসংখ্য চন্দ্রকের রাশি সৃষ্টি করিতেছে। নৌকার সম্মুখে দুইজন মুসলমান লাঠিয়াল লম্বা হইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। মধ্যে

আরোহী কৃষ্ণলাল। নৌকায় অনেক বহুমূল্য দ্রব্য ও অর্থ লইয়া গৃহে আসিতেছিল, কাজেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ্রৎ ছিল। তার পর নিদ্রা আসিয়াছে। নৌকার পশ্চাতে হেমাতুল্লা মাঝী—হা'ল ধরিয়া কটা দাড়ী, কাল স্কাজওয়ালা মাথা নীচু করিয়া ঘুমে ঝিমাইতেছিল; কিন্তু নৌকা ঘুরিয়া যাওয়ায় সাম্‌নের দাড়ী সেরাজদ্দী তাহাকে বড় কুৎসিত ভাষায় দেশীয় কথায় গালি দিল। সেই সঙ্গে তার বেচারা মা বাপকেও কিছু অংশ দিল। তখন হেমাতুল্লা কিছু বেয়াকুব হইয়া "আল্লা রছুল" বলিয়া চো'ক, মুখ, দাড়ীতে হাত বুলাইয়া নৌকা সামলাইয়া লইল। তার পর গান ধরিল। প্রথমে গুন্ গুন্ করিয়া, তারপর ক্রমে স্বরের মাত্রা চড়াইয়া "ঝপাং, ঝপাং" দাড়ের শব্দের তালে তালে গাহিতে লাগিল;—

"ও বঁধু রে,—
বঁধু তুমি আর আমি।
আর বঁধুর বাড়ী আমার বাড়ীরে,—
তার মাঝে ক্ষীর-নদী।
উ'ড়ে গিয়ে দে'খে আস্‌তাম
যদি পয়ার দিত বিধি।"

এমন সময় নদীতীরে বনের মধ্য হইতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল,—দুম্। অমনি নদীর দুই কূল হইতে দুইখানি ছোট নৌকা বেগে কৃষ্ণলালের নৌকার দিকে আসিতে লাগিল। প্রত্যেক নৌকায় বার জন করিয়া লোক। কৃষ্ণলাল বলবান্, তেজস্বী, কৌশলী ও সমর-নিপুণ নির্ভীক যুবক। অপরিচিত স্থান, তাহাতে রাত্রিকালে বহু অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণলাল সর্ব্বদা সতর্ক। বন্দুকের শব্দেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। লাঠিয়াল দুই জন উঠিয়া বসিয়াছিল,—বাহকেরা চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণলাল দেখিল, উভয়দিক্ হইতে দুই নৌকায় অনেকগুলি লোক তাহার নৌকাখানি আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে একখানি তরবারি ছিল। সত্বর তাহা লইয়া বাহিরে আসিল। লাঠীয়ালদ্বয়ও পাঁচ হাত লম্বা তৈল-মাখান পাকা বাঁশের লাঠী লইয়া খাড়া হইল। মাঝীরা নৌকা চালান ভুলিয়া গিয়া প্রাণভয়ে একটা গণ্ডগোল বাধাইল।

দেখিতে দেখিতে দস্যুগণ নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। লম্বা একখানি বংশখণ্ড দ্বারা নৌকার আচ্ছাদনের উপর সজোরে একজন আঘাত করিল। কেহ লাঠী, কেহ তরবারি লইয়া, কয়েক জন নৌকার উপর উঠিল। কৃষ্ণলাল কেশরিবিক্রমে আক্রমণ করিয়া নৌকারোহণকারী দস্যুদিগের সকলকেই অসি দ্বারা ছিন্ন করিয়া নিহত করিল। এদিকে লাঠীয়ালদ্বয় প্রাণপণে লাঠী চালাইয়া অবশিষ্ট দস্যুদিগের নৌকারোহণ নিবারণ করিতেছিল। তাহাদিগের লাঠীর আঘাতে কয়েক জন দস্যু গুরুতররূপে আহত হইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ দস্যুদিগের তরবারির আঘাতে একজন লাঠীয়াল নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গেল আর এক জনও উরুদেশে দারুণ লাঠীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জলে পড়িল। সে তটাভিমুখে সন্তরণ করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বেই বাহকেরা কেহ আহত, কেহ অক্ষত দেহে জলে ঝাঁপ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কৃষ্ণলাল এক হস্তে অসি, অপর হস্তে লাঠীয়ালের পরিত্যক্ত একখানি বংশযষ্টি লইয়া নৌকার দস্যুগণকে আক্রমণ করিল। নিমেষ মধ্যে দস্যুরা অনেকে নিহত হইয়া জাহ্নবীসলিল রক্তে রঞ্জিত করিল। অবশিষ্ট কয়েক জন আহত হইয়া প্রাণভয়ে তীরাভিমুখে সন্তরণ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকা দুইখানি অতল জলে ডুবিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল দস্যুহস্ত হইতে নৌকা উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু নৌকা বাহকবিহীন। বিশেষতঃ তাহার সঙ্গী একজন লাঠীয়াল ও তরীবাহকেরা

পলায়ন করিয়া তীরে উঠিয়াছে। কাজেই তাহার তীরে নৌকা আনা আবশ্যক হইল। কৃষ্ণলাল হা'ল ধরিয়া নৌকা কূলে আনিল ও সঙ্গীদিগের অনুসন্ধানে তীরে উঠিল।

আবার "দুম্"। সম্মুখে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া কৃষ্ণলাল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চাদ্ভাগে আবার বন্দুকের শব্দ—"দুম্"। কৃষ্ণলাল প্রমাদ গণিল। নৌকায় ফিরিয়া গিয়া অস্ত্রগ্রহণ করিবে ভাবিল। অমনি উভয় দিক্ হইতে দুই দলে প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র দস্যু তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকায় যাইতে পারিল না। অস্ত্র ও পাইল না।

জীবনের আশা, অর্থ-সামগ্রীর আশা, মাতা কন্যার আশা—কৃষ্ণলাল একেবারেই ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার হৃদয় দৃঢ় রহিল। জাল-নিবদ্ধ, নিদানে প্রাণপণে চরমচেষ্টায় কৃতসঙ্কল্প, মহাবল কেশরীর ন্যায়, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে নূতন বল, নূতন উৎসাহ আবির্ভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু যেন বীরমদে নাচিয়া উঠিল!

কৃষ্ণলাল ভীম-গম্ভীরস্বরে দস্যুদিগকে বলিল, "তোমরা আমার জীবন লইবে, লও। কিন্তু আমি নিরস্ত্র।" দস্যু-সর্দ্দার উত্তর করিল, "তুমি শীকার। তোমাকে কি অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি?"

কৃষ্ণ। এ কোন্ ধর্ম্ম?

স। দস্যুদিগের এই ধর্ম্ম।

এই বলিয়া সর্দ্দার কয়েক জন দস্যুকে আদেশ করিল, "নৌকায় যাহা আছে, উঠাইয়া লও।"

কৃষ্ণ। সাবধান! যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ কেহ নৌকা স্পর্শ করিও না।

শুনিয়া দস্যুগণ বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। সর্দ্দার পুনরায় বলিল, "তুমি কিরূপে আমাদের হাতে ত্রাণ পাইবে?"

কৃষ্ণ। তাই বলিয়া তোমাদের সম্মুখে হৃদয় পাতিয়া দিব না যে, তোমরা অনায়াসে হৃদয়ে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিবে।

স। প্রস্তুত হও। আমরা তোমাকে প্রাণে মারিব না, বাঁধিয়া ফেলিব।

কৃষ্ণ। একখানি যে কোন অস্ত্র আগে আমার হাতে দাও।

সকলে আবার বিকট হাসি হাসিয়া কৃষ্ণলালের প্রার্থনা ভাসাইয়া দিল। তার পর সকলে এককালে তাহাকে আক্রমণ করিল। কৃষ্ণলাল ভীম-পরাক্রমে অস্ত্রধারী দস্যুদলের সহিত রিক্তহস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পদাঘাতে কয়েকজনকে আহত করিল। বজ্রমুষ্টির আঘাতে কাহারও হাড় ভাঙ্গিল, কাহারও মুখ ফিরিল, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়া রক্ত ছুটিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, দস্যুগণ তাহাকে ধরিয়া হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিল।

দস্যুরা নৌকায় গিয়া অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি সমস্ত লইয়া নৌকাখানা জলমগ্ন করিয়া দিল। তৎপরে বন্দী কৃষ্ণলালকে ও লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি লইয়া সত্বর অনতিদূরবর্ত্তী একখানি বড় নৌকায় গিয়া উঠিল এবং যথাসময়ে দস্যুপুরীতে পৌছিল।

দস্যুপুরীতে কৃষ্ণলাল কিছুদিন বন্দী থাকিয়া ক্রমে দস্যুদিগের বিশ্বাসী বন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণলাল দস্যুদলভুক্ত একজন দস্যুরূপে রহিল। সর্দ্দার কৃষ্ণলালের বীরত্বে ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বড় কাজের লোক বলিয়া জানিত ও বিশেষ যত্ন করিত। কোন কার্য্য কৃষ্ণলালের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া করিত না।

কৃষ্ণলাল গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিল। সেই জন্য সর্দ্দার আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—"রাঙ্গামাণিক"।

রাঙ্গামাণিকের সহিত অজিতানন্দের অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক রকম কথা হইত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—):*:(—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

কৃষ্ণলাল স্বীয় ক্ষমতাবলে দস্যুমহলে মান-প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। সর্দ্দার বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ভাণ্ডারগৃহের চাবি পর্য্যন্ত দিত। কৃষ্ণলাল সুযোগ পাইলে মধ্যে মধ্যে অনেক অর্থ লইয়া বাহিরে যাইত এবং তাহা নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় ও দীন দুঃখীদিগকে দান করিয়া, কুসংসর্গবাস-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিত। অরুণার পরিচয় লইয়া তাহাকে তাহারই তনয়া বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। এজন্য অরুণাকে স্নেহ করিত, বড় যত্নে রাখিত। কিন্তু অরুণার পরিচয় কাহারও নিকট বলে নাই। কেবল অজিতানন্দকে বলিয়াছিল। অরুণাও তাহা জানিত না।

অরুণা অনেক সময় অজিতানন্দের কাছে থাকিত। সে মহামায়ার সেবিকা। মায়ের পূজার ফুল তুলিয়া দিত, অন্যান্য উপকরণ সাজাইয়া দিত, ঘৃত-প্রদীপে ঘৃত দিত, ধূপাধারে ধূপ দিত। অবশিষ্ট সময় অজিতানন্দের মুখে অনেক কথা শুনিত,—অনেক কথা শিখিত। অরুণা ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া দস্যুপুরী আলো করিতে লাগিল।

কৃষ্ণলালের আর একটি প্রধান কার্য্য ছিল—সে আট শত দস্যুকে

যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিত। নানাবিধ অস্ত্র-চালনা ও রণ-কৌশল শিখাইত। অরুণাকেও ডাকিয়া লইয়া যুদ্ধকৌশল, অস্ত্রচালনা ও বিবিধ কূট-রণনীতি শিখাইত। অরুণা আগ্রহ-সহকারে প্রত্যহ আসিয়া শিখিত।

সন্ধ্যার পর অজিতানন্দ মায়ের আরতি সম্পন্ন করিয়া মন্দির-সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট আছেন। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। অজিতানন্দ নির্নিমেষনয়নে অসুরদর্পহারিণী বিপদুদ্ধারিণী ভীমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। যেন গভীর চিন্তায় তাঁহার ললাট কুঞ্চিত, মূর্ত্তি প্রশান্ত। ক্ষণপরে এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গান ধরিলেন। সে মধুর মর্ম্মগ্রাহী স্বরলহরী যেন বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। অজিতানন্দ গাহিতেছেন,——

(গীত)

ভবে শুধুই বেড়াই ছুটি।
মোহের ঠুলি, নে মা খুলি, দেখি অভয়-চরণ দুটি।
কত আর মা, দুঃখ দিবে,
তারা, যদি না তারিবে,
দয়াময়ী ব'লে কেন বৃথা তবে পদে লুটি।
কতদিন আর ওমা তারা,
(ভব) কারাগারে হব সারা,
কবে আশা পূরিবে গো, ভবঘোর মা যাবে টুটি।

গান শেষ হইলে ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দ ভাবে চিত্রিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তার পর মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। তাঁহার বিষাদজড়িত

শান্ত মুখমণ্ডল যেন প্রফুল্ল হইল। লোমাঞ্চকর, গম্ভীর উচ্চরবে উচ্চারণ করিলেন,—"কালী—করালী," "কালী—করালী।"

সে ভীষণ ধ্বনি বায়ুপ্রবাহে, নির্জ্জন অরণ্যে, অট্টালিকায় অট্টালিকায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—"কালী – করালী"। অজিতানন্দের পশ্চাৎ হইতে কে যেন পূর্ব্ববৎ স্বরে উচ্চারণ করিল,—"কালী—করালী"। অজিতানন্দ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণলাল।

কৃষ্ণলাল জগদম্বার সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গলে বস্ত্র দিয়া বলিলেন. "মা! অসুরঘাতিনী, কলুষনাশিনী, বরাভয়দায়িনী, দয়াময়ী চামুণ্ডে! আর কত দিন দুঃখ দিবে মা! সুদিন কি পাব না?" অজিতানন্দ বলিলেন, "ভয় নাই, শুভ দিন আগতপ্রায়। মা যেন অভয় দিয়া বলিয়াছেন যে, আর ভয় নাই।" কৃষ্ণলাল বলিল, "আমি ত মঙ্গলের কিছুই দেখিতেছি না।"

অজি। মঙ্গলময়ী মা আমাদের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

কৃষ্ণ। সেরূপ কোন সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না।

অজি। মায়ের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

কৃষ্ণ। বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ। বিশেষতঃ আমি—

অজি। সে কথা কে বলিবে? কৃষ্ণলাল! তুমি কি আমাকে এতদূর নীচমনা বিশ্বাসঘাতক পিশাচ মনে কর?

কৃষ্ণ। আমি বেশ জানি, আপনার সেরূপ প্রবৃত্তি নাই।

অজি। তাহা থাকিলে এতদিন তান্ত্রিক উপায়ে তার প্রতিবিধান করিতে পারিতাম।

কৃষ্ণ। তবে মঙ্গল কিসে?

অজি। অন্য উপায়ে। দেখ্‌বে?

এই বলিয়া অজিতানন্দ মায়ের পদতল হইতে একটি বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে মায়ের ললাট হইতে অঙ্গুলি দ্বারা কিঞ্চিৎ সিন্দুর গ্রহণ পূর্ব্বক ঘর্ষণ করিলেন। পরে সেই বিল্বপত্রটি কৃষ্ণলালের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই মায়ের প্রসাদী নির্ম্মাল্য গ্রহণ কারয়া মাকে প্রণাম কর।" কৃষ্ণলাল তাহাই করিল। অজিতানন্দও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ও মা দক্ষসুতে! ত্রিপুরনাশিনি! তারিণি! সঙ্কটে ত্রাণ কর মা!—অভয় দাও মা!" তখন উভয়ে উঠিয়া গলবস্ত্রে সম্মুখে দাঁড়াইয়া মায়ের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, মায়ের মুখ প্রফুল্ল। সেই ভয়ঙ্করী নৃমুণ্ডময়ী মৃন্ময়ী ভামা মূর্ত্তি যেন ছায়াময়ী, কায়াময়ী, দয়াময়ী, বাঙ্ময়ী হইয়া হস্ত তুলিয়া বরাভয় প্রদান করিতেছেন। তখন উভয়ে মায়ের পদতলে প্রণাম করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"কালী—করালী," "কালী—করালী।"

উভয়ে বাহিয়ে আসিয়া পুনরায় কথোপকথনে নিযুক্ত, এমন সময় রঘুরাম নামক একজন দস্যু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "আপনারা দুইজনে শীঘ্র আসুন।" ব্যস্তভাবে অজিতানন্দ বলিলেন, "কেন? ব্যাপার কি?" রঘুরাম বলিল, "বড় সর্ব্বনাশ! সর্দ্দারের বুঝি প্রাণ যায়। শীঘ্র আসুন।"

কৃষ্ণলাল বিস্ময়ে বলিল, "সে কি? কেন এমন হইল?" রঘুরাম বলিল, "কিছুই জানা যায় নাই।"

তখন অজিতানন্দ মায়ের প্রতিমার সম্মুখে মৃগচর্ম্মাসনে মুহূর্ত্তকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশই বটে। জীবন রক্ষা হইবে না। চল শীঘ্র যাই।" কৃষ্ণলাল বলিল, "এরূপ ঘটনার কারণ কি?" অজিতানন্দ ললাটে হাত দিয়া বলিলেন, "নিয়তির হস্ত হইতে কে ত্রাণ পায়? সেই পাপীয়সী স্ত্রীলোকটা আর যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ-প্রয়োগ করিয়াছে।"

কৃষ্ণ। বিষ কোথায় পাইল ?

অজি। হীরকচূর্ণ। ভাণ্ডার হইতে কৌশলে বাহির করিয়া তাম্বূলের সহিত খাওয়াইয়াছে।

কৃষ্ণ। চলুন, শীঘ্র যাই।

ব্যস্ত হইয়া সকলে সর্দ্দারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, তাহার মুখে মৃত্যু-লক্ষণ-জ্ঞাপক কালিমারেখা পড়িয়াছে,—জিহ্বা শুষ্ক হইয়া অসাড় হইয়াছে,—চক্ষু বসিয়া গিয়া নিষ্প্রভ হইয়াছে। মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই।

সর্দ্দার অতি ক্ষীণকণ্ঠে ভগ্নস্বরে অজিতানন্দকে বলিল, "চলিলাম,—বিদায় দাও।" তৎপরে ইঙ্গিতে কৃষ্ণলালকে ডাকিলে কৃষ্ণলাল নিকটে আসিল। সর্দ্দার তাহার হাত খানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া অতি কষ্টে বলিল,—"যে কিছু আমার আছে, সে সমুদয় তোমার। এই লোক সকলকে তুমি চালাইও। আর—"

সর্দ্দার আর কথা কহিতে পারিল না। চক্ষে জল ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল। পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করিয়া ভব-লীলা শেষ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থে তীর্থে।

কৃষ্ণলাল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইল। আট শত সুশিক্ষিত দস্যু তাহার ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাকারী। ভাণ্ডার বহু ধনরত্নে পরিপূর্ণ। ভগবান্ সহায় হইয়া তাহাকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন। তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন। সে মনে মনে স্থির করিল, এই অতুল ঐশ্বর্য্য ধন-রত্ন সকলই এখন ন্যায়তঃ আমার। কিন্তু ইহা অসদুপায়ে উপার্জ্জিত। বহু নর-নারীর শোণিত-লব্ধ। অতএব উহা নিশ্চয়ই কলঙ্কিত। আমি উহার এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য ব্যয় করিব না। নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া লইব। এই সমুদয় অর্থদ্বারা সাধারণের মঙ্গলকর সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, দীন দুঃখীকে সাহায্য করিব,—তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া তথায় দুঃখী-দরিদ্রকে দান করিব।

অজিতানন্দ বলিলেন, "এখন অরুণার নিকট পরিচয় দিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে।" তিনি নিজেই অরুণাকে কৃষ্ণলালের নিকট ডাকিয়া তাহার পরিচয় দিলেন। অরুণা এখন বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, বিবিধসদ্গুণে

অলঙ্কৃতা, অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। পিতার পরিচয় পাইয়া প্রফুল্লমুখী হইল। পিতৃসেবায় জীবন সার্থক করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে কৃষ্ণলাল অজিতানন্দের প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিল। প্রয়োজন মত বহু অর্থ সঙ্গে লইল। অরুণাকেও সঙ্গে লইল। প্রথমে পুরুষোত্তমে গিয়া এক মাসেরও অধিক কাল যাপন করিল। তৎপরে গয়াধাম, বারাণসী, অযোধ্যা, পুষ্কর, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া স্বকর্ত্তব্য ও সংকল্প সাধন করিয়া অবশেষে এলাহাবাদের প্রয়াগতীর্থে একটা বড় বাড়ী ক্রয় করিয়া অরুণার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিল। অরুণার রূপরাশি, অলৌকিক লাবণ্য, যৌবনের মহিমায় শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন প্রকাশিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
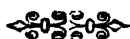
অরুণা আপনাকে চিনিল।

কৃষ্ণলাল বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল। আবশ্যকীয় দাস দাসী রাখিল। গৃহস্থলীর দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সংসার পাতাইল। সে দীন-দুঃখী—দানের পাত্র দেখিলেই দান করিত। ক্রমে তাহার একটু নাম বাহির হইল। সে মধ্যে মধ্যে দস্যুপুরীতে গিয়া অজিতানন্দ ও তাহার লোক জনের সহিত দেখা করিত। কৃষ্ণলাল স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য চাকরী খুঁজিতেছিল, তাহা সুবিধা মত মিলিল না। অরুণাকে রাখিয়া স্থানান্তরে গিয়া চেষ্টা করিতেও পারিল না। ইহা তাহার একটী অশান্তির কারণ ছিল।

তাহার আর একটি অশান্তির কারণ ছিল;—অরুণা এখন যুবতী কাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবে? কে বেশ্যাকন্যা বিবাহ করিবে? বিবাহ দিতে না পারিলে কি উপায় হইবে? এই সমস্ত চিন্তায় সে সর্ব্বদা

অস্থির থাকিত। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কোন ভদ্রঘরে কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিলে পারিত। এজন্য বহু অর্থও ব্যয় করিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

অরুণা পিতৃসেবায় দিনপাত করিত। তাহার যৌবন-মাধুরী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সে মাধুরী দেখিবার কেহ ছিল না। নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই মুগ্ধ হইত। আর অনেক সময় তাহার প্রতি তাহার পিতার এ ব্যবহার কেন, তাহাই চিন্তা করিয়া ম্রিয়মাণা হইত। একাকিনী কত বই পড়িত। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলার উপাখ্যান পড়িয়া নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া কত কি ভাবিত। কত নূতন ভাবে তাহার মন গলিয়া যাইত।

আজ অরুণা শয়নগৃহে বসিয়া মনোযোগের সহিত একখানি পুস্তক পড়িতেছে। পড়িতে পড়িতে তাহার মন যেন তন্ময় হইয়া যাইতেছে। অনেক পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুস্তক রাখিয়া অরুণা মনের আবেগে বলিয়া উঠিল, "আমি কি বন্য-কুসুমের মত বনে ফুটিয়া, বনে সৌরভ ছড়াইয়া, বনেই শু'কাব ?" অমনি অরুণার চমক ভাঙ্গিল। অপ্রতিভ হইয়া দ্বারে চাহিয়া দেখিল,—কেহ শুনিতে পায় নাই ত ? কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অরুণা আবার পুস্তক পাঠে মন দিল।

ক্ষণপরে কৃষ্ণলাল সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণলাল অরুণার নিকট আসিবার সময় অরুণার উচ্চারিত কথা কয়টী শুনিতে পাইয়া অন্য কক্ষে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিল। তারপর অরুণার গৃহে আসিল। অরুণা পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণলাল প্রথমে অন্যান্য কথা বলিয়া তার পর বলিল, "অরুণা ! এতদিন তোমাকে কতকগুলি কথা বলি নাই। এখন তুমি বুদ্ধিমতী ও বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছ, তাই তোমাকে সে কথা কয়টী এখন বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তুমি

এখন বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছ। আমিও তোমার বিবাহের জন্ম অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেছি না। হইতে পারিব, সেরূপ আশাও করি না।”

অরুণা লজ্জায় নতমুখী হইয়া নিশ্চলা দেবীপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণলাল আবার বলিল, “তোমার নিজের পরিচয় তুমি জান না। তোমার গর্ভধারিণী বেশ্যাকন্যা। আমি তোমার হতভাগ্য পিতা। আমি রাজপুত-কুল-কলঙ্ক। আমার মাতা কুলত্যাগিনী,—রাজপুতনন্দিনী। অরুণা! মায়ের কথা আলোচনায় মহাপাপ। তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। আমারও তাহাই বাঞ্ছনীয়। তাই প্রাণের আবেগে কথাগুলি তোমাকে বলিলাম।”

অরুণার সুন্দর মুখখানি রক্তবর্ণ হইল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। নিশ্বাস ঘন হইল। বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। কোন দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। পাষাণ-প্রতিকৃতির ন্যায় নিশ্চল, নির্ব্বাক্ রহিল। কৃষ্ণলাল সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। অরুণা ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। কত ভাবিতে লাগিল, তাহার সূত্র নাই—শেষ নাই।

অরুণা ভাবিতেছে; “আমি কেন নারী হইয়া জগতে আসিয়াছিলাম? কোন্ বিধাতা আমায় গড়িয়াছিল? কেন গড়িয়াছিল? সে বিধাতা কি একবার গড়িলে আর ভাঙ্গিতে পারে না? মানুষ মরিলে কি পরকালে তাহার পাপ-পুণ্যের বিচার হয়? জগতের লোক যে বিধাতার সৃষ্টি, আমার মত হতভাগিনীকেও কি সেই বিধাতা গড়িয়াছেন? তবে আমার জীবনের গতি এখন কোন্ দিকে ফিরাইব?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

কৃষ্ণলালের বাটীর পশ্চিমদিকে অনতিদূরে একটি দীর্ঘিকা। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে অনেকগুলি মনোরম উন্নত ধবল সৌধমালা সারি সারি শোভিত। তন্মধ্যে একটী সুন্দর বাটীতে উদয়সিংহ সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। লাবণ্য সঙ্গে আসিয়াছে। আবশ্যকীয় দাস-দাসীও আসিয়াছে।

রাত্রি চারিদণ্ড হইয়াছে। উদয়সিংহ একাকী একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। এমন সময় চিতোরের একজন চন্দাবৎ সর্দ্দার তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার যথোচিত অভ্যর্থনা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্দ্দার বলিলেন, "প্রধান সেনাপতিগণ ও রাজমন্ত্রিগণ একত্র সমবেত হইয়া আমাকে রাজকুমারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কয়েকটী আবশ্যকীয় সংবাদ আছে।"

উদ। বলুন।

স। বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, কমলমীর দুর্গে যে রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে মাঙ্গলিক উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে মিবারের সমস্ত প্রধান প্রধান রাজা ও সর্দ্দারগণ যোগদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু মাহোলি ও মালোজ-

সোলাঙ্কি গর্ব্ব করিয়া ঐ উৎসবে উপস্থিত হয় নাই। এক্ষণে সেই দুই রাজদ্রোহী বনবীরের শরণাগত হইয়াছে। বনবীরও তাহাদের সাহায্যে স্বয়ং যুদ্ধঘোষণা করিতেছেন।

উদ। এ অবস্থায় তাঁহারা আমাকে কি করিতে পরামর্শ দেন?

স। প্রধান বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে এই কথা বলিতে বলিয়াছেন যে, চিতোর দুর্গের এখনও অর্দ্ধেক পরিমাণ সেনা ও সেনাপতিগণ বনবীরের অনুগত। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আমরা বনবীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছি।

উদ। চলুন, আমি আপনার সহিত চিতোর যাইতেছি। আমি এ যুদ্ধে তাঁদের সহিত যোগদান করিব।

স। না। আপনাকে এখন চিতোরে যাইতে সকলেই নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, পাষণ্ড বনবীরের ষড়যন্ত্রের অভাব নাই। প্রধান প্রধান বীরগণ সকলেই যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা বলিলেন, আবশ্যক হইলে সময়মত আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইবে।

উ। যদি এইরূপ পরামর্শ তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে, তবে তাহাই করিব।

সর্দ্দার বেশী বিলম্ব না করিয়া বিদায় লইলেন। উদয়সিংহ আহারান্তে শয়ন করিতে গেলেন। সরোজসুন্দরী সর্দ্দারের আগমনবার্ত্তা ও তাঁহার সহিত রাজকুমারের কথোপকথন সমস্ত শুনিয়াছিলেন। লাবণ্য সেই কক্ষের বাতায়ন-পার্শ্বে লুকাইয়া শুনিয়া সব কথা রাজনন্দিনীকে বলিয়াছিল। সরোজসুন্দরী বলিলেন, "বুঝিলাম, চিতোরের বড় বড় সর্দ্দার ও সেনাপতিগণ আপনাকে রাজা করিতে অনেক চেষ্টা করিতেছেন।"

উ। কিসে বুঝিলে?

স। আজ সর্দ্দারের কথায়।

উ। এ খবর তোমাকে কে দিল?

স। আমি সব জানি।

উ। তুমি কি সর্ব্বব্যাপিনী?

স। কা'ল আপনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আপনার হৃদয়ে আছি। তবে আপনি যেখানে, আমিও সেইখানে থাকি।

উদয়সিংহ সরোজসুন্দরীর ললাট হইতে ঘর্ম্মসিক্ত বিচ্ছিন্ন কেশগুলি হস্ত দ্বারা অপসারিত করিয়া দিলেন। পাঠক জানেন, রাজকুমারী চুল বাঁধেন না,—অলঙ্কার পরেন না। শয়নের পর সরোজসুন্দরী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "অন্য কোন উপায়ে কি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করা যায় না?" সে কথায় কোন উত্তর হইল না। ক্রমে উভয়ে নিদ্রিত হইলেন।

উদয়সিংহ নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন তিনি একাকী এক অপরিচিত স্থানে কোথায় চলিয়া যাইতেছেন। শুভ্র-জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত পথ দিয়া চলিতেছেন। আকাশ সুনীল। পথপার্শ্বে দূরে দূরে এক একটি ছায়া-বহুল প্রকাণ্ড বৃক্ষ জ্যোৎস্নারাশিস্নাত হইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া আছে। বায়ু নিস্তব্ধ,—পশু-পক্ষী নিস্তব্ধ,—জনমানব নিস্তব্ধ। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, আকাশপ্রান্ত হইতে জ্যোতির্ম্ময় ধূমরাশি বিলম্বিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রান্তরমধ্যে নামিয়া আসিতেছে। সে ধূমরাশি মৃত্তিকাস্পর্শ না করিয়া শূন্যে রহিল। তাহার মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি রমণীয় রমণী-মূর্ত্তি একখানি বিচিত্র সিংহাসনে আসীনা। মস্তকে মণিময় মুকুট! মুখ সহাস্য। উদয়সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই অনুপম-সুন্দরী লাবণ্যময়ী নবযৌবনা রমণীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এত সৌন্দর্য্য তিনি কখনও দেখেন নাই। সেই ছায়াময়ী সুন্দরী যেন হাত তুলিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে কি বলিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সহসা সেই রমণীমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল।

উদয়সিংহ বিস্ময়ে আকাশের দিকে চাহিলেন। সে মূর্ত্তি আর দেখিলেন না। দেখিলেন, আকাশ সুনীল নাই, শশধর নাই, তারকারাজি নাই। সহসা কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা গগনমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার, ভীষণ ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, উল্কাপাত হইতে লাগিল। তিনি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। প্রাণভয়ে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন। উদয়সিংহ একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অদূরে শূন্যে আর একটি জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী-মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি যেন হাত তুলিয়া তাঁহাকে অভয় দিতেছে। এ রমণীমূর্ত্তি পূর্ব্বের সে মূর্ত্তি নহে। তাঁহার বোধ হইল. যেন এ মূর্ত্তি তাঁহার পরিচিত। তিনি মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ববৎ প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিলেন। পার্শ্বে দেখিলেন সেই মূর্ত্তি। যেন রমণী গ্রীবা বক্র করিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "তুমি ভীরু কাপুরুষ। ভয় নাই,—পলাইও না।" ঊর্দ্ধে সেই মূর্ত্তি। সম্মুখে সেই মূর্ত্তি!—চতুর্দ্দিকে সেই মূর্ত্তি! উদয়সিংহ বড় ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া অদৃশ্য হইলেন।

তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হইয়াছে। দুই একটি পক্ষী প্রাভাতিক সঙ্গীত গাইতেছে। উদয়সিংহ "গোবিন্দ, গোবিন্দ" স্মরণ করিয়া উঠিলেন। সরোজসুন্দরীকে জাগাইয়া দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।
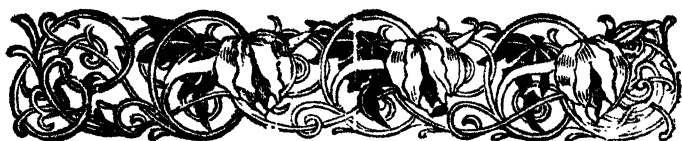
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
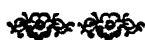
বাপী-তটে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণলালের বাড়ীর পশ্চিমাংশে এক দীর্ঘিকা। তাহার চারিধার বেশ পরিষ্কার ;—শ্যামল-ক্ষুদ্র-তৃণ-মণ্ডিত সমতল-ক্ষেত্র। তৎপ্রান্তভাগে মাঝে মাঝে এক একটি বট; বকুল, বিল্ববৃক্ষের সারি। দীঘীর জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড একখানা আয়না মৃত্তিকায় বসান রহিয়াছে। পূর্ব্বধারে প্রশস্ত ইষ্টক-রচিত সোপানশ্রেণী সলিল স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া তটান্তে যে স্থানে শ্যামল ভূমিতে লীন হইয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ইষ্টক-বেদিকা। একটি কলসী কক্ষে করিয়া অরুণা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই সোপানের উপর বসিল।

তখন তপন-কিরণ উন্নত মহীরুহশীর্ষে সুবর্ণ-বর্ণে প্রতিভাত হইতেছে। বেলা অবসান দেখিয়া পক্ষিগণ কুলায় উদ্দেশে কলরবে ছুটিতেছে। অরুণা কলসী রাখিয়া সোপানের উপর বসিয়া আকাশপানে কি চাহিয়া দেখিতেছে। পাখী উড়িয়া যাইতে দেখিতেছে, বৃক্ষপত্র তর্ তর্ করিয়া নড়িতে দেখিতেছে, সম্মুখে বিমল সলিলে রাজহংস ক্রীড়া করিতে দেখিতেছে। অনেকক্ষণ বসিয়া দেখিতে লাগিল।

ক্রমে প্রদোষের কমনীয় কান্তি দেখা দিল। নবপ্রস্ফুটিত কুসুম-রাজির সৌরভ চুরি করিয়া সান্ধ্য-মলয়ানিল অরুণার কাণে কাণে কি কহিয়া যাইতেছে। অরুণা যুবতী। যুবতীর সহিত বায়ুর বড় রঙ্গ!

যুবতীর সহিত বায়ুর কিসের রঙ্গ, আমরা তাহা জানি না। আমরা বায়ু নই,—যুবতীও নই। তবে অনেক বিষয়ে যুবতীর সহিত বায়ুর ঘনিষ্ঠতা দেখিতে পাই।—অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। বায়ু ফুলের সৌরভ চুরি করিয়া যত্নে আনিয়া যুবতীকে উপহার দেয়, যুবতী তার বিনিময়ে মস্তকের সুগন্ধিতৈল-নিষিক্ত কেশরাজির সুবাস, স্বকীয় অঙ্গমদ, বায়ুর গায়ে মাথাইয়া দেয়। যুবতীকে বাহিরে দেখিলেই বায়ু সভ্যশিষ্ট হইয়া তাহার অলকদাম উড়াইয়া কাণে কাণে কি কহিয়া চলিয়া যায়। আবার কখনও বা কুলবধূবেশিনী যুবতীর কমনীয় আননের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, বসনাঞ্চল লইয়া তাহার সহিত হাত কাড়াকাড়ি খেলিয়া ছুটিয়া পালায়। আলুলায়িত-কুন্তলার সুচিক্কণ-কুটিল-ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির উপর ধূলার মুষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন অভিমানিনী যুবতীর মৃণাল-কোমল ভুজবল্লীর তাড়নায় তাড়িত হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। আবার দেখিতে পাই, বায়ু বড় হাল্‌কা; যুবতীরাও তাহাই। বায়ু যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহার গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করে, এ রোগ অনেক যুবতীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁ,—বায়ু একস্থানে স্থির থাকে না।—চঞ্চলাপাঙ্গী, ভুবনমোহিনী যুবতীর মন স্থির থাকে কি?

এমনি করিয়া বায়ু বহিতেছে,—হাসিয়া হাসিয়া, রজতকিরণ ছড়াইয়া চাঁদ উঠিতেছে,—বৃক্ষপত্রের অন্তরালে লুকাইয়া কোকিল ললিত পঞ্চমে ঝঙ্কার তুলিতেছে। অরুণা আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না।

অরুণা মরিতে আসিয়াছে। তাহার জীবনে সুখ নাই। প্রাণে আশা নাই, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আশাই—মানব-জীবনের জীবনী শক্তি।

আশাই জীবনের পথ-প্রদর্শিকা বর্ত্তিকা। যার আশা নাই, সে এই ভয়াবহ সংসারে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? জগৎসংসার তার চক্ষে বিষ। সে কেন মরিবে না?

অরুণা উঠিয়া ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী দিয়া জলে নামিল। তার প্রাণে দুঃখ, তাহাতে আর কাহার কি? জগতে একজনের দুঃখে আর একজন কাঁদে না। তাহার দুঃখ দেখিয়া নীরব প্রকৃতি হাসিতেছে;—জ্যোৎস্নারাশি হাসিতেছে, চন্দ্র তারা হাসিতেছে,—তেমনি করিয়া মলয়-সমীর বহিতেছে।

অরুণার মরা হইল না। তাহার মন অবাধ্য হইয়া তাহার সহিত বড় বাক্‌যুদ্ধ বাধাইল। সে যুদ্ধে অরুণা হারিল। তখন সে ভাবিতে লাগিল, "এজন্মে এই করিলাম; পরজন্মে না জানি আরও কি হইবে? অসহ্য নরকযন্ত্রণা অপেক্ষা বুঝি এ যাতনা ভাল? প্রাণের এত আশা, এত ভরসা, এত সুখকল্পনা, সব কি দীঘীর জলে ডুবাইব? আমার হৃদয়মন্দির শূন্য। পূজার উপকরণ আছে, ভক্তি আছে, মন্দিরে দেবতা নাই। দেবতা কি মিলিবে না? আমি কেমন, তাহা কি কেহ দেখিবে না? আশা কি পূরিবে না? কেন পূরিবে না? আমার প্রাণ যাঁকে চায়, শুনেছি তাঁর বড় দয়া। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, এমন কি, সামান্য কুক্কুরীও তাঁর দয়ার পাত্রী। তবে কি আমার মত হতভাগিনীকে ঘৃণার পাত্রী ব'লে পদে স্থান দিবেন না? তবে আমি কেন? আমার এ রূপরাশি কেন?—যৌবন কেন? শাস্ত্র পুরাণ সাক্ষী। নীচ ব'লে কেহই ত তাঁর দয়ায় কখনও বঞ্চিত হয় নাই। আজ এই দীঘীর জলে মনের মলা ধুইব। কামনা, কুপ্রবৃত্তি, বিলাসবাসনা, সব এই দীঘীর জলে বিসর্জ্জন দিব। 'দেখি, সেই গোপাঙ্গনা-মনোমোহন নীরদবরণ হরি মদনমোহনরূপে এ দাসীকে দেখা দেন কি না।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অরুণা কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিয়া রহিল। যেন অসময়ে দীর্ঘিকার বিমল-সলিলে শতদল ফুটিয়া চারিদিক্ আলো করিল।

উদয়সিংহ দিবাবসানকালে তাঁহার দ্বিতল-গৃহের উত্তরাংশের ঝুলান বারাণ্ডায় বেড়াইতেছিলেন। তাহার নিম্নে পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যানের পরেই দীর্ঘিকা। অরুণা যখন সিঁড়ীর উপর বসিয়াছিল, তখনই তাঁহার দৃষ্টি অরুণার দিকে পড়িয়াছিল। তিনি অরুণাকে দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। দেখিলেন, তিনি কতিপয় দিন পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় যে সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়াছিলেন, যে তরুণী হাত তুলিয়া তাঁহাকে কি বলিয়াছিল, এ সেই স্বপ্নদৃষ্ট-রমণী। তিনি বিস্ময়াকুল-নেত্রে অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলেন, তবুও যেন দর্শন-পিপাসা মিটিল না।

তিনি ভাবিলেন, একি জলদেবী? হয় ত ইনি আমাকে কোনরূপ ছলনা করিবার জন্য স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। না ত্রিদিববাসিনী কোন অপ্সরা জলক্রীড়াভিলাষিণী হইয়া মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছেন? যিনিই হউন, আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন কেন? একি অদ্ভুত রহস্য! তিনি কৌতূহলী হইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

অরুণা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে করিয়া যখন সোপান-শ্রেণীর উপরে উঠিল, অমনি সম্মুখে দেখিল,—অতি রমণীয় মনোমোহন এক পুরুষমূর্ত্তি স্থির মেঘবরের ন্যায় দণ্ডায়মান। সে চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। উদয়সিংহও যেন বড় অপ্রতিভ হইয়া নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল কেহ কোন কথা কহিলেন না। উভয়ে চিন্তিত। রাজকুমার ভাবিতেছেন, "কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া, রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া, বর্ত্তিকা-অভিমুখীন জ্ঞানান্ধ, মোহান্ধ, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিবিহীন,

পতঙ্গের ন্যায় এ কি করিলাম?" অরুণা ভাবিতেছে, "আমি কি দেখিতেছি? এই মাত্র দীঘীর জলে এক জনকে আমার এ জীবন, যৌবন, জীবনের সর্ব্বস্ব, সমর্পণ করিয়া আসিলাম, আবার কি তাহা অপরকে দিয়া দ্বিচারিণী হইব?—অবিশ্বাসিনী হইব?"

উদয়সিংহ বলিলেন, "তুমি কে? যদি বাধা না থাকে, তবে আমার নিকট পরিচয় দিবে কি?"

অরুণা পুরোভাগে নমিতাঙ্গী ও ভূপৃষ্ঠে সংযতনয়না হইয়া কোকিল-কলকণ্ঠ-নিন্দী বিনয়-মধুর বচনে বলিল, "আমার পরিচয়ে আপনার বিশেষ কোন আবশ্যক বুঝিতেছি না।"

উদ। আমি মিবারের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহ। বিশেষ প্রয়োজন ও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অরু। আমি অতি নীচ,—কলঙ্কিনী। আপনার সহিত কথা কহিবার উপযুক্ত নই। আমি ঐ বাড়ীতে থাকি।

উদ। তোমার কে আছেন?

অরু। এক পিতা বই আর কেহ নাই।

উদ। তিনি কি-জাতি?

অরু। আবশ্যক হইলে আপনি তাহা বাবার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

উদ। এখানে তোমাদের আত্মীয় স্বজন কেহ আছে কি?

অরু। কেহই না।

উদ। এই খানেই তোমাদের বাড়ী, না অন্য কোন স্থানে বাড়ী আছে?

অরু। বোধ হয়, না থাকিতে পারে। আমি সকল জানি না।

উদ। তুমি রাত্রে পুকুর-ঘাটে আসিয়াছিলে কেন ?

অরু। মরিতে।

উদ। কেন মরিতে আসিয়াছিলে ?

অরু। আমার মত সামান্য স্ত্রীলোকের মনের এত কথা—আপনি জানিতে চাহেন কেন ?

উদ। আবশ্যক আছে। আচ্ছা, তোমার মরা হইল না—কেন ?

অরু। সাহস হইল না।

উদ। তুমি কি বিবাহিতা, না কুমারী ?

অরুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাদের বিবাহ হয় না। আমি বারাঙ্গনাকুমারীর কন্যা, নিজেও স্বেচ্ছাচারিণী।"

উদয়সিংহ বড় ধাধাঁয় পড়িলেন। এতগুলি প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার কৌতূহল মিটিল না। কিন্তু অরুণার বিলোল কটাক্ষ, হাবভাব, সুন্দর মুখখানির মৃদু-হাসিটুকু, তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে মাখিয়া গেল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার—নাম কি ?"

অরু। অরুণা।

উদ। অরুণা! তুমি ঘরে যাও। আমি অন্য সময় তোমার সহিত দেখা করিব।

এই বলিয়া উদয়সিংহ চিন্তাকুলচিত্তে গৃহে ফিরিলেন—অরুণাও যেন সেই দীঘীর তটে বুক ছিঁড়িয়া রাখিয়া উদাসপ্রাণে হেলিতে দুলিতে গৃহে আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শুভ সূচনা।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে পুনরায় চন্দাবৎ সর্দ্দার উদয়সিংহের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সর্দ্দার তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবান্ ক্রমশঃ আমাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।

উদ। যুদ্ধ কি হইয়াছিল?

স। ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। বনবীর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সহায়-শূন্য হইয়াছেন।

উ। বিরুদ্ধাচারী রাজপুতদ্বয়ের কি অবস্থা?

স। হতভাগ্য মালোজী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আর মাহোলী বন্দী হইয়া এখন আমাদের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

উদ। তবে এখন বনবীর সম্পূর্ণ সহায়বিহীন হইয়াছেন?

স। তিনি এখন চিতোরের তোরণদ্বার অবরোধ পূর্ব্বক নগরমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

উদ। দ্বার অবরোধের হেতু কি?

স। হেতু—আপনাকে চিতোরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া।

উদ। আপনাদিগের কি অভিপ্রায়?

স। আপনার এখন কিছু সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া চিতোরে প্রবেশ করা আবশ্যক হইতেছে। প্রধান সর্দ্দারগণ ও সেনাপতিগণ তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।

উদ। রাণা কত সৈন্য লইয়া দুর্গতোরণ অবরোধ করিয়াছেন?

স। দুই সহস্র। ইহা ভিন্ন আর সমস্ত সৈন্য আমাদিগের অধীনে। আপনি কোনরূপে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে সমুদয় সৈন্য ও সর্দ্দারগণের সাহায্য পাইবেন। যত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহাই করুন।

উদ। চেষ্টা করিব।

স। তবে আমি চলিলাম। যত সত্বর কার্য্যসিদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

এই বলিয়া চন্দাবৎ সর্দ্দার চলিয়া গেলেন। উদয়সিংহ চিন্তান্বিত হইয়া অন্তঃপুরে আসিলেন। সরোজসুন্দরী লাবণ্যকে একখানি পুস্তক পড়িয়া শুন-ইতেছিলেন। পুস্তকখানি মিবারের ইতিবৃত্তমূলক। রাজপুতগণের রীতিনীতি-সামাজিক ও সামরিক পদ্ধতি, তাহাতে সুন্দররূপে লিখিত ছিল। কখনও বাপ্পারাও, সমরসিংহ, ভীমসিংহ প্রভৃতির অলৌকিক চরিত্র, ভুবন-প্রথিত বীরকীর্ত্তির প্রসঙ্গ লইয়া লাবণ্যের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত হইতেছিল, আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল। আবার কখনও পদ্মিনীর উপাখ্যান স্মরণ করিয়া হৃদয় নব উৎসাহে নব গৌরবে নৃত্য করিতেছিল।

উদয়সিংহ সরোজসুন্দরীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "সরোজ! তুমি সর্ব্বান্তর্যামিনী, না ভবিষ্যৎদর্শিনী?"

সরোজসুন্দরী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ দাসীর প্রতি এরূপ সম্বোধন কেন?"

উদ। সে দিবস তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, "কোন উপায়ে কি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করা যায় না?" তখন আমি সে কথায় আস্থা করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমার পক্ষে তাহাই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে।

সরো। রাণা কি আপনার সহিত যুদ্ধার্থী?

উদ। তিনি আমাকে চিতোরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। সম্প্রতি নগরতোরণ অবরোধ করিয়া আছেন।

সরো। তাঁহার সহিত সর্দ্দারগণের কি যুদ্ধ হইয়াছিল?

উদ। ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। সে যুদ্ধে দুইজন রাজদ্রোহীর মধ্যে একজন নিহত, আর একজন বন্দী হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া রাণা এখন নগরতোরণ অবরোধ করিয়াছেন।

সরো। আপনি সৈন্য কোথায় পাইবেন?

উদ। সেরূপ সম্ভাবনা দেখি না।

সরো। আমাকে পিতার নিকট যাইতে দিন। যদি কোন সুবিধা করিতে পারি।

উদ। তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। তুমি কি এইরূপ করিতে বল?

সরোজসুন্দরী কোন উত্তর করিলেন না। উদয়সিংহ বলিলেন, "সাফল্য-লাভ ভগবানের ইচ্ছা। একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

এই বলিয়া তিনি বিষণ্ণ মনে বাহিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হার চুরি।

সংসার পরীক্ষা-স্থল। ইহার চারিদিকে নানাবিধ প্রলোভনের সামগ্রী ছড়ান রহিয়াছে। সযত্নে চিত্তবৃত্তি সংযত করিতে না শিখিলে, বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা বুদ্ধি-শক্তিকে পরিমার্জ্জিত না করিলে, মানব-জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভগবানের প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে মানবের সাধ্য কি যে, সে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়? বহু-বাধাবিপত্তি-সঙ্কুল এই সংসারক্ষেত্রে প্রকৃত গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লইয়া কয়জনে চলিতে পারিয়াছে? পাপ-পুণ্যের বিচার-সমস্যা অতি জটিল। কয়জন সে পাপ-পুণ্যকে পৃথক্ করিতে পারিয়াছে? যাঁহার হৃদয় যেরূপে গঠিত, তিনি জগৎকে তদনুরূপ দেখিতে পান। যিনি চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া যোগাচরণে নিরত, তাঁহার চক্ষে সবই পাপ; আর যাঁহার মনোবৃত্তি অসংযত, তাঁহার নিকট সবই পুণ্য।

এই জন্যই এ সংসারে একের চক্ষে যাহা পাপ, অন্যের চক্ষে তাহা পুণ্য বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি সাধু, তিনি ভাবিবেন—পরদ্রব্য অপহরণ

করা মহাপাপ। যাহারা তস্কর, তাহারা গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া রাশি রাশি দ্রব্য লইতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। যিনি দয়ালু, পরদুঃখে কাতর, তিনি ভাবিবেন—অপরকে পীড়ন করা মহাপাপ; কিন্তু যে নর-ঘাতুক দস্যু, সে নিঃসঙ্কোচে একজন নিরীহ ব্যক্তির বক্ষে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দিবে। তবে এ সংসারে পাপ-পুণ্য কি ?

উদয়সিংহ এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তার সন্ধিস্থলে মনকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অরুণার রূপবহ্নিতে তাঁহার অপরিণামদর্শী মানস-পতঙ্গ মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সংসারে যাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, তাহা পাপের কার্য্যও নহে।

অজিতানন্দস্বামী কৃষ্ণলাল ও অরুণার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর কৃষ্ণলালের বাটীর এক প্রকোষ্ঠে অজিতানন্দ ও কৃষ্ণলাল কথা কহিতেছেন, অরুণা কার্য্যান্তরে নিযুক্তা আছে, এমন সময় উদয়সিংহ তথায় আসিলেন। কৃষ্ণলাল সাদরে আসন দিয়া বলিল, "ইনি আমার ধর্ম্মো-পদেষ্টা গুরু। ইনি সাধু সন্ন্যাসী। সৌভাগ্যক্রমে আজ কার্য্য বশতঃ এখানে আসিয়াছেন।"

উদয়সিংহ বলিলেন, "আমারও সৌভাগ্য। কিছুকাল সাধুসঙ্গ করিয়া সুখে থাকিব।"

অজিতানন্দ বলিলেন, "রাজকুমার, অচিরে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সম্প্রতি আপনি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় রহিয়াছেন। শুভদিন অতি নিকটে। আপনি রাজ্যোদ্ধারার্থে সৈন্যসংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত আছেন, সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। এই কৃষ্ণলাল দ্বারা আপনি সে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া ইহাঁকে একটী বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। এই আমার অনুরোধ।"

উদ। যদি আমার ইষ্টসিদ্ধির সাহায্য প্রাপ্ত হই, তবে আমি তাঁহার জন্য সবই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি রাজ্যভ্রষ্ট, সহায়-সম্বল-বিহীন। আমি এ সময় কাহারও কোন উপকার করিতে পারি বলিয়া বিশ্বাস নাই।

অজি। শুধু সাহায্য কেন? নিশ্চয়ই ইনি কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিবেন। আর আপনাকে যাহা করিতে হইবে, তাহাও কিছু কঠিন নয়,—আপনার সাধ্যায়ত্ত।

উদ। দুই সহস্র রাজপুত সৈন্যের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সৈন্যবল ইনি কোথায় পাইবেন?

অজি। ইনিও রাজপুত। অসাধারণ যোদ্ধা। ইহাঁর অধীনে যে সমস্ত শিক্ষিত, সুদক্ষ সৈন্য আছে, দুই সহস্র রাজপুত সৈন্য তাহাদের সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে না। ইনি নিজে সেই সমস্ত সৈন্য সহ আপনার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন।

উদ। এরূপ সৈন্য ইনি কোথায় পাইলেন?

অজি। সে সমুদয় কথা মহা-প্রহেলিকাময়। তাহা আপনি শুনিতে পাইবেন না। এই রাজপুত বীরের আত্মপরিচয় যেমন প্রহেলিকাময়, ইহাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা তদ্রূপ রহস্যময়।

উদ। পরিচয় সম্বন্ধে সব কথা শুনিয়াছি, অন্য কোন কথা শুনি নাই।

অজি। শুনিবার কোন আবশ্যক নাই। আপনার স্বকার্য্য উদ্ধার করা এ সময় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

উদ। আপনার কি অনুরোধ বলুন।

অজি। অনুরোধ দুইটি।

উদ। বলুন।

অজি। কৃষ্ণলালের কন্যা অরুণাকে আপনায় বিবাহ করিতে হইবে।

উদয়সিংহ মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “ক্ষতি কি? স্বার্থের জন্য লোকে কি না করিয়া থাকে? আবার সেই স্বার্থসিদ্ধি উভয়দিকে। আমার জন্য এই কৃষ্ণলাল যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিতে প্রস্তুত। আবার সেই দানের দক্ষিণাস্বরূপ অরুণা।—আমার সেই মনোমোহিনী, মানসী প্রতিমা অরুণা।—সেই স্বপ্নদৃষ্ট দেবীপ্রতিমা অরুণা। ক্ষতি কি? কিন্তু এ রহস্য সুগুপ্ত রাখিতে হইবে।” উদয়সিংহ প্রকাশ্যে বলিলেন, “স্বীকার করিলাম। দ্বিতীয় অনুরোধ কি বলুন।”

অজি। দ্বিতীয় অনুরোধ এই, আমি অরুণার করকোষ্ঠী দেখিয়া স্থির করিয়াছি, অরুণা যদি রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও সহবাস করে, তবে সেই দিনই তাহার আয়ুঃশেষ হইবে। আপনি বর্ত্তমানে রাজা নন, এ জন্য আপনি রাজ্যলাভ না করিয়া অরুণার সহিত পুনরায় দেখা করিতে পারিবেন না।

উদয়সিংহের মনে বড় গোল বাধিল। অগত্যা বলিলেন, “তাহাই হউক।”

অজিতানন্দ উঠিয়া গিয়া কক্ষান্তর হইতে অবগুণ্ঠিতা অরুণার হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন ও সেই হস্ত উদয়সিংহের হস্তে প্রদান করিলেন। তৎপরে উদয়সিংহের কণ্ঠদেশ হইতে মুক্তাহার খুলিয়া লইয়া তাহা অরুণার কণ্ঠে স্থাপিত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্ত অরুণার মণিমুক্তাময়-কণ্ঠহার লইয়া উদয়সিংহের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। অরুণা হার ছাড়িয়া দিয়া অমনি সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল।

উদয়সিংহ গৃহে আসিতে আসিতে ভাবিলেন, ‘এ হার সরোজসুন্দরীকে দেখান হইবে না। যত্ন পূর্ব্বক গোপনে রাখিব। বলিব—কে হার চুরি করিয়া লইয়াছে।” কাজেও তাহাই করিলেন।

সরোজসুন্দরী হার চুরির কথা শুনিয়া ভাবিলেন, “হারচুরির সঙ্গে

সঙ্গে আমার হৃদয়ের অমূল্য রত্নটি কেহ চুরি করে নাই ত?" তাঁহার প্রাণে কেমন একটা অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সরোজসুন্দরী লাবণ্যকে বলিলেন, "ওলো, শুনেছিস্ লা,—হার চুরি গিয়াছে।" লাবণ্য শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। খানিক পরে একটু সামলাইয়া উঠিয়া বলিল, "ও বাবা,—জ্যান্ত ঘরে চুরি!—এত হাসিয়া কি মানুষ বাঁচে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——)*:০:*(——
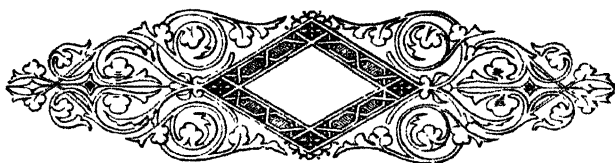
অভিষেক।

পরদিবস প্রভাতে কৃষ্ণলাল অজিতানন্দের সহিত দস্যুপুরীতে যাত্রা করিল। প্রায় একমাসের মধ্যে তাহার সুশিক্ষিত আটশত দস্যুসৈন্যসহ জলপথে প্রয়াগে ফিরিয়া আসিল। এতাবৎকাল উদয়সিংহ অরুণার তত্ত্বাবধান করিতেন, কিন্তু কোন দিন তাহার সহিত দেখা করেন নাই। সরোজসুন্দরীকেও অরুণা-সংক্রান্ত কোন কথা জানিতে দেন নাই। তিনি সময় সময় অরুণার চিন্তায় উন্মনা হইতেন। সরোজসুন্দরী ভাবিতেন, স্বরাজ্য উদ্ধারের জন্য রাজকুমার অনেক সময় চিন্তাযুক্ত থাকেন।

উদয়সিংহ আটশত সশস্ত্র পদাতিক সৈন্যসহ চিতোরের নগরতোরণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণলাল সেনাদলের নেতৃত্বগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুকৌশলে বিন্যস্ত করিয়া দিল ও সৈন্যগণকে ব্যূহভেদ-রহস্য ও তৎসংক্রান্ত নানা কূট কৌশলের উপদেশ দিতে লাগিল। উদয়সিংহ একটি ক্ষুদ্র শিবির সন্নিবেশিত করিয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের সহিত খাদ্য-সামগ্রী বা যানবাহনাদি কিছুই ছিল না। অল্পপরিমাণ যে কিছু রসদ ছিল, তাহা পথেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ

হইলেন না। কোনরূপে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে খাদ্যের অভাব হইবে না,—এই বলিয়া সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিলেন।

অনতিকাল পরেই তোরণরক্ষক সৈন্যগণকে তাঁহারা কেশরিবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইল। বনবীরের সৈন্যগণ পরাজিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা অল্পই হইয়াছিল। বনবীর স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত ও নিঃসহায় হইয়া কৃষ্ণলালের কৌশলে বন্দী হইলেন। রাজকুমার স্বসৈন্যে নগর-মধ্যে প্রবেশলাভ করিলেন।

উদয়সিংহের আদেশমত বনবীরকে অক্ষতদেহে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তিনি মনঃক্ষোভে ও অবমাননায় স্বকীয় আত্মীয়বর্গ ও অর্থবিত্ত সমভিব্যহারে মিবাররাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

চিতোরের সর্দ্দারগণ পরম প্রীত হইয়া রাজকুমারকে গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণলাল তাহার সৈন্যগণ-সহ তৎপরদিবস প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সর্দ্দার ও সেনাপতিগণ আনন্দোৎসবের সহিত মহাসমারোহে খৃষ্টীয় ১৫৪১ অব্দে উদয়সিংহকে চিতোরের রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন।

রাজকুমার সিংহাসন লাভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সরোজসুন্দরীকে চিতোরে লইয়া আসিলেন। লাবণ্যও সঙ্গে আসিয়াছিল।
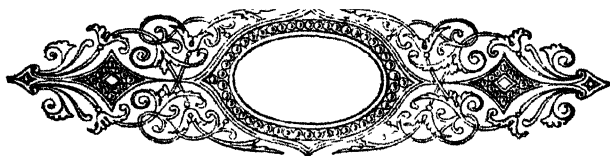
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জহরী জহর চিনে।

এতদিনে কৃষ্ণলালের অভীষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইল। সে অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ কলুষিত বলিয়া মনে করিত। ভাবিত—তাহার অর্থ-বিত্ত সাধারণের হিতের জন্য, উপযুক্ত পাত্রে দানের জন্য, দীনদুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য। নিজের প্রয়োজনের জন্য উহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবার অধিকার তাহার নাই। অরুণার জন্য এতদিন স্থানান্তরে গিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে পারে নাই। এখন অরুণার চিন্তা আর রহিল না। তাহাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া স্বাধীন-জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য বহির্গত হইল।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মোগল বাদশাহ হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বহু বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করত দ্বাদশ বৎসরকাল নানাকষ্টে পারস্য, তাতার, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণানন্তর দুঃখময়, অশান্তিময় জীবন যাপন করিয়া অবশেষে শিরহিন্দ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এতাবৎ কাল দিল্লীর সিংহাসন পাঠানবংশীয় শেষ নরপতি সেকন্দার সাহের অধীন ছিল। সেকন্দার তৎসময় ঘোর অন্তর্বিপ্লবে জড়ীভূত হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বনাশকারী গৃহবিচ্ছেদই সেকন্দার সাহের সিংহাসনচ্যুতির হেতু

হইল। হুমায়ুনও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছিলেন।

এবংবিধ সঙ্কটের সময় কৃষ্ণলাল শিরহিন্দে উপস্থিত হইয়া হুমায়ুনের সৈন্যদলভুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। তখন মোগলকেশরী কুমার আকবর দ্বাদশবর্ষীয়মাত্র। তিনি আজন্ম পিতৃসকাশে বিঘ্নবিপত্তির ক্রোড়ে পালিত হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ও পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ভাবী কালস্রোত তাঁহাকে তৎকালোপযোগী করিয়া গঠিত করিবার জন্যই যেন দুঃখ-বিপত্তি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তীভূত করিয়া দিয়াছিল। সেই কুমার রাজরাজেশ্বর হইয়া সুদীর্ঘকাল সমগ্র ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবেন বলিয়াই যেন ভারতলক্ষ্মী তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিনিয়ত বিবিধ বিপদ্‌-রাশির মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণলালের আবেদন গ্রাহ্য হইল। কুমার আকবর তাহাকে দেখিয়া ও ক্ষণকাল তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া তাহাকে সুদক্ষ বীরপুরুষ বলিয়া অনুমান করিলেন, ও পিতার নিকট অনুরোধ করিয়া সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইলেন। সুবিবেচক বীরকুমারের ঈদৃশ অনুমানশক্তি তাঁহার ভাবী গৌরবান্বিত মহজ্জীবনের পরিচায়ক।

কৃষ্ণলাল তুর্কী সেনাদলে প্রবেশ লাভ করিয়া অনেকদিন সুখ্যাতি-সহকারে প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। অনেক ঘটনায় অসাধারণত্ব দেখাইয়া বিশ্বাসী ও উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিল।

গৃহবিবাদের ন্যায় সর্ব্বধ্বংসী শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। একতা-বন্ধন-শৈথিল্যে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে। যে জাতি যতই প্রতাপান্বিত, যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, যখনই দেখা যায় তাহাদের মধ্যে একতা-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অমনি বুঝিতে হইবে

যে, সে রাজ্য সহস্র দৃঢ় হইলেও তাহার ভিত্তি টলিয়াছে। ভারতে পূর্ব্বাপর এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাবণ বল, কুরুপাণ্ডব বল, হিন্দু বল, মুসলমান বল,—এই গৃহবিবাদেই উৎসন্ন গিয়াছে।

পাঠানরাজ সেকন্দার সাহেরও সেই সময় উপস্থিত। এদিকে তরুণ-বীর আকবরও নব-বলে বলীয়ান্। তাঁহার তেজস্বিতায় অচিরে হুমায়ুনের সহিত পাঠানরাজের তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সে যুদ্ধে আকবর বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিপক্ষ সেনাদল মথিত করিলেন। সেকন্দার সাহ পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। হুমায়ুনের সৈন্যদল মধ্যে "আকবরের জয়" শব্দ সোৎসাহে উচ্চারিত হইয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিল। হৃত-রাষ্ট্র হুমায়ুন আগরা ও দিল্লীর সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই বিজয় আকবরের ভাবী জীবনের উন্নতির সোপানস্বরূপ হইয়াছিল।

রাজা হইলে কি হয়, সুখী হইলে কি হয়, সর্ব্বগ্রাসী কালের কঠোর অনুশাসন কে কবে এড়াইতে পারিয়াছে? সে আহ্বানধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে রাজা, ভিক্ষুক—দাতা, কৃপণ—ধনী, দরিদ্র—সাধু, দস্যু—বিদ্বান্, মূর্খ—সকলকেই অন্তিমে এক মহাপথ অবলম্বন করিয়া পরকীয় রাজ্যে প্রস্থান করিতে হয়। হুমায়ুনও সেই সর্ব্বসংহারকারী কাল কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দিল্লীনগরীস্থ তাঁহার পুস্তকাগারের সোপানমঞ্চ হইতে স্খলিত-পদ হইয়া ইহলীলার অবসান করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কুমার আকবর সিংহাসন লাভ করিয়া বিবিধ বিপদ্-জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বী, বিচক্ষণ বৈরাম খাঁর বুদ্ধিকৌশলে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে তিনি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি প্রশমিত করিয়া কালিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড, মালব প্রভৃতি প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন, এবং ক্রমে বিশাল সাম্রাজ্যের একছত্র অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বত্র সগৌরবে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
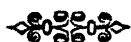
অরুণা ঝগড়া করিল।

দিবসের পর দিবস গত হইতে লাগিল, উদয়সিংহ অরুণার কোন সংবাদ লইলেন না। ক্রমে দুশ্চিন্তায়, দুঃখে, নৈরাশ্যে তাহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। অরুণা ভাবিতে লাগিল, "তিনি রাজা হইয়া হয়ত আমার মত হতভাগিনী রমণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। না হয় ঘৃণা বশতঃ আমার সহিত দেখা করা অনুচিত মনে করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি জন্মের মত দুঃখসাগরে ভাসিলাম। কেন সেই দিন আমি দীঘীর জলে ডুবিয়া মরিলাম না? আমি রাজরাণী হইতে চাই না, সুখ চাই না, সম্পদ্ চাই না;—জগতের কোনপ্রকার বিলাস-কামনা আমার নাই। একবার তাঁহার পা দু'খানি কি দেখিতে পাইব না? একবার প্রাণ ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া কি সেই পদ পূজা করিতে পারিব না? দিনান্তে একবার কাহারও মুখে 'তিনি কুশলে আছেন' এই সংবাদ শুনিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিব না?"

অরুণা অনেক সময় একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিত। পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিত, তাহাতে মন লাগিত না। দাস-দাসীরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই অন্যমনস্কতা হেতু এক কথার অন্য উত্তর দিত। সময় মত তাহার আহার-নিদ্রাও হইত না। অরুণার শীকারে বড় আনন্দ ছিল। পিতাকে কখনও হরিণ শীকার করিতে দেখিলে তাহার বড় আনন্দ হইত। দস্যুপুরীতে অবস্থানকালে কখন কখন পিতার সহিত নিজেও শীকারে বাহির হইত। এই মানসিক অশান্তির সময়ও অরুণা এক এক দিন দশ বিশ জন সৈন্য সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে শীকারে বাহির হইত।

একদিন অরুণা কাঁদিতে কাঁদিতে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। দুইবার লিখিল, দুইবার ছিঁড়িল। লেখা মনের মত হয় না। লিখিবার ভাষা মিলে না। চ'কের জলে লেখা মুছিয়া যায়। অনেক পরে পত্র শেষ করিয়া রাখিয়া দিল। তারপর পা ছড়াইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।

অরুণা একাকিনী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কথায় কথায় তাহার মনের সহিত ঝগড়া বাধাইল। অরুণার মন বলিল, "তুই কি মেয়ে মানুষ না ?"

অ। ওলো কেন লো ?

মন। বল্ না শুনি।

অ। কেন তুই দেখ্‌তে পা'স্‌নে ? চ'কের মাথা খেয়েছিস্ নাকি ?

ম। মেয়ে মানুষে কি তোর মত লজ্জা শরম ছেড়ে, কোন দিন যার সঙ্গে আলাপ নাই এমন পুরুষকে পত্র লিখ্‌তে পারে ?

অ। কত দেখ্‌বি লো ?

ম। ধিক্ লো,—ঝ্যাঁটা লো।

অ। কেন [illegible] পর লো?

ম। নয়ত কি? তুই কে লো?

অ। তিনি যে আমার;—আমি তাঁর লো।

ম। ইস্ লো। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত! তিনি যে রাজা!

অ। রাজা হ'লে কি দয়া থাকে না,—ধর্ম্ম থাকে না।

ম। দয়া ধর্ম্ম দেখাবার কত স্থান রাজাদের আছে।

অ। আমি যে তাঁহার বিবাহিতা, স্বীকৃতা, তৃষিতা চাতকিনী।

ম। তোমার মরণ আর কি! তবে পত্র আবার কেন?

অ। তা'তে কি ক্ষতি?

ম। যদি সরোজসুন্দরী দে'খ্‌তে পান!

অ। কৌশলে পাঠাইব। যাহাতে তাঁহার হাতে না পড়ে, তাহাই করিব।

ম। পত্র পেয়ে যদি রাগ ক'রে ছিঁড়ে ফেলেন?

অ। মরিব।

ম। পত্র দিস্ না।

অ। তুই থাম্। আমি শুনিব না।

তার পর অরুণা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু এত বকাবকির পর তাহার আর সে রাত্রে ঘুম আসিল না।

এদিকে উদয়সিংহও অরুণাকে ভুলিয়া ছিলেন না। গৃহে, রাজসভায়, অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র অরুণার চারু ছবিখানি দেখিতে পাইতেন। শয়নে স্বপনেও সেই লাবণ্যময়ী সৌম্যমূর্ত্তি তাঁহার মানস-পট উজ্জ্বল করিয়া থাকিত। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর উপদেশমত রাজসিংহাসন লাভ করার পরেই অরুণার সহিত দেখা করিবেন। অরুণাকে রাজ-

মহিষী করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া আসিবেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া অমাত্য-বর্গের জন্য, কলঙ্কভয়ের জন্য, সরোজসুন্দরীর অকৃত্রিম প্রেম ও ভক্তির জন্য, প্রকৃতিবর্গের জন্য, সে আশালতা ফলবতী করিতে পারিতেছেন না।

অরুণার বিরহ ক্রমশঃ তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। মন সর্ব্বদা চিন্তা-যুক্ত ও উদাস থাকিত। কোন কার্য্যে মন লাগিত না। তিনি সর্ব্বদা অন্তরে কিরূপ বিরহের বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিতেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? আর বুঝিয়াছিল—সেই মেঘদূতের যক্ষ। তাই বলিয়াছিল—

"আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।"

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সরোজ-সুন্দরীও ক্ষুব্ধা। তিনি রাণার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সূত্রই অবগত হইতে পারিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

অরুণার পত্র।

লাবণ্য আসিয়া সরোজসুন্দরীকে সংবাদ দিল, "শুনিয়াছেন কি, কাল মহারাণা নিজের ভাগ্য গণনা করাইয়া দেখিয়াছেন।"

সরো। তুই কার কাছে শুন্‌লি ?

লাব। লাবণ্য না জানে রাজপুরীতে এমন কোন্ কথা আছে ?

সরো। কে গণনা ক'র্‌লে ?

লাব। কি জানি কা'ল কোথা থেকে অজিতানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গোপনে ব'সে মহারাণার অনেকক্ষণ কত কথা হ'ল। তিনি নাকি ভাল গণনা ক'র্‌তে জানেন। মহারাণাকে কত কথা ব'লে দিয়েছেন। তিনি একটা কাগজে কত কি লিখে রেখেছেন।

সরো। সে সন্ন্যাসী কি এখানে আছেন ?

লাব। না, তিনি কা'লই চ'লে গিয়েছেন।

সরো। কাগজে কি লিখে রেখেছেন ব'ল্‌তে পারিস্ ?

লাব। না। সে কাগজখানা এনে এই ঘরেই কোথায় রেখেছেন।

সরোজসুন্দরী উঠিয়া গৃহের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একটি পেটিকার মধ্যে মহারাণা উদয়সিংহের শিরোনামাঙ্কিত একখানা পত্রিকা

পাইলেন। পত্রিকা খুলিয়া আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিয়া তাঁহার মুখ প্রশান্তভাব ধারণ করিল। ললাটে হস্তার্পণ করিয়া অধোমুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লাবণ্য রাজমহিষীর সহসা এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাস করিল, "কি হইয়াছে?" সরোজসুন্দরী কোন উত্তর না দিয়া পত্রিকাখানি লাবণ্যকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল;—

'হৃদয়েশ,

প্রাণের বড় আবেগে আ'জ এই পত্রিকাখানি লিখিতেছি। ঘৃণা না করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আমার আশা সফল হইবে। আপনি মহারাজাধিরাজ, অসংখ্য প্রজাবর্গের পালনের ও শাসনের ভার আপনার করায়ত্ত; কিন্তু এ দাসী শ্রীপাদপদ্মে কিসে অপরাধিনী? অনন্যগতি, নিরাশ্রয়া—আমার ন্যায় অভাগিনীর দুঃখমোচন করা কি রাজকর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত নহে? নিরপরাধিনী-নারীবধ,—পত্নীবধ, যদি রাজধর্ম্মের অনুমোদিত হয়, তবে তাহাই হউক। কিন্তু প্রাণেশ্বর, আপনি রাজপুতবীর,—আপনি রাজা।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি আপনার জন্য মরিতে পারি নাই। এখনও আপনার জন্য আমার মরিয়া সুখ নাই। আমি ভগবানে অবিশ্বাসিনী। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমি আপনাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি। তবুও অভাগিনীর অদৃষ্টদোষে কোন আশাই পূরিল না। আমি রাজরাণী হইতে চাহি না। আপনার আদরের পাত্রী হইব, সেরূপ সৌভাগ্যবতী হইতেও আশা করি না।—চাই কেবল দিনান্তে একবার আপনার কুশলসংবাদ শুনিতে। আমি সুখসম্পদ্ চাই না, কোনপ্রকার বাসনা বা কামনা আমার নাই;—আমি চাই কেবল একদিনের তরে আপনার শ্রীচরণ পূজা করিয়া দাসীর এ রমণী-জন্ম সার্থক করিতে।

আর এক কথা, আমার এ প্রার্থনায় যদি আপনার কিংবা অন্য কাহারও কোন সুখের ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমার সহস্র মাথার দিব্য, এই পত্রিকার কোন উত্তর দিবেন না। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার দাসী—

অরুণা।"

পত্রিকা পড়িয়া সরোজসুন্দরীর চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "লাবণ্য! বুঝিয়াছি, এই জন্যই তিনি সর্ব্বদা অসুখী থাকেন। দেখিয়াছি—কোন কার্য্যে তাঁহার মন লাগে না। সর্ব্বদা যেন কত কি ভাবেন। আমার এমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা আগে জানিতাম না।"

লাব। সর্ব্বনাশ কিসের? এ বংশের কোন্ রাজাকে একটিমাত্র বিবাহ ক'র্‌তে শু'নেছেন?

সরো। তা'তে আমার দুঃখ নাই। ইহার মধ্যে অবশ্যই কি একটা ঘটনা আছে, নইলে এমন হবে কেন?

লাব। তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই হয়।

সরো। না; তিনি যখন একথা আমাকে বলেন নাই, তখন আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।

লা। তবে চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

সরো। অরুণা কে?—জানিস?

লা। অরুণা,—সেই ত পুকুরপাড়ের পোড়ার-মুখী।

সরো। কোন্ পুকুরপাড়?

লা। আমাদের বাড়ীর পূবের দিকে যে বড় বাড়ীটা ছিল, যে বাড়ীতে রাজকুমার অনেক সময় বেড়াতে যেতেন, সেই বাড়ীতেই ত অরুণা।

সরো। তুই কি ক'রে জান্‌লি ?

লা। কেন, একদিন রাজকুমারের কথায় তা'কে একখানা বই দিয়ে এসেছিলাম।

সরো। সে কেমন ?

লা। আমি যদি বিদ্যাপতি হ'তাম, তবে রাধার রূপ বর্ণনা ক'র্‌তাম।

সরো। এ কথা এতদিন আমাকে বলিস্‌ নাই কেন ?

লা। কে জানে এর মধ্যে এত কাণ্ড !

সরো আমি যাঁর আশাপথ চেয়ে আছি, তিনি এখন এত উন্মনা যে, ভাল ক'রে কথাটি বলেন না।

লা। আশাপথ চেয়ে হেথা রাধা র'য়েছে।
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী হ'রে নিয়েছে॥

সরো। তুই রঙ্গ রাখ্‌। কেহ প্রাণে মরে,—কাহারও মুখে হরিনাম।

লা। বৃন্দেদূতী হ'য়ে আমি এনে দিব শ্যাম।

সরো। শ্যাম চাই না। চন্দ্রাবলী এনে দিতে পারিস্‌ ?

লা। কেন, ছাই পেতে বলি দিতে হবে না কি ?

সরো। ছিঃ। লাবণ্য ! সে এখানে না এলে আমার কিছুতেই সুখ নাই।

লাবণ্য এতক্ষণ পরে হাসিল। তার পর একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "রাজকুমারি, এ তোমার কেমন কথা ?"

সরোজসুন্দরী বলিলেন "যাঁর সুখে আমার সুখ, তাঁকে যদি সুখী ক'র্‌তে না পারি, তবে আমার সুখ কিসে ?"

লা। তবে এখন কি ক'র্‌তে চান ?

সরো। তা'কে এখানে এনে আমার সর্ব্বস্ব ধন দিতে চাই।

লা। তা'তেই কি সুখ ?

সরো। তিনি সুখী হ'বেন, তাই দেখে আমার সুখ।

লা। যদি এখানে আন্‌তেই হয়, তবে আমি আন্‌তে পারি।

সরো। যদি না আস্‌তে চায়?

লা। যেরূপ কৌশলে আনতে পারি, তাই ক'র্‌ব। মহারাণাকে এ কথা ব'লে যেতে হবে ত?

সরো। না না। তিনি কোন মতে এ কথা জান্‌তে না পারেন।

লা। সে কেমন কথা, রাজনন্দিনি?

সরো। শোন্, আমি তোকে একখানি পত্র দিব। সেইখানি প্রধান সেনাপতি মহাশয়কে দিলে তিনি তোর সঙ্গে পাঁচজন লোক দিবেন। অনেক দূরের পথ, আমি তারই উপযুক্ত পাথেয়স্বরূপ অর্থ ও শিবিকা স্থির করিয়া দিব।

লাবণ্য খুসী হইয়া রাজকুমারীর আদেশ পালন করিতে স্বীকার করিল। তিনিও সেইরূপ উদ্যোগ করিয়া দিলেন।
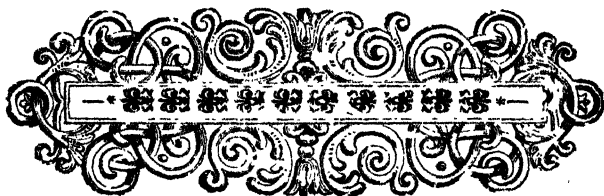
দশম পরিচ্ছেদ।

লাবণ্য বড় বিপদে পড়িল।

সরোজসুন্দরীর লিখিত একখানি পত্রিকা লইয়া লাবণ্য শিবিকারোহণে প্রয়াগে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে সরোজসুন্দরী বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে পত্রিকাখানি অরুণার নিকট দিবে না। যাহাতে পথে কোনপ্রকার অভাব না হয়, তাহার উপযুক্ত অর্থও দিয়াছিলেন।

দশজন বাহক ও পাঁচজন সশস্ত্র রাজপুতবীর অশ্বারোহণে রক্ষকস্বরূপ সঙ্গে আসিয়াছে। বহুদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া বাহক ও রক্ষকগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইতেছে যে, আর এক দিবসের পথ চলিতে পারিলেই তাহারা এলাহাবাদে যাইতে পারে।

দিবা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। তাহারা যমুনার উপকূলবর্ত্তী কোন জনপদমধ্যস্থ এক প্রশস্ত পথ দিয়া আসিয়া দেখিল, সেই পথের উভয় পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বনভূমি। তথায় মানবের আবাস নাই, কেবল

বন্যবৃক্ষ ও গুল্মলতাদি দৃষ্ট হয়। পরিশ্রান্ত বাহকেরা তথায় আসিয়া শিবিকা নামাইয়া পথের পার্শ্বে বসিল। রক্ষকগণ ঘর্ম্মাক্ত অশ্বগুলি বিমুক্ত করিয়া দিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

লাবণ্য শিবিকার দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অনেকদূর হইতে এক ব্যক্তি সেই পথে তাহাদের দিকে আসিতেছে। লাবণ্য রক্ষক ও বাহক-দিগকে বলিল, "ঐ একব্যক্তি অনেক দূর হইতে এই পথে আসিতেছে, তোমরা উহার নিকট পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিও। যদি এইরূপ বন বহুদূর বিস্তৃত হয়, তবে এই স্থানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে।"

ক্রমে সেই অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে আসিল। লাবণ্য শিবিকার মুক্ত-দ্বার দিয়া চাহিয়া দেখিল,—একটি বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায় সুন্দর যুবা পুরুষ। তাহার কেশ রুক্ষ, পরিধানে একখানি গৈরিক বসন। অপর একখানি গৈরিক বস্ত্র উত্তরীয়াকারে বেষ্টিত। হস্তে একখণ্ড বংশযষ্টি। তাহার উপরার্দ্ধ লৌহময় ও অগ্রভাগে একখানি ত্রিশূল। পথিক নগ্নপদে দ্রুত পথে চলিতেছে।

একজন রক্ষক পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল,—"আপ্ ইসতরফ ক্যা বহুৎ দূর্‌ছে আওতেহৈ।

পথি। নেহি,—আ'জহি সুভেছে ইয়ে রাস্তা লিয়াহৈঁ।

রক্ষ। ইস্‌কে পেস্তাব্ আপ্ কাঁহাছে আয়েহেঁ?

পথি। আপ্‌কো ইস্ বাৎ সে ক্যা জরুরৎ হ্যায়? হামারা রহেনেকা কোই মোকাম নেহি হ্যায়্। ঘুম্‌নাই হামারা কাম্ হ্যায়্। থোড়ে রোজ ইস্‌ই জঙ্গলমে রহেথে। আ'জ সুভেছে ইয়ে রাস্তা লিয়া হ্যায়্।

রক্ষ। আপ মেহেরবানি কর্‌কে হাম্‌লোককো। ক্যা এক বাৎ বাৎলা দেঙ্গে?

পথি। যো খুসী পুছ্‌ শকৃতে হো।

রক্ষ। ইয়ে জঙ্গল ক্যা বহুৎ বড়া হ্যায়্‌?

পথি। হাঁ।

রক্ষ। ইস্‌ রাস্তেছে কিৎনাদুর যানেপর ঠ্যার্‌নেকি জাগাহ মিলেগি?

পথি। হিঁয়াছে আগাড়ি যানেপর আপ্‌কো এক গাঁও মিলেগা। উস্‌মে এক সরাই হ্যায়্‌, হুঁয়াপর আপ্‌কো খানেপিনেকা আরাম মিল্‌ শক্তা হ্যায়্‌।

লাবণ্য পথিকের বাহ্য অবস্থা দেখিয়া এবং তাহার সদয় কথাগুলি শুনিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিল। বিনয়মধুর-বচনে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি বাধা না থাকে বলুন, আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

পথিক পথপার্শ্বের তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে উপবেশন করিয়া বলিল, "আমি আপাততঃ বৃন্দাবনে যাইব।"

লাব। আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি সংসারত্যাগী। আপনার কি কেহ নাই?

পথি। আমিস্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বী। আমার কেহই নাই।

লাব। আপনি কি কোন দাগা পাইয়া সংসার ছাড়িয়াছেন?

পথিক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "পথিকের এত পরিচয়ে প্রয়োজন কি?"

সহসা পশ্চাৎ হইতে একটি বন্দুকের শব্দে সকলে চমকিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ একজন রক্ষক ছিন্নতরুর ন্যায় ভূপতিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলে ভীত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল যে, একদল পাঠান দস্যু কয়েকটি বন্দুক হস্তে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে পুনরায় ভয়ানক

বন্দুকের শব্দ। অমনি অবশিষ্ট চারিজন রক্ষক ভূপতিত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বাহকগণ পলায়নপর হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ছুটিল।

দস্যুগণ দ্রুত আসিয়া বাহকদিগের নিকট যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা সমস্তই লইল পরে চারিজনে লাবণ্যের শিবিকা বহন করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে বনের মধ্যে যাইতে লাগিল। লাবণ্য ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। দস্যুরাও ক্রমে নিবিড় বনে আসিয়া পড়িল। তাহারা সংখ্যায় পঁচিশ জনের কম হইবে না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত পথিক ক্ষণকালের জন্য জড়প্রায় দাড়াইয়া রহিল। তৎপরে গতপ্রাণ রক্ষকদিগের পরিত্যক্ত একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক "হর হর,—ব্যোম্‌-ব্যোম্‌" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বেগে দস্যুদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। ত্বরায় তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া সরোষে বলিল, "দুরাচার দস্যুগণ! ক্ষান্ত হ। রমণীর প্রতি অত্যাচার!" অমনি কয়েকজন দস্যু "মার্‌—মার্‌" বলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন তাহাদের বন্দুক প্রস্তুত ছিল না। শিবিকা-বহনকারী চারিজন ব্যতীত আর সকলেই তাহাকে একসঙ্গে আক্রমণ করিল। পথিক অনন্যোপায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একজন আক্রমণকারীর বক্ষে ত্রিশূলাঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বন্দুকের দ্বারা পথিককে নির্দয়রূপে আঘাত করিতে লাগিল। সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পথিক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল।

এইবার লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। অশ্বারোহী পথিককে তাহার উদ্ধারার্থে আসিতে দেখিয়া মনে সামান্য আশার সঞ্চার হইয়াছিল,

তাহাও একেবারে ফুরাইল। সে ধৈর্য্যহীনা হইয়া বড় কাঁদিতে লাগিল।

সহসা অশ্বপদশব্দে কাননভূমি শব্দায়মান হইয়া উঠিল। সেই শব্দের মধ্য হইতে উচ্চরবে বীণাঝঙ্কারনিন্দিত সদয়-মধুর বাক্যে উচ্চারিত হইল, "ভয় নাই,—ভয় নাই।"

নিমেষের মধ্যে ত্রিশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী আসিয়া দস্যুদলকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের অব্যর্থ তীরের আঘাতে একে একে দস্যুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। লাবণ্য দেখিল—তাহাদের মধ্যে একজন কিশোরবয়স্ক অনিন্দ্য অদৃষ্টপূর্ব্বরূপী অশ্বারোহী ক্ষিপ্রহস্তে তীর ও বর্শা চালনা দ্বারা অনেকগুলি দস্যুর প্রাণ সংহার করিল। তাহার মস্তকে মুক্তাময় উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া কোন সুকুমার রাজপুত্র বলিয়া স্থির করিল। লাবণ্য মুগ্ধ হইয়া সেই রাজকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক দস্যু প্রাণ হারাইল। অবশিষ্ট কয়েকজন শরণাগত হইয়া কাতরে জীবন ভিক্ষা চাহিল। তাহারা অশ্বারোহীদিগের হস্তে বন্দী হইল;—প্রাণে মরিল না।

দস্যুগণ নিরস্ত হইলে সেই অপরিচিত রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া লাবণ্যের নিকট আসিলেন। লাবণ্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ বাক্যে বলিল, "আপনি যিনিই হউন, আমার জীবনদাতা। জগদীশ্বর নিশ্চয়ই আমার জীবনরক্ষার জন্য আপনাকে এই বনে পাঠাইয়াছেন। নচেৎ এই নিবিড় অরণ্যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, দয়ার অবতার-স্বরূপ আপনার আবির্ভাব কিরূপে সম্ভবে?"

রাজপুত্র বলিলেন, "সুন্দরি! তোমাকে কোন সম্ভ্রান্ত-কুল-কামিনী বলিয়া অনুমান করিতেছি। কিরূপে এমন দস্যুহস্তে বিপন্ন হইলে?"

লাবণ্য বলিল, "আমার পরিচয় পরে বলিতেছি। যদি দয়া করিয়া বাঁচাইলেন, তবে আমার রক্ষার জন্য একজন অপরিচিত পথিক দস্যুদিগের

প্রহারে ঐ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন; চলুন অগ্রে তিনি জীবিত আছেন কিনা দেখিয়া আসি।”

উভয়ে সত্বর গমনে পথিকের নিকট গেলেন। দেখিলেন, পথিক জীবিত আছে, কিন্তু সংজ্ঞাহীন। বহুযত্নে দুইজনে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক পরে পথিক চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিল ও কথা কহিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*(:o:)*—

প্রাণবিনিময়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অরুণা এক এক দিন শীকারে বাহির হইত। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশু অথবা হরিণ শীকার করিতে পারিলে তাহার বড় আনন্দ হইত। এবার অরুণা পুরুষ বেশে সুসজ্জিতা হইয়া ত্রিশজন লোকের সহিত শীকারে আসিয়াছিল। ক্রমে বনের মধ্য দিয়া অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে লাবণ্যের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া তাহার রক্ষার জন্য গিয়াছিল। তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া অরুণা বারংবার মনে মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

সংজ্ঞাহীন বিপন্ন পথিকের চৈতন্যসঞ্চার হইলে, অরুণা বারংবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অরুণা কৌতূহলী হইয়া পুনরায় সে মুখের দিকে চাহিল। যেন সে মুখখানি তাহার পরিচিত। অরুণার মনে বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হইল। যত্নপূর্ব্বক পথিককে কিছু আহার দানে সুস্থ করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

পথিকের পরিচয় শুনিয়া অরুণা বলিল, "আপনি এখন কি উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে যাইতেছেন?"

পথিক বলিল, "আমার জীবন চিরদিনই উদ্দেশ্য-বিহীন।" অরুণা বলিল, "আপনাকে আপাততঃ আমার সহিত আমার গৃহে যাইতে হইবে।"

পথিক এ প্রস্তাবে অনেক আপত্তি করিল। কিন্তু অরুণার এ বিষয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া মনে করিল,—ইনি রাজপুত্র, তাহাতে আমার জীবন-রক্ষক। ইঁহার এ অনুরোধ উপেক্ষা করা অনুচিত। তখন অরুণার সহিত তাহার গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইল।

লাবণ্য বলিল, "রাজকুমার! আপনি যেরূপ বিপন্ন অবস্থায় আমাদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, জানি না—কি বলিয়া ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।"

অরু। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত কোন কাজ আমি করি নাই। বরং এই ভদ্রলোকটির প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, আমার সঙ্গে বহুলোক ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেই বলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি; কিন্তু ইনি একাকী জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তোমার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। তবে ভাবিয়া দেখ, কার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

লাব। এজন্য উঁহার নিকট আমি চিরঋণী।

অরু। সুন্দরি! তোমার কথাগুলি বড় মধুর। তুমি যাঁর অঙ্ক-লক্ষ্মী, সে সৌভাগ্যশালী কে?

লাবণ্য ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া নিরুত্তরে রহিল। অরুণা আবার বলিল, "পুরুষের নিকট স্বামীর কথা বলিতে রমণীদিগের লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু আমি পরিচয় জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার কি বিবাহ হয় নাই?"

"না।"

লাবণ্য সলজ্জভাবে মৃদুকণ্ঠে এই উত্তর করিল। অরুণা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইতেছিল?"

লাব। প্রয়াগে।

অরু। সেখানে কি আবশ্যক?

লাব। আমি চিতোরের রাণা উদয়সিংহের অন্তঃপুর হইতে আসিয়াছি। প্রয়াগে একজনের নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন।

অরু। প্রয়াগে কাহার নিকট?

লাব। সেখানে উদয়সিংহের এক পত্নী আছেন, তাঁহার নিকট।

অরু। তাঁহার নাম কি জান?

লাব। অরুণা।

অরু। তুমি অরুণাকে জান?

লাব। আমি দেখিয়াছি। দেখিলে চিনিতে পারিব।

অরু অরুণা কি মহারাণার বিবাহিতা পত্নী?

লাব। সে কথা চিতোরে কেহই জানে না। বোধ হয়, না হইতেও পারে।

অরু। তাহার নিকট কি জন্য পাঠাইয়াছেন?

লাব। তাহাকে চিতোরে লইয়া যাইব

অরু। কোন পুরুষ লোক না পাঠাইয়া তোমাকে পাঠানর হেতু কি?

লাব। রাণী সরোজসুন্দরী আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার সহচরী,—দাসী; রাণীর পিত্রালয় হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছি।

অরু। রাণা নিজে তোমাকে পাঠান নাই। তবে তিনি কি এ বিষয় কিছুই জানেন না?

লাব। না।

অরু। তবে তাহাকে লইবার জন্য তোমাকে পাঠান রাণীর এত কি প্রয়োজন?

লাব। রাণা উদয়সিংহ সর্ব্বদা সেই অরুণার চিন্তায় অস্থির আছেন। রাজকার্য্যে মনোযোগ করেন না। অনেক সময় আহার নিদ্রাও ত্যাগ করেন। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সরোজসুন্দরী স্থির করিয়াছেন যে, অরুণাকে চিতোরে না লইয়া গেলে, রাণার মন স্থির হইবে না। এই জন্য তিনি মহারাণাকে না বলিয়াই আমাকে প্রয়াগে পাঠাইয়াছেন।

অরু। অরুণার কথা রাণী কিরূপে জানিলেন?

লাব। অরুণার একখানি পত্র তাঁর হাতে পড়িয়াছিল, তাই পড়িয়া।

অরু। অরুণা যদি চিতোরে না যাইতে চায়?

লাব। যেরূপে পারি, লইয়া যাইব। সরোজসুন্দরী বলিয়া দিয়াছেন অরুণা চিতোরে না গেলে রাণীর কিছুতেই সুখ নাই।

অরু। তোমার রাণীর এ কেমন বুদ্ধি? সপত্নীর হাতে নিজের স্বামীকে দিয়া সুখী হইতে চান?

লাব। তাঁর মন এমনিই উচ্চ।

অরু। তোমার সঙ্গে কয়জন লোক ছিল?

লাব। পাঁচজন অশ্বারোহী রাজপুত সৈনিক ও দশজন বাহক ছিল। অনেক অর্থও সঙ্গে ছিল। পাঠান দস্যুরা সকলকেই বধ করিয়াছে। অর্থ লইতে পারে নাই। এই অপরিচিত দয়ালু পথিক পথে বসিয়াছিলেন। আমার দুর্গতি দেখিয়া তাহাদের একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

শুনিয়া অরুণার মুখ আরও প্রফুল্ল হইল। উদয়সিংহ তাহাকে ভুলিয়া যান নাই, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন

করিতেছেন, ইহাতে অরুণার আনন্দের সীমা রহিল না। রাণী সরোজ-সুন্দরী স্বামীর জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে অরুণা বড় আনন্দিতা ও বিস্মিতা হইল।

পথিক বারংবার অরুণার কথা উচ্চারণ করিতে শুনিয়া সতৃষ্ণ নয়নে লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণা বলিল, "আপনাকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিতেছি, মুখেও বলিতেছেন বৃন্দাবনে যাইবেন; কিন্তু রমণীর মুখে একদৃষ্টে এত কি দেখিতেছেন?"

পথি। দেখিতেছি মুখখানি বড় মধুর;—কথাগুলি আরও মধুর।

অরু। আপনার বৃন্দাবন কি রমণীর মুখে?

পথি। তা' নয়। অরুণার নাম উচ্চারণ করিতে শুনিলাম, ঐ নামটি আমার পরিচিত।

অরু। অরুণা আপনার কে?

পথি। কেহ নয়। আমি একজনকে জানিতাম, তাহার নাম অরুণা।

অরু। তবে বুঝি সে অরুণা মরিয়াছে, তাই মনে দুঃখ পাইতেছেন?

পথিকের চক্ষু জলপূর্ণ হইল। অরুণারও দুই চক্ষুতে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। গোপনে মুছিয়া ফেলিয়া অরুণা লাবণ্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রাজপুত-কন্যা?"

লাব। হাঁ।

অরু। এতদিন তুমি বিবাহ কর নাই কেন?

লাবণ্য লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া নতমুখী রহিল। অরুণা বলিল, "আমি যদি রাজপুত হই, তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করিবে?"

লাবণ্য তবুও নিরুত্তর। লজ্জায় তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। চক্ষু উজ্জ্বল হইল। মনের মধ্যে নানাপ্রকার ভাবপ্রবাহ ছুটিল। তাহার

মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে মনে মনে বলিতেছে, "তোমার ন্যায় রাজপুত্রের অঙ্কলক্ষ্মী হইব, এত সৌভাগ্য আমার হইবে কি?"

অকৃতদার পাঠক, বা লজ্জাশীলা পাঠিকা বোধ হয় এরূপ বিবাহ-প্রস্তাবের পক্ষ-সমর্থন করিবেন না। হয়ত তাঁহারা অরুণাকে নির্লজ্জ অথবা অসংযত-চরিত্র বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু অরুণা মেয়েমানুষ। সে প্রকৃত পুরুষমানুষ হইলে অপরিচিতা সুন্দরীর নিকট এমন কথা বলিতে পারিত না।

লাবণ্যকে লজ্জাবনতমুখী দেখিয়া অরুণা হাসিয়া বলিল, "আমি বিবাহ করিব না, আমার বিবাহ হইয়াছে। তুমি এখন একাকিনী, তাহাতে সঙ্গে যানবাহন কিছুই নাই। কিরূপে সেখানে যাইবে?"

লাবণ্য বলিল, "আপনি দয়া করিয়া তাহার উপায় করুন।" অরুণা বলিল, "তুমি দেখ্‌ছি বড় অকৃতজ্ঞ। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর করিলে না, আর আমি তোমার জন্য এতটা করিব?

লাবণ্য ঈষৎ হাসিয়া অবনত মুখে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি রাজ-পুত্রের উপযুক্তা নই।" অরুণা বলিল, "তবে তোমার প্রাণরক্ষক এই ভদ্রলোকটি যদি রাজপুত হন, তবে ইঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়?"

লাবণ্য নীরবে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব যেন অরুণার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। বোধ হইল যেন অরুণা তাহার প্রাণের কথা টানিয়া আনিয়া বলিতেছে। ক্ষণপরে উত্তর করিল, "আমি যে কাজের জন্য আসিয়াছি, তাহা সফল হইলেই যথেষ্ট। অন্য কোন চিন্তা আমার নাই।"

অরুণা বলিল, "আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, আমি সে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব। এখন আমার সঙ্গে চল। তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার?"

লাব। তত অভ্যাস নাই।

অরু। আমার পশ্চাতে বসিয়া আমাকে ধরিয়া থাকিবে।

"না, আমি ঘোড়ায় চড়িব না।" এই বলিয়া লাবণ্য অধর টিপিয়া মৃদু হাসিল। পথিক মুখ ফিরাইয়া লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া সেই মৃদু-হাসিটুকু,—সেই ভুবন-ভুলান বিজলিচ্ছটাবিকাশ দেখিল। লাবণ্যও পথিকের মুখপানে চাহিল। হঠাৎ উভয়ের দৃষ্টিবিনিময়ে লাবণ্য লজ্জা পাইয়া নতমুখী হইল। চতুরা অরুণা উভয়ের অলক্ষিতে ইহা চাহিয়া দেখিল। সে বুঝিল, এ শুধু দৃষ্টিবিনিময় নহে,—উভয়ের প্রাণবিনিময়।

"এই পথিকের সহিত একত্রে ঘোড়ায় চড়িবে?" এই বলিয়া অরুণা হাসিল। লাবণ্য নিরুত্তর।

অরুণার আদেশে কয়েকজন বন্দী দস্যুকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা লাবণ্যের শিবিকা বহন করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়া তাহাই করিতে লাগিল। পথিকও অশ্বারোহণে অরুণার সহিত তাহার গৃহে গমন করিল।
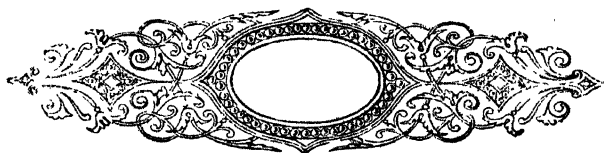
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়লাল।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, অরুণা যখন নদীতীর হইতে দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল, তখন একটি বালক তাহার উদ্দেশে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিল। তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে দস্যুদিগের ক্ষুদ্রতরী অদৃশ্য হইয়া গেলে, বালক সন্তরণ করিয়া অপর পারে উঠিয়াছিল। বালকের নাম বিজয়লাল। বিজয়লাল বৃত্তিভোগী খঞ্জ রাজপুত সৈনিকের একমাত্র পুত্র। প্রতিবেশী কৃষ্ণলালের কন্যা অরুণাকে আশৈশব ভাল বাসিয়াছিল। অরুণা অপহৃতা হইলে বিজয় তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া অরুণার সন্ধান করিত। পরিশেষে কোন সন্ধান না পাইয়া তাহার নিজের জীবনের প্রতি আর মমতা ছিল না। তখন পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া বনের মধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত কিয়দ্দিন যাপন করিয়াছিল। তৎপরে তীর্থে তীর্থে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি বিজয়লাল বৃন্দাবনধামে গমন করিতেছিল। এই বিজয়লালই দস্যুহস্ত হইতে লাবণ্যের জীবনরক্ষক পথিক।

অরুণা বিজয়লাল ও লাবণ্যকে লইয়া যথাসময়ে গৃহে আসিয়াছিল। লাবণ্য তাহার পূর্ব্বপরিচিত বাড়ীখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। অরুণা বিজয়লালকে বাহিরের এক প্রকোষ্ঠে বসিতে আসন দিয়া লাবণ্যের সহিত পুরামধ্যে প্রবেশ করিল। লাবণ্য সে সময় একাকিনী পুরুষের সহিত তাহার অন্তঃপুরে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া সঙ্কুচিতা হইতেছিল। তাহার তৎসময়ের অবস্থা দেখিয়া অরুণা বলিল, "সুন্দরি! এই বাড়ী আমার। পূর্ব্বে এই বাড়ীতে অরুণা থাকিত। এখন সে কোথায় তাহা জানি না। তুমি অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ যে, তুমি এখন সম্পূর্ণরূপে আমার অধীনে আসিয়াছ। এখন তুমি কি করিতে চাহ?"

লাবণ্য শিহরিয়া উঠিল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পোড়ারমুখী অরুণা লাবণ্যের একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় করিও না। লাবণ্য, তুমি মহাভ্রমে পড়িয়াছ। তুমি যে অরুণাকে খুঁজিতেছ, সে অরুণা আমারই গৃহিণী। আমি কেমন করিয়া তাহাকে মিবারেশ্বর মহারাণার নিকট পাঠাইব?"

লাবণ্যের নিশ্বাস ঘন হইল। আরক্তিম মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারি ফুটিয়া উঠিল। সে চক্ষু মিলিল না, মুখের হস্তও সরাইল না। দলিতা ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা ঈষদ্বক্র করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি আমার অপরিচিত হইলেও রাজপুত্র। আশ্রিতা অবলার প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া অনায়াসে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন!—ধিক্!"

অরুণা বলিল, "আমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি?" লাবণ্য নির্ভয়ে উত্তর করিল, "কেন আপনি কি বলেন নাই যে, প্রতিশ্রুত হইতেছি, তুমি যে অরুণাকে লইতে আসিয়াছ, সে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব?"

এমন সময় একজন পরিচারিকা অরুণার বস্ত্রালঙ্কার লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অরুণাকে ডাকিল, "মা!"

অরুণা হাসিয়া লাবণ্যকে বলিল, "ভয় নাই। চক্ষু মিলিয়া চাও।" এই বলিয়া বস্ত্রালঙ্কারগুলি পরিয়া পুরুষ বেশ পরিত্যাগ করিল। লাবণ্য বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে অরুণা।

অরুণা বলিল, "লাবণ্য! আমি পুরুষ নহি। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার পুরুষ সাজিতে ইচ্ছা হয়।"

লাবণ্য সাহস পাইয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার মত রাজপুত্র পাইলে আমিও দাসী হই।"

অরু। মিবারেশ্বর আমাকে মনে করিয়া থাকেন, মহারাণী আমাকে লইবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে বড় সৌভাগ্যের কথা। এই উভয় সুসংবাদের জন্য আমি এমন কোন বস্তু দেখিতেছি না, যাহা তোমাকে পারিতোষিক দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি।

লাব। আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা পারিতোষিক আর কি হইতে পারে?

অরু। আমার একটি প্রিয়বস্তু আছে, তাহাই তোমাকে পারিতোষিক স্বরূপ দিতে চাই;—লইবে?

লাব। আপনি যদি আমাকে কোন বস্তু দিয়া সুখী হন, আর সে দানে যদি আপনার কোন ক্ষতি না হয়, তবে লইতে পারি।

অরু। আমার কোন ক্ষতি হইবে না। বরং তুমি লইলে আমি যার পর নাই সুখী হইব।

লাব। তবে আমিও লইব। সে জিনিষটি কি?

অরু। বর,—তোমার জীবন রক্ষক পথিক।

লাবণ্য নতমুখে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার বর কি আপনার বড় প্রিয়বস্তু ?"

অরুণা বলিল, "অত্যন্ত। সে কথা তোমাকে সমস্ত বলিতেছি। এখন বল, তুমি লইবে কি না ? ইনি রাজপুত।"

এই বলিয়া অরুণা লাবণ্যের নিকট বিজয়লালের সমুদয় কথা বলিল। লাবণ্য শুনিয়া বলিল, "আপনি যদি আমার সহিত চিতোর যাইতে রাজি হন, তবে আমিও আপনার প্রদত্ত পারিতোষিক লইতে পারি।"

অরুণা তিন দিবস পরে লাবণ্যের সহিত চিতোরে যাইবে এইরূপ স্বীকার করিল। লাবণ্যও আনন্দিতা হইয়া অরুণার প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইল। অরুণা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া একাকিনী বিজয়লালের নিকট আসিল। বিজয়লাল অপরিচিতা রমণীকে দেখিয়া প্রথমে বড় বিস্মিত হইয়াছিল। ক্ষণপরেই সে বিস্ময় দূর হইল।

অরুণা বলিল, "বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন, আমি সেই অভাগিনী অরুণা। যে পাপিনীর জন্য একদিন সেই দুর্যোগে নদীতীর দিয়া চা'ল আনিতে গিয়াছিলেন, যে হতভাগিনীর জন্য নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া ভীষণ নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আমি সেই অরুণা।"

এই বলিয়া অরুণা কাঁদিয়া ফেলিল। বিজয়লালেরও চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। বিজয়লাল চক্ষু মুছিয়া ক্ষণকাল উদাস নয়নে অরুণার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "অরুণা!—অরুণা! দশবৎসর পূর্ব্বে তোমার মুখখানি যেমন সুন্দর দেখিয়াছিলাম, আজও তোমার মুখখানি তেমনই সুন্দর দেখিতেছি।"

ক্ষণকাল উভয়ে নিস্তব্ধ রহিল। তারপর বিজয়লাল বলিল, "অরুণা, এ কাহার বাড়ীতে আসিয়াছি ? তুমি পুরুষ সাজিয়াছিলে কেন ?"

অরুণা সেই নদীতীর হইতে দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃতা হওয়া অবধি সমস্ত

বৃত্তান্ত বিজয়লালের নিকট বলিল। বিজয়লালের মন আনন্দের তরঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছিল। অরুণার কথা শেষ হইলে বিজয়লাল বলিল,—"আ'জ আমার জীবনের সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হইল। বোধ হয় অরুণা, পুনঃ তোমাকে দেখিব বলিয়া, তোমার মুখে আজ এই সমস্ত কথা শুনিব বলিয়া, ভীষণ নদীগর্ভে, শত্রুহস্তে, ব্যাঘ্রের মুখে, ভগবান্ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

অরুণা লজ্জা বশতঃ কেবল উদয়সিংহের কথা ও তাহার বিবাহের কথা কিছুই বলিল না। কিন্তু লাবণ্যের সহিত অরুণার যে কথাগুলি হইয়াছিল, বিজয়লাল তাহা সমস্ত শুনিয়াছিল। তাই বিজয়লাল বলিল, "অরুণা! আরও আনন্দের বিষয় যে, তুমি মিবারেশ্বর উদয়সিংহের অনুগ্রহের পাত্রী হইয়াছ।"

অরুণা কিছুক্ষণ নতমুখে থাকিয়া তারপর বলিল, "এখন পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহিত আসুন, আহারের পর অন্য কথা বলিব।"

এই বলিয়া বিজয়লালের সহিত অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পায়ে বেড়ী পড়িল।

সন্ধ্যার সময় বিজয়লালের সহিত অরুণার অনেক কথা হইল। আমাদের তত কথার প্রয়োজন নাই। তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েকটি কথা আমরা পাঠকের গোচর করিব। অরুণা বলিল, "সব কথা শুনিলেন, এখন বলুন আমার এ অনুরোধ রাখিবেন কি না?"

বিজ। সে কি, বিবাহ?—আমি যে সন্ন্যাসী!

অরু। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী হইবে,—ক্ষতি কি?

বি। সন্ন্যাসিনী হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু গৃহিণী লইয়া আমি কি করিব?

অ। গৃহস্থালী পাতাইবেন।

বি। গৃহ থাকিলে ত গৃহস্থালী। আমার গৃহ কোথায়?

অ। গৃহ প্রস্তুত করিয়া গৃহী হইবেন।

বি। অর্থ কোথায় পাইব?

অ। আপনার ন্যায় সর্ব্বকার্য্যক্ষম পুরুষের অর্থের অভাব কি?

বি। আমার জীবন আমি সে ভাবে পরিচালিত করি নাই। বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম, কিন্তু মসীজীবী হইয়া দাসত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা নাই। শরীরে বল আছে, কিন্তু নরহত্যায় প্রবৃত্তি নাই। এরূপ লোকের গৃহিণী হইলে তাহার যে উপবাসে দিন যাইবে!

অ। সে চিন্তা আপনার এখন করিতে হইবে না। ভগবান্ জীবের স্রষ্টা, জীবের আহারদাতাও তিনি।

অরুণা মনে করিল,—যদি উদয়সিংহ দয়া করিয়া আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, ধনরত্ন, সৈন্যদল কে রক্ষা করিবে? বিজয়লালকে সংসারী করিয়া রাখিতে পারিলে, ইঁহার দ্বারা সে কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। নচেৎ এমন বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, অথচ কার্য্যদক্ষ লোক কোথায় পাইব? লাবণ্য রাজমহিষীর অতি আদরের পাত্রী। নিশ্চয়ই এ বিবাহে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। হয় ত তিনিই মহারাণাকে বলিয়া বিজয়লালের সুবিধা করিয়া দিবেন। আমিও এ বিষয় তাঁহাকে বলিতে ত্রুটি করিব না। তবে বিজয়লালের সংসারের চিন্তা কি?

এইরূপ চিন্তা করিয়া অরুণা বলিল, "সে ভার আমার।' এখন লাবণ্যের ভার আপনাকে লইতে হইবে।"

বিজয়লাল বলিল, "তোমার নিকট যে কার্য্য একান্ত প্রিয়, তাহা আমারও অবশ্য স্বীকার্য্য।"

অরুণা আনন্দিতা হইয়া কক্ষান্তরে লাবণ্যের নিকটে গেল। সে পূর্ব্বেই দাসীদিগকে বলিয়া বিবাহের সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিল। অনতিবিলম্বে যথাবিধি বিবাহ সম্পন্ন করাইল।

বিবাহের পর লাবণ্য অরুণাকে গোপনে বলিল; "চিতোরে গিয়া রাণী সরোজসুন্দরীর কাছে কি বলিব?"

"বলিও, তাঁর কার্য্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।" এই বলিয়া অরুণা কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার লাবণ্যের গায়ে পরাইয়া দিতে লাগিল। লাবণ্য বলিল, "তা' কেন, বলিব যে, আপনার কার্য্যে গিয়া ভাল বক্‌সিস্ মিলিয়াছে।" উভয়ে হাসিল।

বিজয়লাল ভাবিতেছেন, "একি হইল? এতদিনে পায়ে বেড়ী পড়িল। ভগবান্ সবই করিতে পারেন।"

অরুণা তিন দিন পরে চিতোরে যাইতে চাহিয়াছিল। এক্ষণে তাহারই উদ্যোগ করিতে লাগিল। বিজয়লালকে বলিল, "আপনাকেও আমাদের সহিত যাইতে হইবে।"

বিজয়লাল সে প্রস্তাবে অসম্মত হইল না।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারত-রমণীর পতি দেবতা।

সুখ কোথায়? সুখ মনে। অর্থে সুখ নাই, ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, রাজ্যেও সুখ নাই। সুখ কেবল মনে। তুমি বহুধনের অধীশ্বর হইয়া যদি অন্তরে অন্তরে নিরন্তর ঘোর অশান্তি পোষণ করিয়া থাক, তবে তোমা অপেক্ষা শান্তচিত্ত দরিদ্র ভিক্ষুকও শতগুণে সুখী। যদি তুমি সমগ্র মানব-জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, একচ্ছত্র পৃথিবীশ্বর হইয়াও অনুক্ষণ দুশ্চিন্তার বশীভূত হও, তবে আত্মপ্রসাদযুক্ত সামান্য-কুটীরবাসী কৃষকও তোমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্। তাই আমরা বলি, সুখ আর কোথায়ও নাই,—সুখ মনে।

ধনীর দস্যুভয় আছে, রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, সৌন্দর্য্যের সীমা

আছে, প্রেমে নৈরাশ্য আছে. প্রণয়ে বিরহ আছে, ভগবৎপ্রেমেও শুষ্কতা আছে। নিরবচ্ছিন্ন জগতে কিছুই নাই। তবে বুঝি আমরা ভ্রান্ত, তাই মনে না খুঁজিয়া বাহিরে সুখ খুঁজিয়া বেড়াই।

উদয়সিংহ সুখী নন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—রাজ্যলাভ করিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু অরুণার চিন্তায় তাঁহার সুখ নাই। সরোজসুন্দরী রাজরাণী হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না।—স্বামীর অসুখে তিনি অসুখী। তার পর আবার নিজের অসুখের পথ নিজেই পরিষ্কৃত করিয়াছেন। লাবণ্যকে অরুণার নিকট পাঠাইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এ কাজ ভাল করি নাই। অরুণা এখানে আসিলে আমার সর্ব্বস্বধন তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি সুখী হইব কি না, সে ত পরের কথা। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, রাণাকে না বলিয়া স্বাধীনার ন্যায় অরুণাকে এখানে আনিতে পাঠাইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। এ কার্য্য তাঁহার অনভিমত না হইলেও আমি তাঁহার নিকট অবিশ্বাসিনী হইলাম। তিনি রাজা হইয়া, বুদ্ধিমান্ বিবেচক হইয়াও তাহাকে এখানে আনিতে পারেন নাই; আর আমি নারী হইয়া, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া, সেই পরমারাধ্য স্বামীর অগোচরে তাহাকে এখানে আনিতে পাঠাইলাম! একি করিলাম? স্বামী দেবতা,—তাঁর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার আমার কি অধিকার আছে?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া সরোজসুন্দরী ম্রিয়মাণা হইলেন। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে একাকিনী তাঁহার শয়নগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় উদয়সিংহ তথায় আসিলেন। রাণা প্রণয়মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, "সরোজ! তুমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি রাজাসন প্রাপ্ত না হইলে তুমি অলঙ্কার পরিবে না। তুমি তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী, তাই তুমি তোমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। আমিও সেইদিন প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলাম যে, মিবারের সিংহাসন লাভ করিয়া তোমাকে স্বহস্তে অলঙ্কার পরাইব। আ'জ আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।"

এই বলিয়া রাণা কয়েকখানি বহুমূল্য মুক্তাময় অলঙ্কার বাহির করিয়া স্বহস্তে সরোজসুন্দরীর অঙ্গে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। সরোজসুন্দরী স্বামীর এই ব্যবহার দেখিয়া ও তাঁহার মুখে এইরূপ প্রেমপবিত্র সম্ভাষণ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একবার উদয়সিংহের মুখপানে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। প্রাণের আবেগে স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন, "আমি অবিশ্বাসিনী,—ঘোর অপরাধিনী। প্রাণেশ্বর! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

উদয়সিংহ সাদরে রাজমহিষীকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে সরোজ? তুমি কি অপরাধের কাজ করিয়াছ যে, ক্ষমা করিব? তুমি আমার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও আদরের। তুমি চ'কের জল ফেলিতেছ কেন? যাহা হইয়া থাকে, নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট বল।"

সরো। আমি আপনার নিকট বড় অপরাধিনী। আপনাকে না বলিয়া আপনার নামীয় একখানি পত্র পড়িয়াছি।

উদ। সে পত্র কাহার লিখিত?

সরো। অরুণার

উদ। তাহাতে তোমার দোষ কি? আমিই তোমার নিকট অপরাধী। সেইজন্য আমি সাহস করিয়া সে পত্র তোমাকে দেখাইতে পারি নাই,—লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি,—সেই জন্য প্রাণে ব্যথা পাইয়াছ।

সরো। শুধু তাহাতে নয়। আমি আপনার অনভিমতে স্বাধীনার ন্যায় অরুণাকে এখানে আনিতে পাঠাইয়াছি।

উদ। সেকি? কাহাকে পাঠাইয়াছ?

সরো। লাবণ্যকে।

উদ। কেন এরূপ করিলে?

সরো। আপনার অবস্থা দেখিয়া আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে।

উদ। সরোজ! অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। তুমি আমার অজ্ঞাতে তাহাকে আনিতে পাঠাইয়াছ, তাহাতে দোষ হয় নাই বটে; কিন্তু তাহার এখানে আসাই দোষের হইবে।

সরো। কেন? তাহাতে দোষ কি? আমার বিশ্বাস, তাহাতে আপনি ভাল থাকিবেন।

উদ। যদি তাহাতে ভাল থাকিতাম, তবে এত দিন তাহাকে এখানে আনিতে পারিতাম। তোমার নিকটেও গোপন করিতাম না। তুমি অরুণার পরিচয় জান না। অরুণা বেশ্যাকন্যার গর্ভজাতা। তাহাকে এ রাজসংসারে আনিলে সাধারণের নিকট ঘৃণ্য হইব। সর্দ্দার-গণের অপ্রীতিভাজন হইব। অকলঙ্ক এই শিশোদীয় কুলেও কলঙ্ক-কালিমা আরোপ করা হইবে।

এইবার সরোজসুন্দরীর প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অরুণা কোন রাজকন্যা,—তাঁহার স্বামীর বিবাহিতা পত্নী। স্বামীর চরিত্র এত দূষিত হইয়াছে জানিয়া পুনরায় তাঁহার কোমল গণ্ড ভাসাইয়া অশ্রুধারা বহিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। উদয়সিংহের বক্ষে মস্তক লুকাইয়া অধোমুখী রহিলেন।

উদয়সিংহ ক্ষণপরে বলিলেন, "সরোজ! আমিই তোমার নিকট অপরাধী।" সরোজসুন্দরী লজ্জা পাইয়া পুনরায় রাণার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "দাসীর প্রতি এরূপ কথা বলিবেন না। আপনি স্বামী,—পরমগুরু। আপনার কোন কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন

অধিকার আমার নাই। ভগবান্ করুন, যেন কোনদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে অবিশ্বাস না করি। এখন বলুন, না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার উপায় কি হইবে?" উদয়সিংহ রাজনন্দিনীকে উঠাইয়া প্রেমগর্ভ মিষ্ট সম্ভাষণে বলিলেন, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। যাহা করিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমি তা'র ব্যবস্থা করিব।"

সরোজসুন্দরী সভয়ে বলিলেন, "কি ব্যবস্থা করিতে চাহেন?" উদয়সিংহ বলিলেন, "অরুণার প্রকৃত পরিচয় কেহ জানে না। আমিও কাহারও নিকট সে কথা বলিব না।"

রাজনন্দিনী শুনিয়া ক্ষণকাল অধোমুখী রহিলেন। তারপর মুখখানি আঁধার করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসে উদয়সিংহ একটু লজ্জিত হইলেন। কারণ, সে নিশ্বাস মর্ম্মস্পর্শী,—সে নিশ্বাস রাজমহিষীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রবাহিত। সে নিশ্বাসে যেন সরোজসুন্দরীর মনের এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, "মিবারেশ্বর! অভাগিনীর হৃদয়েশ্বর! তুমি একি বলিলে? তুমি রাজপুত নরপতি। এই কি তোমার ন্যায় রাজার উপযুক্ত কথা হইল?"

সরোজসুন্দরী বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন। উদয়সিংহ কিছু অপ্রতিভ হইয়া চিন্তাকুল চিত্তে সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুলওয়ালী মাসী।
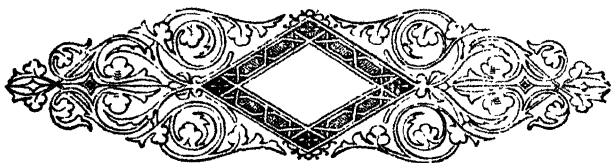
এ দিকে লাবণ্য যথাসময়ে বিজয়লাল ও অরুণার সহিত চিতোরে আসিল। অরুণা বাহকদিগকে শিবিকা নামাইতে বলিলে তাহারা শিবিকা রাখিয়া দাঁড়াইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল "রাজবাটী এখান হইতে কতদূর?" একজন বাহক উত্তর করিল, "অধিক দূর নাই,—একক্রোশেরও কম।"

অরুণা লাবণ্যকে বলিল, "আর আমি যাইব না। আমি এইখানে থাকিব। তোমরা যাও।"

লাব। সে কি? যাইবে না?

অরু। সত্যই বলিতেছি। আমার রাজগৃহে যাওয়া উচিত নহে। রাণা যখন নিজে আমাকে লইয়া যাইতে বলেন নাই, তখন তাঁহার বিনা অনুমতিতে আমি কিরূপে তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিব?

লাব। রাণীর হুকুমে।

অরু। লাবণ্য! তুমি বালিকার ন্যায় বলিতেছ। তা'ও কি হয়? তুমি রাজমহিষীকে গিয়া বল যে, আমি আসিয়াছি। তারপর যদি মহারাণা শুনিয়া আমাকে যাইতে সংবাদ পাঠান, তবে আমি যাইব।

লাব। আপনি এখানে কোথায় থাকিবেন?

অরু। থাকিবার একটা স্থান দেখিয়া লইতে হইবে।

বিজয়লাল বলিল, "আমিই বা কিরূপে সেখানে যাইব? কাহাকেও চিনি না, কি পরিচয় দিব?" লাবণ্য বলিল, "সে ভার আমার। কাহাকেও কোন কথা বলিতে হইবে না।" বিজয়লাল আর কথা কহিল না। তাহাকে রাখিয়া যায়, লাবণ্যের ইচ্ছা সেরূপ নহে।

নিকটে রাস্তার ধারে একখানি ক্ষুদ্র বাটী। তাহার চারিদিকে পাকা প্রাচীর। ভিতরেও একখানি পাক ঘরের উপর চাল দেওয়া। আর দুইখানি ছোট মেটে ঘর। বাড়ীখানি বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বন-জঙ্গল নাই,—কোনখানে আবর্জ্জনা নাই,—বেশ ঝক্‌ঝকে। যেদিকে ঘর নাই, সেইদিকে পৃথক্ ঘেরার মধ্যে ছোট-খাট একটা ফুলের বাগান। প্রাচীরের গায়ের দরজা খুলিয়া একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একখানি ফুলের চুপড়ি হাতে করিয়া বাহির হইল। তাহার বর্ণ ঠিক্ গৌরবর্ণ বলা যায় না,—একটু চাপা। অঙ্গের গঠন মন্দ নয়,—তবে একটু লম্বাটে ছাঁচে গড়া। শাড়ী পরা। অঙ্গের ও বসনের বেশ পারিপাট্য আছে। হাতে দু'গাছা সোণার বালা। স্ত্রীলোকটি রাস্তার উপর দুইখানি শিবিকা, দুইটী যুবতী ও অনেকগুলি পুরুষ-মানুষ দেখিয়া তাহাদের নিকটে আসিল। ভাবিল, ইহারা অবশ্যই কোন বড়মানুষের মেয়ে হবে।

নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কেগা বাছা?" লাবণ্য দেখিয়া চিনিতে পারিল। বলিল, "কে, ফুলওয়ালী মাসী?—তুমি এখানে কোথা থেকে?"

ফুলওয়ালী বলিল, "ওমা, কেন গো? এই যে আমার বাড়া। তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ?"

"অনেক দূর থেকে আস্‌ছি। এস, তোমায় সব কথা ব'ল্‌ছি" এই বলিয়া লাবণ্য ফুলওয়ালীর সহিত চুপে চুপে কি বলিতে লাগিল।

ফুলওয়ালী অনেক বড় বড় বাড়ীতে ফুল যোগায়। সে ভাল ফুলের মালা গাঁথে বলিয়া তাহার বেশ পসার আছে। রাজবাড়ীতেও মাঝে মাঝে ফুলের তোড়া, ফুলের মালা দিয়া থাকে। সরোজসুন্দরী তার মালা বড় পচ্ছন্দ করেন, ভাল মালা লইয়া প্রত্যহ তাহাকে যাইতে বলিয়া থাকেন; কিন্তু রাজবাড়ী একটু দূর বলিয়া সে প্রত্যহ যাইতে পারিয়া উঠে না। আরও একটি কারণ আছে। একটী দশ বৎসরের ছেলে, আর একটী ছয় বৎসরের মেয়ে তাকে পালন করিতে হয়। এ দু'টী তার নিজের নয়,—ছোট ভগ্নীর। ভগ্নী মারা গিয়াছে; ভগ্নীপতি পাগল,—এখানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়ায়। সুতরাং ফুলওয়ালীর অনেক কাজ। সে সকল দিন রাজবাটীতে যাইতে পারে না। তবুও সে পসার জমাইয়াছে। তাঁর ফুলের মালা সকল স্থানেই আদরণীয়। হাতে কিছু অর্থও জমাইয়াছে। কিন্তু সংসারে আর লোক নাই। কেবল দুইটি গাভী ও তিনটি বিড়াল আছে।

ফুলওয়ালী বলিল, "না বাছা, তা হবে না। কি জানি, পাছে কি ফেরে প'ড়্‌ব।"

লাব। কিছুই নয়। মাসী, তোমার কোন ভয় নাই। বেশীদিন থা'ক্‌বেন না। একটু যত্ন ক'রে রেখো।

ফু-ও। তাইত মা, আমরা কি ওসব লোকের যত্ন জানি। তবে আপনার বাড়ীর মত থা'ক্‌বেন।

ফুলওয়ালী যত্ন করিয়া সকলকে তাহার বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। বাহকেরা রাস্তায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। যাইবার সময় পথে অরুণা ফুলওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তোমার নামটি কি?"

ফু-ও। ওগো! আমার নাম বিন্দু। এ নগরে আমাকে কে না জানে? আমিই বা কা'কে না চিনি? কোন্ ঘরের কোন্ কথাই বা না জানি?

অরু। বেশ হ'য়েছে। তবে তুমি আমারও মাসী। আমার এক মাসীরও ঐ নাম।

ফু-ও। আহা! মেয়েটির বড় মিষ্টি কথা। বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক।

অরুণাকে একাকিনী সেই গৃহে রাখিয়া লাবণ্য ও বিজয়লাল চলিয়া গেল। যাইবার সময় লাবণ্য আবার বলিল, "ফুলওয়ালী মাসী, ইনি ঘটনাচক্রে পড়িয়া তোমার আশ্রয়ে থাকিলেন। মনে রাখিও ইনি রাজরাণী।"

বিন্দু ফুলওয়ালী এত কথার মর্ম্ম বুঝিল না। বলিল, "তা' মা, বেশ ত। বড় ঘরে এমন ঢের ঢের হ'য়ে থাকে।"

অরুণা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "মাসী! তোমার বয়স কত?" বিন্দু বলিল, "আমাকে দেখ্‌লে বাছা, কি আন্দাজ হয়?" অরুণা বলিল, "কুড়ির বেশী নয়।"

ফুলওয়ালী এক গাল হাসি হাসিয়া বলিল, "বড় ঘরের, বড় লোকের মেয়ে কিনা, আন্দাজ ঠিক্ আছে।"

লাবণ্য রাজভবনে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে সরোজসুন্দরীর নিকটে গেল। অরুণার সংবাদ বলিয়া, তারপর অনেকক্ষণ বসিয়া একে একে সকল কথা কহিল। তিনিও যথাসময়ে সব কথা স্বামীর গোচর করিলেন।
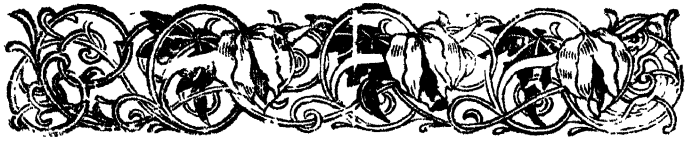
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
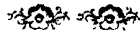
ঘোমটা টেনে দে।

পর দিবস প্রত্যুষে উদয়সিংহ অরুণার নিকট শিবিকা প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশ মত লাবণ্য ও আর একখানি শিবিকায় ফুলওয়ালীর গৃহে গেল। কিন্তু অরুণা আসিল না। শূন্য শিবিকা লইয়া বাহকেরা ফিরিয়া আসিল। অরুণা লাবণ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া কি বলিল। তারপর একখানি পত্রিকা লিখিয়া লাবণ্যের আঁচলে বাঁধিয়া দিল।

অপরাহ্ণে রাণা স্বয়ং অরুণার নিকট আসিলেন। অরুণা সসম্মানে তাঁহার পদবন্দনা করিয়া নতমুখে সলজ্জভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিল। উদয়সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অরুণার সেই অলৌকিক অতুলনীয় রূপরাশি অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতি পলকে, প্রতি মুহূর্ত্তে, অরুণার অনিন্দ্য সুন্দর মুখকান্তি তাঁহার নিকট নব নব চিত্তাকর্ষিণী-শক্তিশালিনী হইয়া তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। রমণীরত্ন-সারভূতা চঞ্চলাপাঙ্গী অরুণার বিদ্যুদ্দাম-বিজড়িত কটাক্ষবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া তিনি আত্মাদর ভুলিয়া গেলেন। কল্পনা-বলে নশ্বর মানবের লীলাভূমি এই ধরাধামে ত্রিদিবের নন্দনকানন সৃষ্টি

করিয়া লইলেন। জগচ্চাঞ্চল্য-বিধায়ী রমণীকটাক্ষের অন্তরালে কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি অন্তর্নিহিত! দেব, অসুর, যোগী, ঋষি, মানব;—সে শক্তি-সংস্পর্শে কার দর্প না চূর্ণ হইয়াছে?

রাণা বলিলেন, "অরুণা! আমার সহিত দেখা না হইলে তুমি রাজান্তঃপুরে যাইবে না।—এ কথার কারণ কি?"

অরু। আমি রাজভবনে যাইব বলিয়া আসি নাই।

রাণা। কি জন্য আসিয়াছ?

অরু। রাণীর আদেশে।

রা। সে আদেশ পালন করা হইয়াছে কি?

অ। করিতে আসিয়াছি।

রা। এখন আমার সহিত রাজগৃহে চল।

অ। আপনি ত আমাকে আসিতে বলেন নাই। যাহার আজ্ঞায় আসিয়াছি, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব।

রা। অরুণা! কেন সে কথা বলিয়া লজ্জা দিতেছ? আমি কি তোমাকে ভুলিতে পারিয়াছিলাম? ঘটনাচক্রে পড়িয়া এতদিন তোমাকে এখানে আনিতে পারি নাই।

অ। সেজন্য আমি আপনার দোষ দিতেছি না। আমারই অদৃষ্টের দোষ। এখন আমার প্রধান আশাটি পূর্ণ হইয়াছে।

রা। কি আশা?

অ। একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন। সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমার গৃহে ফিরিয়া যাইব।

রা। তোমার গৃহ? অরুণা! তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব। আমার এ রাজভবন কি তোমার গৃহ নয়?

অ। দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন। দাসীর প্রতি আপনার যেরূপ

অনুগ্রহ, তাহা জানি। কিন্তু আমি রাজভবনে যাইব না। মহারাণীর সহিতও দেখা কথিবার ইচ্ছা নাই।

রা। কেন এমন বলিতেছ?

অ। ভাবিয়া দেখুন, আপনি কে? আর এ দাসী কে? আমার পরিচয় ত আপনি জানেন।—আমি কলঙ্কিনী। আমি মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কি নির্ম্মল কুলের কলঙ্ক করিব? আমি রাজভবনে প্রবেশ করার অধিকারিণী নই। কেবল মহারাজের চরণ পাইবার অধিকারিণী। তদ্ভিন্ন অন্য কোন সৌভাগ্য চাই না। হৃদয়েশ্বর! দাসী যেন সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিতা না হয়। এখন অনুমতি দিন, আমি আবার প্রয়াগে ফিরিয়া যাই।

রাণা দেখিলেন, এই কথা বলিতে বলিতে অরুণার নয়নপ্রান্তে মুক্তাফলের ন্যায় একবিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিয়া তাহা সুকোমল গণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি মর্ম্মে ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "অরুণা! আজ বুঝিলাম, আমি স্বার্থান্ধ—নীচমনা পিশাচ। আর তুমি স্বর্গের দেবী,—নিঃস্বার্থ ভালবাসার জীবন্ত ছবি।"

অরুণা দ্রুতপদে আসিয়া রাণার পদধারণ করিয়া বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন? ক্ষমা করুন।"

রাণা বলিলেন, "অরুণা! তুমি প্রয়াগে যাইও না। তোমায় রাজভবনেও যাইতে হইবে না। আমি এই স্থানে তোমার জন্য পৃথক্ বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিতেছি। তুমি তাহাতে থাকিবে।" অরুণা তাহাতে সম্মত হইল।

ফুলওয়ালীর বোন্‌ঝি স্থানান্তরে খেলা করিতেছিল। ঠিক্ সেই সময় নাচিতে নাচিতে নিম্নের এই শ্লোকটি সুর করিয়া পড়িতে পড়িতে বালিকা অরুণার নিকট ছুটিয়া আসিল।

"চাঁদ উ'ঠেছে, ফুল ফু'টেছে,
কদমতলায় কে?
আমি তোদের কৃষ্ণ ঠাকুর,
ঘোম্‌টা টেনে দে।"

আহা! বালিকার চেহারা বড় সারল্যজড়িত। কণ্ঠস্বরও বড় মধুর। তাহার মুখে আধ-উচ্চারিত শ্লোকটি বড় চিত্তাকর্ষক হইল। বালিকা আব্‌দার করিয়া অরুণার কোলে উঠিতে চাহিল। অরুণা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। রাণা ক্ষণকাল মুগ্ধ-নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক হয় ত ভাবিতেছেন যে, আমরা বিজয়লালের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বিজয়লাল লাবণ্যের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিল, তার পর কি করিল, সে সন্ধান লওয়া হয় নাই। কিন্তু আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, লাবণ্য চতুরা,—রাজপুরীতে তাহার বিশেষ আধিপত্যও ছিল। সুতরাং তাহার বিজয়লাল অবশ্য বাহিরে দেউড়ীতে দ্বারবান্‌দিগের নিকট বসিয়া ছিল না। অবশ্যই রাজপুরীতে আদৃত হইয়া আশ্রয় পাইয়াছিল।

এদিকে রাণার আদেশে অনতিবিলম্বে অরুণার জন্য পৃথক্ বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল। অরুণা সেই বাটীতে থাকিত। তাহার নিকটে বিজয়-লাল স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া লাবণ্যের সহিত বাস করিতে লাগিল। রাণার অনুগ্রহে বিজয়লালের কোনপ্রকার অভাব ছিল না। তাহাতে আবার লাবণ্যও বিলক্ষণ চতুরা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মেঘের সৃষ্টি।

অমল-ধবল-সৌধমালা-শোভিত অমরাবতীতুল্য বিচিত্র দিল্লী নগরীতে মোগলকেশরী আকবর সাহের বিচিত্র দরবার। তাহার মধ্যস্থলে বিচিত্র মসনদে সমাসীন হইয়া বাদসাহ বাহাদুর উপযুক্ত সভাসদ্গণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। যেন নক্ষত্ররাজি-শোভিত পূর্ণ শশধর স্বকীয় কিরণজাল বিস্তারে দিগন্ত আলোকিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। বস্তুতঃ সম্রাট্ আকবর যেমন প্রতিভাশালী, সুপণ্ডিত, মহাবীর ও বিচক্ষণ পারিষদ-বৃন্দে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, কোনও মুসলমান নরপতির ভাগ্যে তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে নাই। সুবিজ্ঞ কবি আবুল ফজেল তাঁহার সভায় উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বিরাজ করিতেন। তিনি নিজেও বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, রণকুশল ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। সেই জন্যই ভীষণ সঙ্কটের সময় বহু বাধাবিপত্তি প্রশমিত করিয়া সমগ্র ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রত্নপ্রসূ ভারতভূমিতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে প্রবল পরাক্রান্ত রাজ-

পুত জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বশীভূত করা আবশ্যক। কার্যো ও তাহাই করিয়াছিলেন। এই সুফলপ্রদায়িনী রাজনীতির বলেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান রাজপুত-বংশীয় নরপতিগণ কেহ ভয়ে, কেহ স্বেচ্ছায়, তাঁহার সহিত কোনপ্রকার বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কেবল চিতোরাধিপতি রাণা উদয়সিংহ এই অনার্য্য সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না। তাই বাদসাহ বাহাদুরের রোষকষায়িত আক্রোশ-দৃষ্টি চিতোরের উপর পড়িয়াছিল।

সভাস্থল নিস্তব্ধ। তাহার মধ্যে মধ্যে এক এক জন শ্মশ্রু ও শ্বেত উষ্ণীষধারী ভীমকায় সশস্ত্র তুর্কী-প্রহরী চিত্রিতের ন্যায় নিঃস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই বিরাট সভাস্থলের শান্তি রক্ষা করিতেছে। সেনাপতি সমসের খাঁ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "সাহানশাহ! গোলামের প্রতি কি অনুমতি হয়? অধীন হুজুরের হুকুমমত নিকটে উপস্থিত।" আকবর বলিলেন, "সমসের! তোমার প্রতি আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। বিগত কয়েকটি ঘটনায় তুমি এবং কৃষ্ণমল্ল যেরূপ অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমাদিগকে বারংবার প্রশংসা করিতে হয়। সংপ্রতি কয়েকটি অশান্তির কারণ বিদ্য-মান। আমেদনগর বিজিত হইয়াও সম্পূর্ণ আয়ত্তীভূত হইতেছে না। রাঠোরদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধন আমার বাঞ্ছনীয়।"

সমসের খাঁ বলিল, "যে আজ্ঞা খোদাবন্দ! হুজুরের যেরূপ হুকুম হয়, তাহাই পালন করিব।" আকবর পুনরায় বলিলেন, "কপটাচারী পিতৃবৈরী মালদেব যেরূপ হৃদয়শূন্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।"

সেনাপতি মুনায়েম খাঁ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা!

অধীনের বে-আদবি মাপ করিবেন। হুজুর বোধ হয় চিতোরের কথাও ভুলিয়া যান নাই।” বাদসাহ বলিলেন, “সে কথা কি ভুলিবার? চিতোর যেরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়াছে, আমার প্রার্থিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়া অপ রণামদর্শী উদয়সিংহ আমায় যেরূপ অপমানিত করিয়াছে, সে কথা কখনই ভুলিতে পারিব না। যদি উজবেক সেনানীদল বিদ্রোহী হইয়া বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি না করিত, তবে এতদিনে তার প্রতীকার করিতাম।”

আকবরের কথা শেষ হইলে সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ আসফ্ খাঁ দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন. “সাহানশাহ! অধীনের কিছু বক্তব্য আছে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে, হুজুরের পরমবৈরী মালবের পদচ্যুত রাজা বাজ বাহাত্তরকে এবং কপটাচারী মারবারপতিকে চিতোরেশ্বর উদয়সিংহ নিজের রাজ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। কি অসীম সাহস। ইহা অপেক্ষা সাহানশাহের অপ্রীতিকর কার্য্য আর কি হইতে পারে?”

আকবর শুনিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রোধে তাঁহার অধরপল্লব কম্পিত হইতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল। প্রবল জিঘাংসাবৃত্তি নবীভাব ধারণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, “উদয়-সিংহের এতদূর দুঃসাহস! এত স্পর্দ্ধা! অচিরে উপযুক্ত প্রতিফল দিব।”

এই বলিয়া স্বহস্তে লেখনী গ্রহণ পূর্ব্বক বাদসাহ উদয়সিংহের নামে একখানি রোক্কা লিখিলেন। রোক্কা এক ব্যক্তির হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন, “সত্বর চিতোরে ইহা লইয়া যাও, উত্তর লইয়া আসিবে।”

আকবর ক্ষুব্ধচিত্তে সত্বর সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মেঘ ঘনীভুত হইল।
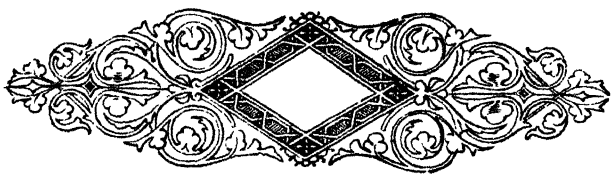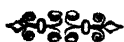
মোগলদূত রোক্কা লইয়া যথাসময়ে চিতোরের রাজসভায় আসিল। মিবারেশ্বর রাণা তখন সর্দ্দার, সামন্তগণ ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গে বেষ্টিত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। আকবর বাদসাহের লিখিত রোক্কা গ্রহণানন্তর পাঠ করিয়া অধোমুখে রহিলেন। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল। সভাস্থ সকলেই মহারাণার অবস্থা দেখিয়া কোন বিপদের আশঙ্কা করিল। সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। মহারাণা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "বাদসাহের লিখিত রোক্কাখানি অত্যন্ত ঘৃণা ও অপমান-সূচক। আমি ইহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতেছি।" এই বলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আপনার ব্যবহার পূর্ব্বাপর বিরক্তিজনক। আপনার সাহসও অপরিমিত। সম্প্রতি আপনি দিল্লীর সিংহাসনের অবমাননা করিয়া বাজ বাহাদুর ও মারবারপতিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। উহারা উভয়ে রাজদ্রোহী। অতএব আদেশ করা যাইতেছে যে, সত্বর ঐ দুই রাজদ্রোহী সহ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বকৃত ক্রটী স্বীকার করিবেন। নচেৎ চিতোরের চিহ্ন পর্য্যন্ত

রাখিব না।” পত্রিকা পড়িতে পড়িতে মন্দ-মারুত-বিকম্পিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় উদয়সিংহের করদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকাল সেই প্রকাণ্ড সভাস্থল নিস্তব্ধ রহিল। যেন অকস্মাৎ সেই বিরাট সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহাতে সভাস্থ প্রধান প্রধান রাজপুত বীরগণের মুখশ্রী গম্ভীর হইল। চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহিল।

একজন বৃদ্ধ চন্দাবৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহারাণার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, “মিবারেশ্বর! চিতোর সিংহাসনের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া বাদসাহের রোকার যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।” প্রধান সেনাপতি আসন ত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় কোষবদ্ধ অসিমূল স্পর্শ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কোন্ রাজপুত-কুলাধম কবে মৃত্যুকে ভয় করিয়াছে?” অমনি সেই রাজসভাস্থলে চতুর্দ্দিক্ হইতে শত শত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, “জয় মহারাণাকি।” প্রকাণ্ড সভাস্থল উচ্ছ্বাসিত সমুদ্রবৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

উদয়সিংহ প্রত্যুত্তর লিখিয়া পত্রিকাখানি মোগলদূতের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে লিখিত হইল, “বাদসাহ বোধ হয় জানেন, আমরা রাজপুত। শরণাগতকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করা ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ। আমরা নিজ সম্মান রক্ষা করিতে যুদ্ধে ভয় করি না।—জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।”

পত্রিকা যবনদূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, “বাদসাহকে বলিও, আমরা হিন্দু। লিখিত যে কোন বিষয়কে আমরা পবিত্র জ্ঞান করি। নচেৎ বাদসাহের এই হুকুমকে শতবার পদাঘাত করিতাম।”

যবনদূত পত্রিকা লইয়া চলিয়া গেল। উদয়সিংহ মন্ত্রিগণের সহিত অনেক কথার আলোচনা করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে সরোজসুন্দরী বড় কাতরা। দারুণ মর্ম্মপীড়ায়

তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মাণা থাকেন। চিন্তায় তাঁহার শরীর বলহীন, লাবণ্যহীন হইয়াছে। হৃদয়ে অবিরাম দুঃখের গুরুভার বহন করিতেছেন। তাঁহার দুঃখের প্রথম কারণ,—উদয়সিংহ এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে আদর করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করেন না। তিনি অরুণার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছেন যে, কয়েক দিনের মধ্যে একবারও দেখা দিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কারণ,—তিনি অনেক সময় শুনিতে পান যে, রাণা রাজকার্য্যে অনবহিত থাকিয়া অনেক কার্য্যের বিঘ্ন করেন। তৃতীয় কারণ,—তিনি গতরাত্রে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বড় ব্যাকুলা হইয়াছেন। কোন ক্রমে মনকে প্রবোধ দিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। রাণার সহিত একবার দেখা করার জন্য কত সংবাদ দিয়াছেন, কিন্তু রাণা আসিলেন না। তাঁহার প্রাণের কত কথা, কত দুঃখের কথা,—কিছুই শুনিলেন না। তিনি স্বপ্নের কথা চিন্তা করিয়া সমস্ত দিন বিষণ্ণ বদনে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন।

তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্বরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সরোজসুন্দরী শশব্যস্তে গলে বস্ত্র দিয়া করযোড়ে সেই দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—দেবী মলিনা, আলুলায়িতকেশা। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনি কে?" দেবী উত্তর করিলেন, "আমি চিতোরের রাজলক্ষ্মী। সরোজ! তোমাকে একটী কথা বলিয়া যাইব।" তিনি বলিলেন, "মা! আপনি চিতোর ছাড়িয়া যাইতেছেন কেন? চিতোরের উপায় কি মা? আপনি ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন বাপ্পারাওলের বংশধরগণ আপনার তৃপ্তিসাধন করিবে, ততদিন আপনি চিতোর ত্যাগ করিবেন না। তবে যাইতেছেন কেন?" দেবী অপ্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "চিতোরে আর সেরূপ বীর কেহ নাই, যে আমার জন্য আত্মবলি দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন

করিবে। আমার আর এখানে সুখশান্তি নাই। আমি চলিলাম।" সরোজ-সুন্দরী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন "কেন মা, আপনি চিতোরেরর অধিষ্ঠাত্রী; আপনি অচলা থাকিলে চিতোরের ভয় কি? আপনি যাইবেন না। এই দুর্দ্দিনে আপনি চিতোর ত্যাগ করিলে আর উপায় কি মা! শিশোদীয় কুলের রাজগণকে প্রধান প্রধান সঙ্কটে রক্ষা করিয়া আজ পরিত্যাগ করিবেন্ কেন? যখন দুরন্ত আলাউদ্দীন চিতোর ধ্বংসপ্রায় করিয়াছিল, তখন আপনি দ্বাদশজন রাজকুমারের আত্মবলির ব্যবস্থা করিয়া চিতোর রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন মহাপুরুষ দেবলরাজ আপনার সন্তোষ বিধানার্থ আত্মদেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখনও চিতোর রক্ষা করিয়াছেন। আজ এই বিষম সঙ্কটে চিতোর ত্যাগ করিলে চিতোরের উপায় কি হইবে? পায়ে ধরি, এবার এই দাসীকে গ্রহণ করিয়া প্রসন্না হউন। কোনমতে চিতোর ত্যাগ করিতে দিব না। তবুও যদি যাইতে চাহেন, তবে চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।" এই বলিয়া সরোজসুন্দরী কাঁদিয়া আকুলা হইলেন। দেবী যেন সদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "সরোজ! মা আমার, আমি সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। তুমি যাইতে পারিবে না। তোমার এই গর্ভে যে সন্তান রহিয়াছে, তাহা হইতে পুনরায় এই শিশোদীয় কুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে। আমি চলিলাম। যখন চিতোরের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে, তখন শোকে মুগ্ধ হইয়া জহরব্রত পালন করিও না। তোমার ভয় নাই, আমিই তোমাকে রক্ষা করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই দেবীমূর্ত্তি সহসা অদৃশ্যা হইলেন।

জাগরিত হইয়া সরোজসুন্দরীর ভয়ে শরীর কাঁপিতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সেই অবধি সমস্ত দিন চক্ষুর জল নিবৃত্তি হইল না। আরও দুঃখ যে, এ সময় একবার রাণার সহিত দেখা করিতে পারিলেন না।
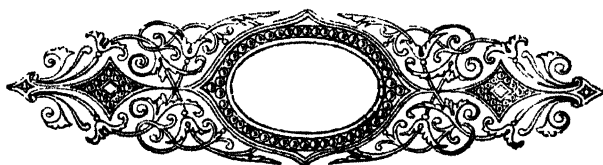
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাণনাথ হইও তুমি।

অরুণা যে বাড়ীতে বাস করিত, সে বাড়ীখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর সজ্জিত। বিবিধ বর্ণের উজ্জ্বল চিত্রসমূহে সুরঞ্জিত। বিবিধ-কারুকার্য্য-খচিত অমল-ধবল স্তম্ভগুলিতে মণিমুক্তাময় সুবর্ণ-জরিদার ঝালর বিজড়িত। সর্ব্বত্র শোভার সীমা নাই, বৈভবেরও ইয়ত্তা নাই। বাহিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে অতি সুদৃশ্য, বহুযত্নে পালিত পুষ্পোদ্যান। তন্মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। ফটকের পার্শ্বেও ঐরূপ কতকগুলি পরী, নারী ও পশুমূর্ত্তি। সেই সুদৃশ্য ফটকদ্বার কয়েকজন ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা পরিরক্ষিত। ফটকের উপরিভাগে সর্ব্বোচ্চে বড় বড় হিন্দী অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—'ফুলবাড়ী''। সকলে ঐ বাড়ীকে ফুলবাড়ী বলিত।

সেই সুন্দর বাটীখানির দ্বিতলোপরি একটি প্রকোষ্ঠে অরুণার শয়নগৃহ। সে গৃহ আরও সুন্দর। বোধ হয়, রাজপুরীর মধ্যে কোন গৃহই এমন সুন্দর নহে। গৃহের বাতায়নগুলি উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই মুক্তবাতায়ন-পথে সুগন্ধিকুসুমসৌরভবাহী মন্দ-মলয়ানিল প্রবিষ্ট হইয়া উপরিস্থ বিচিত্র চন্দ্রাতপের মুক্তার ঝালর মন্দ মন্দ দোলাইতেছে। তখন রাত্রি চারি দণ্ডের অধিক হয় নাই। বিমল শশধর বিমল জ্যোৎস্নারাশি বর্ষণ করিয়া সেই

সুধাধবলিত অট্টালিকাশ্রেণী, সেই কুসুমোদ্যান বিধৌত করিতেছেন। অরুণা একখানি বিচিত্র পর্য্যঙ্কের উপর একবার শুইয়া পড়িতেছে, একবার সমীপস্থ কিঙ্খাবের বালিশের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কপোলে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কি ভাবিতেছে। গৃহখানি সুন্দর আলোকিত। যখন মন্দ-মারুত আসিয়া চুপে চুপে অরুণার বিচ্ছিন্ন অলকদাম লইয়া খেলা করিতেছে, তখন প্রদীপ্ত আলোকরশ্মি যেন সেই অলকাবলিতে সোণা ঢালিয়া দিতেছে। আ'জ অরুণা বড় অস্থিরা। একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তিনি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর হইতে পারেন, তাহা আগে জানতাম না। তাঁরই বা কি দোষ দিব? এখন তাঁর অন্তঃপুরে আর তিন স্ত্রী। সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিবেন, আমি এত কি সৌভাগ্য করিয়াছি!"

অরুণা উঠিয়া একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পত্রখানি কৃষ্ণলালের লিখিত। তাহাতে লেখা ছিল, "প্রাণাধিকা অরুণা! তোমার পত্রিকা পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাক। আমি ভাল আছি। বাদসাহ সাহেব আমাকে বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন। তিনি আমাকে উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আমি বেশ সুখে আছি। অরুণা! আর একটি কথা লিখিতেছি। আমার যে সমস্ত ধনরত্নাদি ও সৈন্যগণ আছে, একমাত্র কন্যা বলিয়া তুমিই তাহাদের উত্তরাধিকারিণী। অতএব সে সমস্তই তোমার হইল।"

পত্র পড়িয়া অরুণা একটু ভাবিল। তারপর আবার চকিতা কুরঙ্গিণীর মত বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আবার শয্যায় আসিয়া বসিয়া বলিল, "নারীর প্রাণ যেমন, পুরুষের তেমন নয় কেন? পুরুষ আর নারী কি এক বিধাতা গড়েন নাই?"

অরুণা বীণা বাজাইতে জানিত। তাহার কণ্ঠস্বরও বড় মধুর ছিল। সে বীণা লইয়া পঞ্চমে সুর মিলাইয়া গান ধরিল। অরুণা গাইল ;—

বধু, তোমার লাগিয়া ঝুরিয়া মরিনু,
কারে বা এ দুখ কব।
বিরহ-যাতনা দারুণ বেদনা
কতবা পরাণে সব॥
(আমি) কামনা করিয়া সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দনন্দন,
তোমারে করিব রাধা॥
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবে
সহজে কুলের বালা।
কহে চণ্ডীদাস, তখনি জানিবে
পীরিতি কেমন জ্বালা॥

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের অমৃতবর্ষী সঙ্গীত অরুণার সুকণ্ঠে বীণাধ্বনি-সম্মিলনে গীত হইয়া গৃহমধ্যে সুরের মাত্রায় মাত্রায় মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। গান শেষ করিয়া অরুণা উদাস নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আবার বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গাইতে লাগিল ;—

"পাষাণ হইয়া কেনবা দিতেছ
দারুণ বেদনা প্রাণে।"

এই সময় উদয়সিংহ অরুণার অলক্ষিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গান শুনিলেন। অরুণা চক্ষু ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিয়া গান ভুলিল। রাণা বলিলেন, "অরুণা! কে এমন নিষ্ঠুর যে, তোমার প্রাণে বেদনা দেয়?"

অরুণা লজ্জা পাইয়া অধোমুখী হইল। উঠিয়া দাড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দাসীর পক্ষে আপনার অদর্শন এক তিলে এক যুগ বোধ হয়। আপনার কি আমার কথা মনে থাকে?"

উদ। অরুণা! কেমন করিয়া তোমাকে সে কথা বুঝাইব? তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি। আমি যখন যেখানে থাকি, সর্ব্বদা তোমাকেই মনে ভাবি। তুমি আমার মানসী প্রতিমা, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না?

অরু। দাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা।

উদ। তোমার অদর্শন আমার নিকট কি ভয়ানক অসহ্য, তাহা কিরূপে বুঝাইব? আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি। আমি অন্তঃপুরে রাণীদিগের নিকট অপরাধী। রাজকার্য্যেও সকল সময় মন নিবিষ্ট করিতে পারি না। জানি না অরুণা, কি উপাদানে তোমার মুখখানি গড়া।

অরু। পায়ে ধরি প্রাণেশ্বর, পাপিনী দাসীর নিকট ওরূপ কথা বলিবেন না। আজ আপনাকে একখানি পত্র দেখাইব বলিয়া ব্যস্ত হইয়াছি।

উদ। কাহার পত্র?

অরু। বাবা লিখিয়াছেন।

এই বলিয়া অরুণা পত্রিকা বাহির করিয়া রাণাকে পড়িয়া শুনাইল। রাণা বলিলেন, "তোমার পত্রিকা শুনিয়া সুখী হইলাম।" অরুণা আবার

বলিল, "একটি কথা আপনাকে বলিব বলিয়া অনেক সময় মনে ভাবি, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পাছে আপনি শুনিয়া অসন্তুষ্ট হন।"

উদ। এমন কি কথা অরুণা ?

অরু। দাসীর উপর রাগ করিবেন না। আমি শুনিয়াছি, আপনি রাজকার্য্যে মনোযোগ করিতেছেন না, তাহাতে অনেক বিঘ্ন হইতেছে। অন্তঃপুরেও দিদিদিগের সহিত প্রায় দেখা করেন না। এই কি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য ?

উদ। তোমার জন্য আমি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারি না। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

অরু। ছিঃ মহারাজ! কি বলিতেছেন? আমি সামান্য দাসী মাত্র, আর আপনি মিবারের রাণা। এই কি আপনার উপযুক্ত কার্য্য? রাজ্যরক্ষা কিরূপে হইবে?

উদ। তোমার নিকট আমার রাজ্য কোন্ ছার।

অরু। পায়ে ধরি, ওরূপ কথা বলিবেন না। আপনি দিনান্তে একবার দাসীকে শ্রীচরণ দর্শন দিবেন, দাসী তাহা ভিন্ন আর কিছু চায় না। আপনার অদর্শনে যত দুঃখ সহিতে হয়, তাহা আমি সহিব। আপনি এ পাপিনীর জন্য কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিবেন না। যদি দাসীর কথা না শুনেন, তবে আর আমার সহিত দেখা হইবে না।

উদ। তুমি কোথায় যাইবে?

অরু। বিষ খাইয়া মরিব।

রাণা অরুণাকে ভুলাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া অন্য কথা তুলিলেন। বলিলেন, "আ'জ তুমি আমাকে একটি সুসংবাদ দিয়াছ, আমিও তোমাকে একটি দুঃসংবাদ দিব।"

অরু। সে কি মহারাজ ?

উদ। বোধ হয় আকবর বাদসাহের সহিত সত্বর যুদ্ধ বাধিবে।

অরু। সে ত ভালই। আপনি রাজপুত। যুদ্ধে ভয় কি ? এ আবার দুঃসংবাদই বা কি ?

উদ। যদি যুদ্ধে পরাজিত হই ?

অরু। পরাজিত হওয়া অবশ্য কষ্টের বিষয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করা মিবারের রাণার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

উদ। অরুণা ! তুমি যথার্থই বীর-রমণী। তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

অরুণা শয্যার উপর বসিল। রাণা বলিলেন, "অরুণা ! তোমার সেই গানটি একবার গাও।"

অরু। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আপনার কষ্ট হইবে, এখন বিশ্রাম করুন।

উদ। তাহা হইবে না। তোমায় সেই গানটি একবার গাইতেই হইবে।

অরু। কোন্ গানটি ?

উদ। সেই চণ্ডীদাসের যে গানটি কা'ল রাত্রে গাইয়াছলে। অরুণা পুনরায় বীণা লইয়া তাহাতে মধুর ঝঙ্কার তুলিল। আবার কলকণ্ঠে ললিত-পঞ্চমে মধুবর্ষণ করিয়া গাইল ;—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
বহুপুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি।

কি জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঁইসে পরাণে মরি ॥
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক বলিয়া মানি ॥
কলঙ্কিনী রাই, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

অরুণার গান ফুরাইল। কিন্তু উদয়সিংহের হৃদয়তন্ত্রীতে যেন সে সুমধুর স্বরলহরী বাজিয়া মধুর ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল। সে শতবীণানিন্দী সুকণ্ঠের প্রতিধ্বনি হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। গানটি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে মাখিয়া গেল।

অরুণা বলিল, "অসুখ করিবে, এখন শয়ন করুন।" উদয়সিংহ অরুণার সুকণ্ঠনিঃসৃত গানটি ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে দেখিলেন যেন অরুণা গাইতেছে,—

"মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লাবণ্য কি সুখী ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অরুণার বাটীর সন্নিকটে পৃথক্ বাটীতে লাবণ্য স্বামীর সহিত বাস করিত। সে মহারাণীর প্রিয়পাত্রী, এদিকে বিজয়লালের জন্য অরুণারও বড় আদরের। রাণার অনুগ্রহে তাহার সংসারে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার কিছুই অভাব ছিল না। লাবণ্য এখন সে লাবণ্য নাই। রাজান্তঃপুরচারিণী, সতত-হাস্যময়ী লাবণ্য এখন গৃহধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত। প্রত্যহ সরোজসুন্দরীর সহিত দেখা করিতেও পারে না; তিনি মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিয়া তাহাকে রাজপুরে লইয়া আসেন, কিন্তু লাবণ্য বেশী ক্ষণ থাকিতে পারে না। সংসারের কাজের আপত্তি করিয়া চলিয়া যায়। লাবণ্য সংসার লইয়াই সুখী।

লাবণ্য কি যথার্থই সুখী? সাংসারিক সুখের উপকরণ সমস্তই তাহার ছিল। কিন্তু একটি বস্তু সংসারে বড় দরকারী;—দাম্পত্যপ্রণয়। তাহা তাহার ছিল কি? এ বিষয়ে আমাদের বড় সন্দেহ। আমরা দেখিয়াছি, বিজয়লাল ও লাবণ্য পরস্পর বিভিন্ন-প্রকৃতিবিশিষ্ট। একটি মাধবীলতা,

আর একজন বিন্ধ্যগিরি। একটি হাস্তময়ী ফুল্ল-যুথিকা, আর একখানা জলভরা কালমেঘ।—একটি প্রদীপ, আর একখানা বড় পাতর। মিলে কি? কিন্তু সেই যে পোড়া ঠাকুরটি, যাঁর সকল সময় নাম করিতে নাই;—যাঁর অঙ্গ নাই, কিন্তু বাণ বড় তীক্ষ্ণ। তাঁর অনুগ্রহে কি হয় বলা যায় না। আমরা জানি, তাঁর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়,—পাষাণ গলে,—পাহাড় ভাঙ্গে।

লাবণ্য একটু মুখরা ছিল। নিষ্কর্ম্মা স্বামীর হাতে পড়িয়া সে দোষটা আরও একটু বাড়িয়া গিয়াছিল। সে এক এক দিন স্বামীকে বড় শাসন করিত। মারিয়া নয়,—বকিয়া। কিন্তু তবুও সে স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে জানিত,—ভালও বাসিত। বিজয়লাল ভাবিতেন যে, সংসারী হইয়া তিনি কি বিষম যন্ত্রণায় পড়িয়াছেন। কিন্তু কোন দিন মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিতেন না।

একদিন লাবণ্য বিজয়লালকে বলিল, "তুমি একলাটি রা'ত দিন ঘরের ভিতর বসিয়া থাক, একবার কোন স্থানে কি বে'রুতে নাই?"

বিজ। কোথায় যাইব?

লাব। কেন, পাড়ায় এত লোকের বাড়া আছে। দশজনের সহিত মিশিলেও লোক একটু চালাক চতুর হয়।

বিজ। তাহাদের সহিত আমি মিশিতে পারি না।

লা। কেন, তাহারা কি মানুষ নয়?

বিজ। সকলেই মানুষ। কিন্তু আমি জানি, পাড়াগাঁয়ে এক একটি আল্‌সেখানা থাকে, সেখানে যত গুড়ুক্‌খোর জুটিয়া লাখপঞ্চাশী গল্প করে। আমাকে কি তাহাদের দলে মিশিতে বল?

লা। তবে তুমি কাহাদের দলে মিশিতে চাও?

বিজ। কাহারও সঙ্গে নয়। এ জগতে কেহ কাহারও সঙ্গী নয়।

এখানে একাই আসা, একাই যাইতে হইবে। স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় একা ভেসে বেড়াচ্ছি।

লা। তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন ?

বিজ। তুমিও একখানা তৃণখণ্ড। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ঘটনাচক্রে দু'জনে মিলিয়াছি। আবার সেই কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তসাগরের গিয়া মিশিয়া যাইব। হয় ত সেই স্রোতোবেগে আমরা আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ভাবে স্বস্ব গন্তব্য-পথে চলিয়া যাইতে পারি।

লা। ঐ ত তোমার দোষ। তোমার সব ভাল, কেবল ঐ রকম কথাগুলি বল, এই আমার দুঃখ।

বিজ। দোষ বইকি! দোষ শূন্য জগতে কি আছে? একমাত্র পরমব্রহ্ম ভগবান্ ভিন্ন আর দোষপরিশূন্য কোন পদার্থ জগতে নাই। আমিও দোষী, তুমিও দোষী

এইবার লাবণ্য বড় উল্টা বুঝিল। ছল পাইয়া মুখ ভার করিয়া একটু রাগ-মিশ্রিত কথায় বলিল, "কি! আমি দোষী? কবে দে'খ্‌লে আমি দোষ করি? আমার তুমি বই আর কেহ নাই। আমি কিসে দোষী হইলাম?" এই বলিয়া লাবণ্য পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। বিজয়লাল বলিলেন, "না লাবণ্য! দোষ তোমার নয়,—আমারই সব।"

লাবণ্য সে কথায়ও সন্তুষ্ট হইল না। সে স্বামীর দোষ শুনিতে ভাল বাসে না। তবুও একটু সোহাগের কথা শুনিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "দোষ কি তা' নয়; তবে তুমি কিছুই কর না, এইজন্য আমি এত বলি। তুমি কাজ কর্ম্ম ক'রে টাকা উপায় ক'র্‌তে পার, সে চেষ্টা কর না। আচ্ছা; যদি রাণী আমাদিগকে এমন ব'সে খেতে না দেন, তবে তোমার উপায় কি হবে?"

বিজ। ভগবান্ আহারদাতা।

লা। তিনি কি মুখে তু'লে দিয়া থাকেন, না উপায় করিয়া খাইতে হয়?

বিজ। গীতায় আছে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

"যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥"

একে লাবণ্য চটা, তার উপর আবার শ্লোক আওড়াইতে শুনিয়া হাড়ে চটিল। বলিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এখন তোমার শ্লোক রাখ কেবল মুখই সর্ব্বস্ব। আমার যেমন ভাগ্যি।" এই বলিয়া লাবণ্য সে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; বিজয়লাল বলিল, "রাগ করিও না। আচ্ছা, আমি একবার বাহিরে বেড়াইতে যাইব।" লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, যাও না। দিবারাত্রি বসিয়া এত ভাবিতে নাই।" বিজয়লাল উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

তবে কি লাবণ্য সুখী? এমন নীরস নিষ্কর্ম্মা স্বামীর হাতে প্রাণ সঁপিয়া কি রসিকা, বিলাসিনী, সরলা, তরলা যুবতী সুখী হইতে পারে? জানি না; সে কথা লাবণ্য বলিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, লাবণ্য যখন বিজয়-লালের সম্মুখে বসিয়া, তাহার কুসুম সুকুমার অঙ্গরাগ আরও পরিমার্জ্জিত করিয়া, সুন্দর অলঙ্কারে সাজিয়া, আরও লাবণ্যময়ী—প্রেমময়ী – সুধাময়ী —ভাবময়ী হয়, তারপর সুন্দর ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে একটি টিপ্ কাটিয়া, শিথিলতা হেতু কবরীবন্ধন মুক্ত করিয়া, কালভুজঙ্গনিন্দী ভ্রমরকৃষ্ণ বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত ও দোলায়িত করিয়া পুনরায় কবরী বন্ধন করে, তখন বিজয়লাল একখানি কুশাসন পাতিয়া গীতা খুলিয়া পাঠ করিতে বসেন। লাবণ্য যখন সাংসারিক অথবা বিলাসের কোন বস্তু প্রার্থনা করে, বিজয়-

লাল বৈশেষিক দর্শনের শ্লোকের মীমাংসা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। তবে কি লাবণ্য সুখী? সংসার-সুখ-বিমুগ্ধা লাবণ্য কি সংসারে এমন স্বামী লইয়া সুখী?

আর একদিনের কথা বলিতেছি। সে আ'জ তিনদিনের কথা। লাবণ্য বড় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিল, "আ'জ ঘরে তৈল নাই।" বিজয়লাল গীতায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, অন্যমনস্কতা হেতু উত্তর করিলেন, "তৈল না থাকিলে নিবিয়া যাইবে।" লাবণ্য রাগ করিয়া বলিল, "কি ছাই উত্তর!" তখন বিজয়লাল একটু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে, লাবণ্য? কি বলিতেছ?"

লাব। ব'ল্‌ছি মাথা আর মুণ্ডু!—তেল নাই!

বিজ। তারপর?

লা। খাওয়া হবে না।

বিজ। খাওয়া না হ'লে?

লা। মরিতে হইবে।

বিজ। তা'তেই বা ভয় কি?

লা। ইঃ, ম'র্‌তে ভয় কার না আছে?

বিজ। সকলের কি মরার ভয় থাকে?

লা। সকলের কথা কে জানে? আমার ত আছে।

বিজ। তোমার আছে,—তুমি কে?

লা। আমি লাবণ্য।

বিজ। তুমি কোথা হ'তে আ'স্‌ছ?

লা এখন বাড়ীর ভিতর থেকে।

বিজ। সে কথা নয়। তুমি মনে কর, এই পৃথিবীতে বুঝি তুমি নূতন এসেছ; কিন্তু তা নয়।

লা। আমি মনে কিছু করি না। মনেও যা করি, বাহিরেও তাই করি। আমার মনে এক, বাহিরে আর এক রকম নাই।

বিজ। সে কথা ব'লছি না। তুমি "আমি" ব'লতে কি বুঝ?

লা। আমি আমি, আর কি বুঝ্‌ব?

বিজ। যাহা বলি শুন। "আমি" ব'লতে এই শরীরটা বুঝায় না, আত্মাকে বুঝায়? আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মা অবিনশ্বর,—শরীর ক্ষণবিধ্বংসী। রোগ, শোক, জরাদিতে শরীরের কষ্ট হয় বটে; কিন্তু আত্মার তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আত্মা এই শরীর ধারণের পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। আত্মা অনন্ত-শক্তিশালী অজর-অমর ভগবানের অংশবিকাশ মাত্র। যেখানকার আত্মা, সেই পরমাত্ম-রূপী অনন্তে তাহাকে মিশাইয়া দেওয়াই মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য। সাধুগণ এই পন্থাকে যোগ বলিয়া থাকেন। আবার দেখ, যদি তোমার দুইখানি পা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তুমি এক পাও চলিতে পারিবে না; কিন্তু তোমার আত্মা তখন এক মুহূর্ত্তে সহস্র-যোজন-পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে। তবে "আমি" বলিতে তোমার এই নশ্বর দেহ না বুঝিয়া আত্মাকেই বুঝিতে হইবে। সেই আত্মাকে এই দেহরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শুধু আবদ্ধ নয়, তাহার কতকগুলি কার্য্যকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ছোট দুইটি চক্ষু দ্বারা যতদূর দেখা যায়, তাহাই দেখিতে দেওয়া হইয়াছে।—ক্ষুদ্র দুইখানি পদ দ্বারা যতদূর চলা যায়, ততদূর চলিতে দেওয়া হইয়াছে।—সামান্য একটু মস্তিষ্ক দ্বারা যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই ভাবিতে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সমস্তই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এখন বল দেখি, আবদ্ধ থাকা ভাল, না মুক্ত অবস্থা ভাল? পক্ষীর যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ থাকা অপেক্ষা মুক্ত অবস্থা সুখের, সেইরূপ মুক্ত অবস্থায় থাকিতে কে না চায়? বন্দী

থাকা অপেক্ষা স্বাধীন থাকা কার না প্রার্থনীয়? তবে মরিতে এত ভয় কেন?

লাবণ্য এত কথার কিছুই বুঝিল না। সে বলিল, "আমার এখন এত সব কথা শুনিবার সময় নাই। অনেক কাজ আছে।" এই বলিয়া চলিয়া আসিয়া অগত্যা দাসীকে দিয়া তৈল আনাইবার বন্দোবস্ত নিজেই করিয়া লইল।

বিজয়লাল বাহিরে আসিয়া ভাবিলেন, লাবণ্যের কথাক্রমে একবার বাহিরে বেড়াইয়া আসিব। তিনি ক্রমে রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, বহুলোক রাস্তায় ছুটিতেছে। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। আবার দেখিলেন, অনেকগুলি গো-শকট অপরিমিত বোঝাই লইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতেছে। তাহাদের বলদগুলি অতিকষ্টে দারুণ বোঝা টানিতেছে। বিজয়লাল তাহাদের নিকটে গিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া বলিলেন, "হে শকটমালাবাহী বলদ-কুলতিলকগণ! পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় তোমরা লাবণ্যের স্বামী ছিলে।—নতুবা এত দুর্ব্বহ বোঝা বইতে হইতেছে কেন? যাহা হউক, বৃষভরাজগণ! তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; কেননা, আমরা সমধর্ম্মাবলম্বী।"

বিজয়লাল প্রশস্ত রাজপথে অনেক দূর বেড়াইলেন। কোন স্থানে এমন কোন বস্তু দেখিলেন না, যাহাতে তাঁহার মন পরিতৃপ্ত বা শান্ত হয়। পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মেঘ চিতোরের আকাশ ছাকিল।

দূত প্রত্যুত্তর লইয়া আকবরের নিকট ফিরিয়া আসিল। উদয়সিংহের তেজস্বিতাপূর্ণ পত্রিকা পাঠ করিয়া বাদসাহ ক্রোধান্ধ হইলেন। অবিলম্বে চিতোর আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন একে বাদসাহ্ চিতোর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিতেছিলেন, তার উপর উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হওয়ায় আকবর সাহ বিভিন্ন দলে সুদক্ষ সেনাপতি-গণের কর্ত্তৃত্বে একেবারে বহুসংখ্যক পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি সৈন্য সহ চিতোরের উপর পতিত হইয়া উদয়সিংহের রাজ্যধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই বিপুল বাহিনী সহ চিতোরের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া চিতোরনগর অবরোধ করিলেন। বাদসাহের শিবিরে, বাদসাহের সৈন্যে বহুদূর ছাইয়া ফেলিল।

আকবর সাহের বিপুল আয়োজন ও অগণ্য সেনারাশির কথা শুনিয়া উদয়সিংহ ভীত হইলেন। তিনি উপস্থিত বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইলেন। মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান

রাজপুত বীরগণ সমবেত হইয়া রাণাকে নানা প্রকার উৎসাহবাক্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জীবন চিতোরের জন্য উৎসর্গ করিবেন, এইরূপ সাহস দিয়া যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধে নানা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু ভীত, উন্মনস্ক রাণার কর্ণে কিছুই স্থান পাইল না। এই বিষম সঙ্কটের সময় চিতোর উদ্ধারার্থে কোন উদ্যোগই করা হইল না। যে চিতোর বীরভূমি বলিয়া বহুকাল প্রথিত ছিল, যে চিতোর বীরকীর্ত্তিতে সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করত আর্য্যকুলশেখর রাজচক্রবর্ত্তি-গণের লীলাভূমি বলিয়া বিদিত ছিল, সেই চিতোর শত্রু কর্ত্তৃক ধ্বংস হইতে চলিল। তাহার উদ্ধারার্থে কোন চেষ্টাই অবলম্বিত হইল না।

কেন? চিতোরে কি বীর নাই? বীরভূমি চিতোর কি তখন বীর-শূন্য হইয়াছিল? তাহা নহে। চিতোরের ভূমি চিরদিনই বীরপ্রসূ। তখনও চিতোরে বীর ছিল, সাহস ছিল, উদ্যম ছিল, আত্মবলিদানেচ্ছু রাজ-পুত ছিল, শিরায় শিরায় আর্য্যশোণিত বহিত; কিন্তু দৈব প্রতিকূল। যিনি সকলের পরিচালক, যাঁহার হস্তে চিতোরের ভাগ্যলক্ষ্মী সমর্পিত, তাঁহার বলবীর্য্য নাই,—সাহস নাই,—উৎসাহ নাই। তবে এ দুর্দ্দিনে কে চিতোর রক্ষা করিবে?

রাণার নিকট সামন্তগণের উৎসাহবাক্য ও মন্ত্রিগণের পরামর্শ ভাল বোধ হইল না। তিনি সে সংসর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহারাও ভবি-ষ্যৎ ভাবিয়া প্রমাদ গণিলেন।

রাণা অনেকদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। আ'জ এই বিপদের সময় অগ্রেই সরোজসুন্দরীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, মহারাণীর পূর্ব্বের ন্যায় সে প্রফুল্ল মুখ নাই। তাঁহার নবনীত-কোমল অনিন্দ্য দেহ শীর্ণ হইয়াছে। সে চম্পক-কুসুমতুল্য রূপরাশি বিবর্ণ হইয়াছে। শিশির-মথিতা কমলিনীর ন্যায় মলিনা হইয়া রাজমহিষী নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন

করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় জলভারে পীড়িত হইয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে।

উদয়সিংহকে দেখিয়া তিনি আরও কাঁদিতে লাগিলেন। রাণা বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" সরোজসুন্দরী চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন, "দাসী কিসে এত অপরাধিনী? যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করুন।"

রাণা বলিলেন, "তোমার দোষ কি? আমিই বরং অপরাধী।" রাজ-মহিষী লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "দাসীর নিকট এরূপ কথা কেন? নারীর পতিই দেবতা। সেই পতিপদসেবায় বঞ্চিতা হইয়া জীবন ধারণে সুখ কি?"

উদয়সিংহ ইহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি কোন স্থানে শান্তি না পাইয়া অন্তঃপুরে আসিয়াছেন, রাজমহিষীকে দর্শন দিতে আসেন নাই।

রাণা বলিলেন, "সরোজ! চিতোরের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতিকূল।" সরোজসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আকবর বাদসাহের সহিত যুদ্ধের কিরূপ আয়োজন করিতেছেন?"

রাণা। কি করিব? বাদসাহ যেরূপে চিতোর অবরোধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

সরো। কিসে অসম্ভব?

রাণা। প্রবল স্রোতের সম্মুখে সামান্য বালির বাঁধ কতক্ষণ থাকিতে পারে?

সরো। তবে কি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন?

রাণা। যখন অন্য উপায় নাই, তখন তাহা বই আর কি করিব?

সরো। ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিয়াছেন কি?

রাণা। পরিণাম চিতোর-ধ্বংস।

সরো। আপনি কিছুই করিবেন না ?

রাণা। আমার সহস্র চেষ্টাতেও কোন ফল হইবে না। তোমাদিগকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছি। তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সরো। আপনি কি বলিতেছেন ? এই কি মিবারের রাণার উপযুক্ত কথা হইল ? আপনি রাজপুত। রাজপুতের মুখে কি এইরূপ কথা শোভা পায় ? আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। তাঁহারা যে কুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, আপনি কি সেই পবিত্র কুলের কলঙ্ক করিতে চাহেন ? শত্রুদলে পুরী বেষ্টন করিয়াছে, এ সময় আপনি দ্বিগুণ সাহসের সহিত চিতোরের বীরগণকে, সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন ; তাহা না করিয়া আপনি অনায়াসে বলিলেন যে, চিতোর ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবেন !—ধিক্ ! প্রাণেশ্বর ! আপনি দেবতা, মুখরা বলিয়া দাসীর অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি যুদ্ধে যাইয়া যদি শত্রুসৈন্য বিনষ্ট করিতে করিতে অবশেষে বিপক্ষ-হস্তে রাজপুতজাতির বাঞ্ছনীয় স্বর্গধামে গমন করেন, তবে অনায়াসে প্রফুল্লমুখে সগৌরবে জহর-ব্রত পালন করিয়া আপনার সঙ্গিনী হইব ; কিন্তু আপনি তস্করের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, পলায়ন করিলে কদাচ আপনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া এ পাপ জীবন রক্ষা করিব না।

রাণা। তুমি বুদ্ধিমতী হইলেও তোমার বুদ্ধি রমণী-বুদ্ধি। তোমার উপদেশ গ্রহণ করা মিবারের রাণার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বোধ করি না। আমি জানি, অসম্ভব কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নির্ব্বুদ্ধিতা বই আর কিছুই নয়।

সরো। পায়ে ধরি মহারাজ, দাসীর কথা শুনিতেই হইবে। আপনি এই সমস্ত রাজপুতবীর লইয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ করুন। মা বিপদ্-হারিণী চতুর্ভুজা দেবী আমাদিগের মঙ্গল করিবেন।

উদয়সিংহ মহিষীর এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ফুলবাড়ীতে অরুণার নিকট গেলেন। অরুণা অসময় সহসা রাণাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইল। রাণা আসন গ্রহণ করিলে অরুণা বলিল, "শত্রুসৈন্যে দেশ ছাইয়াছে। যুদ্ধের কি উদ্যোগ করিয়াছেন ?"

রাণা। অরুণা! তুমিও কি ক্ষেপিয়াছ ? বাদসাহের সহিত একাকী যুদ্ধ করা কি সম্ভব ?

অরু। কেন, চিতোরে কি বীর নাই ?

রাণা। প্রবল বহ্নির সম্মুখে তৃণ-গুচ্ছ কি করিবে ?

অরু। তবে কি হইবে ?

রাণা। চিতোর ধ্বংস হইবেই। কোনরূপে পলায়ন করিয়া আমাদিগের আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

অরু। কি !—আপনার মুখে এই কথা শুনিবার পূর্ব্বে কেন বজ্রাঘাতে এ দাসীর মৃত্যু হইল না। বাপ্পারাওলের বংশধর মিবারের রাণার মুখে কি এই কথা সাজে ? আমি আপনার মুখে এরূপ কথা শুনিতে চাই না, এমন ঘৃণাজনক দৃশ্য চ'কে দেখিতেও চাই না।

রাণা। তুমি কি দেখিতে চাও ?

অরু। আমি দেখিতে চাই, আমার স্বামী সগৌরবে বিপক্ষসেনা-সাগরে ঝাঁপ দিয়া শত্রুসৈন্য ধ্বংস ও রণজয় করিয়া চিতোর সিংহাসনের পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

রাণা। যদি তাহা অসম্ভব হয় ?

অরু। তবে দেখিতে চাই, আমার স্বামী বিপক্ষদল দলিত করিতে করিতে রাজপুতবীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়া গৌরবময় জীবনের অবসান করিয়া অক্ষয় স্বর্গধামে অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

রাণা। আর তুমি ?

অরু। আমিও অসিচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামীর সহিত রণক্ষেত্রে গিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে করিতে তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছি।

রাণা। অসম্ভব সঙ্কল্প,—অসম্ভব আশা।

এই বলিয়া উদয়সিংহ অরুণার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। অরুণা বলিল, "আর একটি কথা আছে। একটু অপেক্ষা করিয়া দাসীর শেষ কথাটি শুনিয়া যাউন।" রাণা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বল।" অরুণা বলিল, "গৃহে আগুন লাগিলে কোন্ গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারে ? আপনি যখন এতদূর উদাসীন, তখন আর কোন উপায় নাই। একটু অপেক্ষা করিয়া দেখুন, আমি বিষপানে জীবন ত্যাগ করি, তারপর যাহা ইচ্ছা করিবেন।"

রাণা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন। অরুণার প্রাণে ঘোর অন্ধকারের ছায়া পড়িল। তাহার দুঃখজলধি যেন উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, "আর আশা নাই,—উপায় নাই,—লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। এ জীবনেও প্রয়োজন নাই। মরিব।—মরিব ; কিন্তু বিষ খাইয়া মরিব কি ? না। বড় ঘৃণার, বড় লজ্জার কথা! সৈন্যদল লইয়া, অসিচর্ম্ম লইয়া আকবরের বিপুল-সেনাসাগরে ঝাঁপ দিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতে করিতে সুখে মরিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

——*(:০:)*——

লাবণ্যের দৌত্য।

সরোজসুন্দরী শয্যাশায়িনী হইলেন। তাঁহার দুঃখের শেষ নাই, চিন্তার অন্ত নাই। একজন দাসীকে দিয়া লাবণ্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লাবণ্য আসিলে তাঁহার দুঃখের কথা সমস্তই তাহাকে বলিলেন। লাবণ্য চ'কের জল ফেলিয়া বলিল, "এখন উপায় কি? মহারাণাকে কি আবার আপনার নিকট ডাকিয়া আনিব?" সরোজসুন্দরী বলিলেন, "তাহাতে কোন ফল হইবে না। তুমি অরুণার কাছে যাও। তাহাকে গিয়া বল যে, আমি তোমাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি। তাহাকে আমার শত অনুরোধ, শত মাথার দিব্য জানাইয়া বলিবে যে, সে যেন মহারাণাকে বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেয়। নতুবা মোগলহস্তে চিতোর ছারখার হইবে। অরুণা যে উত্তর করে, তাহা আসিয়া আমাকে বলিবে।" লাবণ্য শুনিয়া অরুণার নিকট চলিয়া গেল। রাণীর একখানি পত্রিকাও লইয়া গেল।

সরোজসুন্দরী বড় ভুল বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অরুণা মহারাণাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে। সেই সর্ব্বনাশীই সমস্ত অনর্থের মূল। রাণা অরুণার আজ্ঞাকারী; সে যাহা বলিবে, তিনি তাঁহাই শুনিবেন। এইরূপ মনে ভাবিয়া তিনি লাবণ্যকে অরুণার নিকট পাঠাইলেন।

অরুণা বিষণ্ণমনে একাকিনী শুইয়া ছিল। লাবণ্যকে দেখিয়া উঠিয়া বাসয়া বলিল, "তবু ভাল যে, একবার দেখা দিতে সময় পাইয়াছ।" লাবণ্য বলিল, "কেন, প্রায়ই ত আসি। কাজ কর্ম্ম থা'ক্‌লে তুই একদিন আসিতে পারি না।" অরুণা বলিল, "এখন বুঝি কাজ ছিল না, তাই আসিয়াছ। তোমার স্বামীর কাছে শুনিতে পাই, তুমি কাজ লইয়া ভারি ব্যস্ত।" লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "কাজ কার না আছে? সে যা'ক্‌, আ'জ সরোজসুন্দরী আমাকে ডাকিয়া লইয়া তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। একখানি পত্রিকাও দিয়াছেন।"

অরু। কেন, কি দরকার?

লা। মাথার দিব্য দিয়া একটি অনুরোধ করিতে।

অরু। কিসের অনুরোধ?

লা। মহারাণাকে বলিতে, যাহাতে তিনি এই সঙ্কটের সময় নিশ্চিন্ত না থাকিয়া বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করেন।

অরু। তিনি কেন রাণাকে সে অনুরোধ করেন নাই?

লা। অনেক বলিয়াছেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই, তাই এবার উচ্চ আদালতে দরখাস্ত।

অরু। তিনি অন্যায় বুঝিয়াছেন। আমি রাণাকে এরূপ অনুরোধ করিব কেন? লাবণ্য! তুমি তাঁহাকে গিয়া বল যে, যাহাতে তিনি বাদসাহের সহিত যুদ্ধ না করেন, আমি সেইরূপ পরামর্শ দিতেছি। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের ভাল কে করিয়া থাকে? রাজ্য তাঁহার—চিতোর তাঁহার। আমার তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। আমার স্বামী মাত্র। আমি সেই স্বামীকেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহাকে লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া সুখে থাকিব। তিনি যেন নিজেই তাঁহার রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে রাণার কোন সাহায্য পাইবেন না।

লা। এ কি বলিতেছ ?

অরু। ভালই বলিতেছি। তুমি শীঘ্র গিয়া এই কথা তাঁহার কাছে বল। আর যাইবার পূর্ব্বে একবার তোমার স্বামীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লাবণ্য অরুণার কথায় বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে বিজয়লাল আসিলেন। অরুণা তাঁহাকে বলিল, "যেরূপ সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে চিতোর রক্ষা হওয়া কঠিন। রাণা ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া যুদ্ধে অনিচ্ছুক। সরোজসুন্দরীর নিকট যেরূপ সংবাদ লাবণ্যের দ্বারা বলিয়া দিয়াছি, তাহাতে যদি তিনি নিজে চিতোর রক্ষার কোন উপায় করেন, তবেই হইবে; নচেৎ অন্য কোন আশা নাই। এ অবস্থায় আমি প্রাণপণে আমার কর্ত্তব্য পালন করিব। সেই কার্য্যে আপনাকে একটি সাহায্য করিতে হইবে। আর একবার আপনার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইবার জন্য সংবাদ দিয়াছি।"

বিজয়লাল বলিলেন, "কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আর আমাকেই বা কি করিতে হইবে?" অরুণা বলিল, "আমি নিজেই যুদ্ধে যাইব। আপনি প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের নিকট এই পত্রখানি দেখাইয়া আমাকে আট শত অশ্ব আনিয়া দিন্।" এই বলিয়া অরুণা অশ্রুবিগলিত নয়নে রাণার স্বাক্ষরিত একখানি পত্রিকা বিজয়লালের হস্তে দিল। বিজয়লাল পত্রিকা লইয়া চলিয়া গেলেন। অরুণা তাহার সুশিক্ষিত আট শত সৈন্য লইয়া আকবর সাহের বিপুল বাহিনীর প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল।
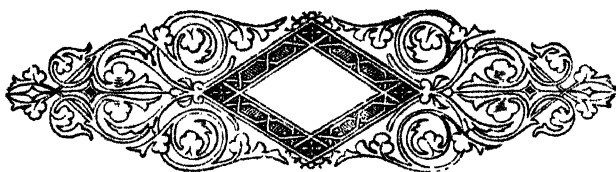
দশম পরিচ্ছেদ।

সহসা বায়ুপ্রবাহে মেঘ উড়িয়া গেল।

রাণা কোন স্থানে মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেইখানেই এক কথা। ক্ষুব্ধচিত্তে পুনরায় সভাস্থলে আসিয়া দেখিলেন, চন্দাবৎগণ, সেনাপতিগণ, সকলেই বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট আছেন। সকলেরই মুখ বিষাদকালিমায়, নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। কিন্তু কেহই সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন না। একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ চন্দাবৎসর্দ্দার নীরবে অধোমুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। রাণা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য?" বৃদ্ধ অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "মোগল হস্তে যখন কোনক্রমে নিস্তার নাই, তখন যুদ্ধ করিয়া মরাই ভাল।"

উদয়সিংহ বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না। সত্বর যুদ্ধের উদ্যোগ করুন। বিলম্বে আরও বিপদের সম্ভাবনা।" তখন সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বারম্বার জয়ধ্বনিতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। চারিদিকে যুদ্ধসজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। রাণা ব্যস্ত হইয়া দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

রণপণ্ডিত আকবরসাহ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সৈন্যসংস্থাপন পূর্ব্বক চিতোর অবরোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্মুখে কতকগুলি পদাতিক সৈন্য ও সারি সারি চারিটি কামান স্থাপিত করা হইয়াছিল। তাহার একটিতে মধ্যে মধ্যে এক-একবার প্রলয়কালীন ভীষণ ধ্বনি করিয়া ধূমরাশি উদ্গীরণ করত আকাশ-মেদিনী অন্ধকারাবৃত করিতেছিল। তখনও গোলন্দাজগণ স্বস্ব স্থানে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। কেবল বিপক্ষদলের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবার জন্যই এক-একবার হৃৎকম্পকারী ভীষণ তোপধ্বনি করা হইতেছিল। বোধ হইল যেন এই চারিটি আগ্নেয়-যন্ত্রই মুখব্যাদান করিয়া ধূম ও অগ্নি উদ্গীরণ করত চিতোর গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তাহার পশ্চাদ্ভাগে ক্রমান্বয়ে চারিজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে অশ্বারোহী ও গজারোহী তীরন্দাজ সৈন্যগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর সেনাবকাশের মধ্যস্থলে একটি করিয়া কামান সুকৌশলে স্থাপিত। তৎপশ্চাতে বাদসাহের শিবির বহুদূর বিস্তৃত। এইরূপ আরও কয়েকজন সেনাপতির অধীনে বিভিন্ন দিকে বিভিন্নপ্রকার সৈন্যশ্রেণী অবস্থিত।

বাদসাহের সৈন্যসংখ্যার তুলনায়, রাণার সৈন্য তাহার পঞ্চদশভাগের একভাগ হইলেও রাণা প্রধান প্রধান রাজপুত বীর ও সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বিপুল সেনাসাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজপুতগণ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া অসীম সাহস সহকারে সম্মুখস্থ পদাতিক সৈন্যদলের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। বহুতর যবনসৈন্য রাজপুত-কৃপাণে গতাসু হইয়া রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। এ দিকে রাণা উৎসাহিত হইয়া ক্রমে সৈন্যসহ সম্মুখভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় উভয় পার্শ্ব হইতে অগণ্য তুর্কী অশ্বারোহী আসিয়া পশ্চাদ্ভাগ অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিল। অমনি পুরোভাগ

হইতে অসংখ্য মোগল অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ. জালবদ্ধ কেশরিযূথের ন্যায় রাজপুতদিগের উপর অজস্র তীরবর্ষণ ও অস্ত্রবৃষ্টি করিয়া রাণাকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাণা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অটল থাকিয়া বিপুল পরাক্রমে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিলেন ; কিন্তু শৈলেন্দ্রনিঃসৃত অতি প্রবল স্রোতোবেগসদৃশ আকবরসাহের সৈন্যবর্গের সম্মুখে আর তিষ্ঠিতে পারেন না। ক্রমে তাঁহার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। তিনি নিরুৎসাহ ও হীনবল হইলেন। এ দিকে বাদসাহ আদেশ করিলেন, "কামানে পলিতা দাও, —তোপে উড়াও।" এই আদেশ করিবামাত্র আকবরের সৈন্যদলমধ্যে সহসা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। "দীন্, দীন্" রবে মোগল সৈন্যগণ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অমনি বজ্রগম্ভীর রবে রণভূমি কাঁপাইয়া একেবারে তিন চারিটি কামান ডাকিল,—গুড়ুম্-গুম্। তাহাতে বহু রাজপুত বীর ধরাশায়ী হইয়া নিহত হইল। ঘোর অন্ধকারে রণস্থল গ্রাস করিল। এইবার বুঝি চিতোরের সকল আশা অতল জলে ডুবিয়া যায়!

উদয়সিংহ বিপন্ন হইলেন। আর উপায় নাই। তিনি ভীত হইয়া সজোরে অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক বামপার্শ্বের যে স্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ আসিয়া দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিল, সেই দিকে দ্রুত পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ ও সৈন্যগণ তৎপশ্চাৎ পলায়নপর হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে বাদসাহের সৈন্যগণ মহোৎসাহে উচ্চরবে দিক্‌চয় কম্পিত করিয়া উচ্চারণ করিল, "জয় আকবরকি, জয় আকবরকি।"

সহসা দুর্গদ্বারের সম্মুখভাগে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। বহুকণ্ঠে "মার্ মার্,—যবন মার্,—হিন্দুর শত্রু যবন মার্" এইরূপ ভীষণ শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। তৎসহ "জয় মহারাণাকি, জয় মহা-

রাণাকি।" এইরূপ ধ্বনি সোৎসাহে উচ্চারণ করিতে করিতে সেই প্রবল সৈন্যস্রোত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদসাহের সৈন্যসাগরে যেন প্রবলবেগে ভীষণ বাত্যা উঠিয়া সেই শান্ত সমুদ্রকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। মোগলগণ স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, এক রণবেশিনী সুন্দরী যুবতী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বহু সুশিক্ষিত সুদক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের পুরোবর্ত্তিনী হইয়া যবনসেনা ধ্বংস করিতে করিতে আসিতেছে। যেন যবন-অত্যাচারে পীড়িতা চিতোরের রাজলক্ষ্মী চিতোর রক্ষার্থে রণোন্মাদিনী হইয়া রণচণ্ডীবেশে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দলে দলে মোগল সৈন্য আসিয়া তাহার গতি প্রতিরোধ করিয়া ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য যবনসেনা ভূতলশায়ী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই শস্ত্রধারিণী রণরঙ্গিণী যুবতী অরুণা। জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া পতিপরায়ণা অরুণা পতির হিতসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া চিতোরের সঙ্কটের শেষ মুহূর্ত্তে সমরক্ষেত্রে আসিয়াছে।—বীরা সাধ্বী অরুণা তাহার আবাল্য শিক্ষার পরিচয় দিয়া চিতোরের জন্য, স্বামীর জন্য, সরোজসুন্দরীর অশ্রুজলের জন্য, ভীষণ যবনসেনা-সাগরে ঝাঁপ দিয়া মরিতে আসিয়াছে।

কৃষকগণের অস্ত্রে যেমন শস্যচয় ভূপতিত হয়, তদ্রূপ বিপক্ষদল মথিত ও নিহত করিয়া অরুণা সদলে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদসাহের সৈন্যশ্রেণীর প্রথমস্তর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় স্তরে আসিয়া সৈন্যদল বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিল। যবন-সৈন্য প্রমাদ গণিয়া "দীন্ দীন্" রবে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য যবনসৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করত অরুণার অনেকগুলি সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এই সময় বাদসাহের একজন সুদক্ষ সেনাপতি লড়াই ফতে করিবার জন্য সর্ব্ববিধ্বংসী কামানের নিকট অগ্রসর হইয়া কামান ছাড়িতে গেলেন।

কামানটি সৈন্যদলসহ অরুণার ঠিক্ সম্মুখভাগে সমসূত্রে স্থাপিত ছিল। সুশিক্ষিত সেনাপতিও উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ। তাঁহার সন্ধান অব্যর্থ।

সেনাপতি পলিতা হস্তে কামানের নিকট উপস্থিত হইলে অরুণা অনন্যোপায় হইয়া লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। দ্রুতবেগে কামানের সম্মুখীন হইয়া কামানের মুখে বুক দিয়া দাঁড়াইল। অমনি সেনাপতির হস্ত হইতে পলিতা স্খলিত হইয়া পড়িল। আর কামান ছাড়া হইল না। অরুণা করস্থ অসি উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় ললাটে স্পর্শ করাইয়া সেনাপতিকে অভিবাদন করিল। এই সেনাপতি আকবরের বিশ্বস্ত সুদক্ষ কৃষ্ণমল্ল ;—ওরফে কৃষ্ণলাল।

অরুণা পুনরায় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যবন-সৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে আকবরের শিবির উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোনক্রমে মোগল সেনা সে গতির প্রতিরোধে করিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে বাদসাহের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। আকবরসাহ স্বয়ং অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। ভীমরবে উচ্চারিত হইল, "জয় মহারাণাকি।" আকবরসাহ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অরুণার সৈন্যগণ বাদসাহের শিবির হইতে বহুদ্রব্য লুণ্ঠিত করিয়া লইয়া আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—):*:(—
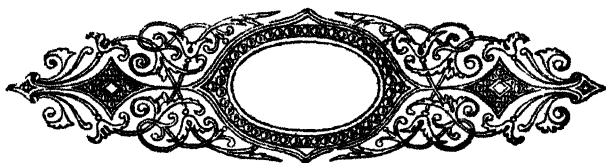
আর একখানি পত্র।

যুদ্ধের পর হইতে রাণা অরুণার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আরও অনুরক্ত হইলেন। এখন তিনি অধিকাংশ সময় অরুণার গৃহে অতিবাহিত করেন। রাজসভায় অধিক সময় থাকেন না। দৈবাৎ কখন কখন অন্তঃপুরে গিয়া ব্যস্ত হইয়া সত্বর চলিয়া আসেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে ও রাজকার্য্যে অবহেলায় সর্দ্দারগণ ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সরোজসুন্দরীর মানসিক অশান্তি দিন দিন আরও বাড়িতে লাগিল।

তিনি মনোবেদনায় ব্যাকুলা হইয়া আবার একখানি চিঠি লিখিয়া লাবণ্যের হস্তে দিয়া অরুণার নিকট পাঠাইলেন। এবার অরুণার প্রতি তাঁহার কোন রাগ ছিল না। অরুণা তাঁহার পূর্ব্বের লিখিত পত্রিকার যে উত্তর লাবণ্যকে বলিয়া দিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তিনি অরুণার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরে যখন শুনিলেন যে, অরুণা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্যার্থে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারই জন্য আকবর পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তখন বুঝিলেন যে, অরুণার হৃদয় অতি উচ্চ, মনও পবিত্র। আরও বুঝিতে পারিলেন যে, রাণার ঐরূপ অবস্থায় আমিও

নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যাহাতে যুদ্ধের কোনপ্রকার উদ্যোগ করি, এই জন্যই অরুণা ওরূপ উত্তর দিয়াছিল। অরুণার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। তাহাকে অসামান্যা রমণী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

বুদ্ধিমতী অরুণা আমার দুঃখের কথায় অবশ্যই রাগ না করিয়া দুঃখিত হইবে, এই ভাবিয়া তিনি পত্রিকায় লিখিলেন ;—

"স্নেহের ভগ্নী অরুণা,

তোমার ব্যবহারে যার পর নাই সুখী হইয়াছি। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার গুণ ভুলিতে পারিব না। তুমিই যথার্থ স্বামীর মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী, তুমিই স্বামিসেবা করিতে জান। তোমারই জন্য চিতোর রক্ষা হইয়াছে। স্বামীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে। রাজপুত জাতির মান রক্ষা হইয়াছে। তুমিই মিবারেরর রাজমহিষীর উপযুক্ত পাত্রী।—তুমি স্বর্গের দেবী। ভগিনি! বড় দুঃখে আর একটি কথা লিখিতে হইতেছে। আশা করি, রাগ করিবে না। তুমি পতিপরায়ণা, অতএব অবশ্যই বুঝিতে পার যে, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীজাতির জীবনধারণ কিরূপ কষ্টকর। যে হতভ্যাগিনী পতিপদ-সেবায় বঞ্চিতা, মরণই তাহার পক্ষে মঙ্গল। আমি সর্ব্বদা তাহাই কামনা করিতেছি। আর এক কথা, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি মিবারপতির রাজকার্য্যের প্রধান বিঘ্নস্বরূপিণী হইয়াছ। তোমারই জন্য আমার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়াছে। যদি শীঘ্র ইহার কোনরূপ প্রতীকার না হয়, তবে এ জীবন পরিত্যাগ করিয়া সকল যাতনার শেষ করিব—ইতি।"

লাবণ্য পত্রিকা লইয়া অরুণার হস্তে দিল। অরুণা পত্র পাঠ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহার একখানি প্রত্যুত্তর লিখিয়া লাবণ্যের নিকট দিল। তাহাতে কেবল এইমাত্র লিখিল, "দিদি! বড় যাতনা

দিতেছি। ক্ষমা করিবেন। আমি অতি শীঘ্র ইহার প্রতিকার করিব।” লাবণ্য উত্তর লইয়া চলিয়া গেল।

অরুণা ভাবিতে ভাবিতে সংসার অন্ধকারময় দেখিল। আর বসিতে পারিল না। শয়ন করিয়া নয়নজলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। অরুণা ভাবিতে লাগিল, “যথার্থই আমি সাধ্বী সরোজসুন্দরীর সমস্ত যাতনার মূলীভূতা। আমিই মহারাণার রাজকার্য্যের প্রধান বিঘ্ন। এখন কি করিব? তাঁহার পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি, কিছুতেই তিনি শুনিলেন না। এত বলিয়া কোন ফল হইল না, হইবেও না। আমার ছাই রূপ, ইহাতে মুগ্ধ হইয়া তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া আছেন। এ রূপরাশি আমি আগুনে পোড়াইব। এ পাপ জীবন পরিত্যাগ করিয়া রাণী সরোজসুন্দরীকে সুখী করিব।—স্বামীর মঙ্গল করিব।—মিবারের রাজ সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিব।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অরুণা!

অরুণা অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিল। ক্রমশঃ দুঃখরাশি আরও বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অধিকতর আকুলা করিতে লাগিল। হৃদয়ে যেন শত-বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। তাহার একদিকে জীবন, আর এক দিকে জীবনাধিক স্বামী। অভাগিনী অরুণা ইহার কোনটিকে তুচ্ছ করিতে পারিল না।

অরুণা ভৃত্যদিগের একজনকে বড় বিশ্বাস করিত। সে রাজসভায় বা অন্যত্র যে সমুদয় কথা হইত, তাহা অবগত হইয়া গোপনে অরুণাকে জানাইত। অরুণা ঐপ্রকার কার্য্যেই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। আজ অরুণা একাকিনী মর্ম্মপীড়ায় দগ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, এমন সময় সেই ভৃত্য আসিয়া বড় নিদারুণ সংবাদ বলিল। ভৃত্য বলিল, "আজ যাহা শুনিলাম, তাহা বলিতে বুক কাঁপিয়া উঠে। বাদসাহের সহিত যুদ্ধের পর আপনি আত্মগৌরব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনিই যুদ্ধ করিয়া চিতোর রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণা ও সর্দ্দারগণের সম্মুখে নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, আপনি সে দিবস ঐরূপে যুদ্ধ না করিলে চিতোর রক্ষার অন্য উপায়

ছিল না। ইহাতে সর্দ্দারগণ আপনার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। মা! আরও,—মা! সব কথা আপনার নিকট এ মুখে বলিতে পারিব না।"

অরুণা বলিল, "বল, একবর্ণ পরিত্যাগ না করিয়া, যাহা শুনিয়াছ, নির্ভয়ে আমার নিকট বল।" ভৃত্য পুনরায় করযোড়ে বলিতে লাগিল, "সর্দ্দারগণ আরও বলিলেন যে, চিতোরে এত বীর থাকিতে একজন সামান্যা বারবিলাসিনী রমণী কর্ত্তৃক চিতোর রক্ষা হইল, রাণার জীবন রক্ষা হইল, ইহা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য ও অপমানসূচক। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, তাঁহারা সত্বর আপনার জীবন সংহার করিবেন। গোপনে এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। এখন প্রতিবিধানের যে চেষ্টা আবশ্যক, তাহাই করুন।"

অরুণা শুনিয়া ভৃত্যকে প্রস্থান করিতে বলিল। তারপর একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "সত্বর মহারাণাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। অপর একজন দাসীকে বিজয়লালের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকেও ডাকিতে বলিল। তারপর দুই হাতে চক্ষের জল মুছিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজে নিজে বলিল, "প্রতিবিধান আমি নিজেই করিব।"

অরুণার মনে হইল, অল্পদিন পূর্ব্বে সে একজন সাপুড়িয়া-পত্নীর নিকট হইতে কালকূট বিষ ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। অরুণা তাহার সেই যত্নে রক্ষিত বিষের কৌটাটী বাহির করিয়া আনিল। তারপর কৌটা হইতে বিষ লইয়া খাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। অরুণা গৃহের মেঝের উপর শয়ন করিয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

ক্ষণপরে রাণা আসিলেন। অরুণার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন সহসা তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইল। নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অরুণার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে অরুণা?" রাণাকে দেখিয়া অরুণার মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিল, "আপনি আসিয়াছেন! আমি মরিতেছি।"

রাণা। সে কি অরুণা? অরুণা! কি হইয়াছে বল?

অরু। স্বামীর নিকট কখনও মিথ্যা বলি নাই। আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। বিষ খাইয়াছি।

রাণা। বিষ কোথায় পাইলে?

অরু। (কৌটা দেখাইয়া) ইচ্ছা থাকিলে অভাব হয় না।

রাণা। অরুণা! বিষ খাইয়াছ! কেন এমন করিলে?

অরু। আপনার মঙ্গলের জন্য,—মহারাণীর সুখের জন্য,—আর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য।

উদয়সিংহ জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া সুযোগ্য চিকিৎসক ডাকিবার জন্য দুইজন ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। ভৃত্যেরা দৌড়িয়া গেল। রাণা পুনরায় অরুণার নিকট আসিয়া তাহার মস্তক ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বসিলেন। অরুণা ক্রমে অবসন্নদেহ ও নিস্তেজ হইতে লাগিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মৃত্যুকালে স্বামীর পদে মস্তক রাখিয়া মরিব।—আমার মত সৌভাগ্যবতী কে? প্রাণেশ্বর! আমি আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি যে, আমার ন্যায় পাপিনীর প্রতি আসক্ত হইয়া রাণী সরোজসুন্দরীর সুখের ব্যাঘাত করিবেন না, রাজ্যের অমঙ্গল করিবেন না। তাহা আপনি কর্ণে স্থান দেন নাই। তাই আজ সকল দুঃখের শেষ করিলাম। দাসীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া বিদায় দিন্। আর একটি কথা বলিয়া যাই,—আপনি রাজপুত নরপতি হইয়া যেরূপ রণভীত, তাহাতে ভবিষ্যতে চিতোরের মঙ্গল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে আ'জ হ'ক, আর দুদিন পরে হ'ক, আমাকে রাজপুত-ললনার কর্ত্তব্যানুসারে মরিতে হইবেই; তাই কিছুদিন পূর্ব্বে মরিয়া সাধ্বী সরোজসুন্দরীকে কিছুদিনের জন্য সুখী করিয়া চলিলাম।"

উদয়সিংহ ধৈর্য্যহীন হইয়া বলিলেন, "অরুণা! প্রাণাধিকা অরুণা!

প্রাণ দিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়াছি। কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে?" অরুণার দেহ তখন অসাড় হইয়া উঠিয়াছে। হস্তদ্বারা অতি কষ্টে রাণার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল, "দাসীর অন্তিমের সাধ পূর্ণ করুন। একবার মস্তকের উপর চরণ দিয়া দাঁড়ান।"

এমন সময় বিজয়লাল আসিলেন। অরুণার তখন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। বিজয়লাল নিকটে আসিলে অতি কষ্টে কম্পিত স্বরে অরুণা বলিল, "এ সময় চরণ দর্শন পাইয়া সুখে মরিলাম।" আর কথা কহিল না। রাণার পদে মস্তক রাখিয়া অরুণা জীবনলীলার শেষ করিল।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
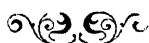
আবার চিতোরের আকাশে কাল মেঘ

অরুণা মরিল। তবুও চিতোরে শান্তি সংস্থাপিত হইল না। রাণা অসুখী, সরোজসুন্দরী অসুখী, পৌরজন অসুখী, সকলেই অসুখী। রাজসভায় অশান্তি, অন্তঃপুরে অশান্তি, রাজ্যময় অশান্তি। রাণার ঔদাসীন্যে নানা প্রকার অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল। রাজ্যেরও বিশৃঙ্খলা ঘটিল।

মোগলচূড়ামণি আকবর প্রথম উদ্যমে বিফলকাম হইয়া নিবৃত্ত রহিলেন না। পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্যবল সমবেত করিয়া সৈন্যসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। চিতোরের বিনাশ সাধন করিতে যাহা কিছু, আয়োজন করা আবশ্যক, আকবার সাহ তদপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্য

সংগ্রহপূর্ব্বক বিপুল উদ্যমে চিতোরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিতোরের জন্য বাদসাহ যেরূপ আয়োজন করিলেন, ইতঃপূর্ব্বে কোন মোগল সম্রাট্ কোন যুদ্ধের জন্য এত অধিক আয়োজন করেন নাই।

পঙ্গপালের ন্যায় বাদসাহের সেনাদল বহুদূর ছাইয়া ফেলিল। মানসরোবরের তটস্থ পাণ্ডৌলি হইতে বস্‌সা পর্য্যন্ত পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া বাদসাহের শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত হইল। শুভ্র-খণ্ডিত-জলদজালমণ্ডিত-শারদীয় গগনমণ্ডলের ন্যায় বাদসাহীশিবির-শোভিত বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড বিরাজ করিতে লাগিল। কেবল শিবির, তার পর শিবির, চতুর্দ্দিকে শিবির। আর পঙ্গপালের মত, মৌমাছির দলের মত, মোগল সেনামণ্ডলী কোথায়ও ছুটাছুটি করিতেছে, কোথায়ও শিবির মধ্যে ক্রীড়াকৌতুকে রত আছে। শিবিরশ্রেণীর মধ্যস্থলে বাদসাহের প্রকাণ্ড শিবির শীর্ষদেশে বিচিত্র পতাকায় শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আকবরসাহের শিবিরের সম্মুখে একটি অত্যুচ্চ মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইল। উহা "আকবরকা দেওয়া" * নামে অভিহিত।

রাণা উদয়সিংহ বাদসাহের এই বিপুল আয়োজন দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবস্থা বিকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সামান্য লোকের ন্যায় পলায়ন করিয়া চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজ্যরক্ষার কি হইবে, জগৎপ্রথিত বীরভূমি চিতোরের দশা কি হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার নিজ পরিবারবর্গের পরিণামও চিন্তা করিলেন না।

সরোজসুন্দরী বড় বিপদে পড়িলেন। রাণা চিতোর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া তিনি জগৎ আঁধার দেখিলেন। নিতান্ত ব্যাকুলা ও

* আকবরের প্রদীপ। এই বিচিত্র আলোকস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভাতা হইয়া, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বিপদে ধৈর্য্যহীনা হইয়া পড়িলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া তিনি মন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিলেন। বিপদে বিচলিত না হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি লাবণ্যের হস্তে একখানি পত্রিকা লিখিয়া দিয়া তাহা বিজয়লালের নিকট দিতে বলিলেন। লাবণ্য পত্র লইয়া চলিয়া গেল। অরুণার মৃত্যুর পর হইতে লাবণ্য তাহার পূর্ব্বের বাটী ত্যাগ করিয়া বিজয়লালের সহিত রাজভবনেই বাস করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জয়মল, পুত্ত।

রাণা উদয়সিংহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু তখনও চিতোরে চিতোর-রক্ষার্থ বীরের অভাব ছিল না। যে সকল মহাপুরুষ চিতোরের জন্য বহুপূর্ব্বে দেহপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তখনও চিতোরে পূর্ব্ববৎ শৌর্য্য-বীর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু কে তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিবে? কে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত করিবে? প্রধান প্রধান বীরগণ, সর্দ্দারগণ, সেনাপতিগণ রাজ-সভায় সমবেত হইয়া বলহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, জড়প্রায়, বিষণ্ণবদনে সাশ্রুনয়নে উপবিষ্ট। সকলেরই হৃদয়ে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছে।

বিজয়লাল সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেন। তিনি রাজমহিষী সরোজসুন্দরীর প্রদত্ত পত্রিকাখানি লইয়া রাজসভায় আসিয়াছেন। * পত্রিকাখানি লাবণ্য তাঁহার নিকট দিয়াছিল।

রাজমহিষীর স্বাক্ষরিত পত্রিকা সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হইল। তাহাতে লেখা ছিল যে,—চিতোরের এই দুর্দ্দিনে মহারাণা চিতোর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; অতএব এ সময় যদি সকলে চিতোর রক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা না করেন, তবে আর অন্য উপায় নাই। তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা যে, চিতোরের বীরগণ ভগ্নোৎসাহ না হইয়া মিবারের অধীন রাজগণকে সমবেত করিয়া সকলেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিতোরের মঙ্গলার্থে চেষ্টা করেন। তৎপরে রাজপুতরমণীর যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহাদিগের দ্বারা পালিত হইবে।”

পত্রিকার মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেরই মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। চিতোররক্ষার্থে আত্মবলিদানে কৃতসঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সর্দ্দারগণ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মিবারের অধীন ও বিদেশীয় রাজপুত-নরপতিগণের নিকট সংবাদ প্রদান করিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে সকলেই সাগ্রহে চিতোররক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণে চিতোর-নগর পরিপূর্ণ হইল। মাদেরিয়ার রাবৎ চুদা সামন্ত, রাণা সঙ্গের বীর বংশধরগণ, বৈদলা ও কোতেরো হইতে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বংশসম্ভূত বীরগণ, প্রমার ও ঝালাপতি প্রভৃতি চিতোর শাসনের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান রাজপুতবীর সসৈন্যে যুদ্ধার্থে সমবেত হইলেন। এতদ্ভিন্ন দেবলের অন্যতম বংশধর, ঝালোরের শোনিগুরুরাও, ঈশ্বরদাস রাঠোর ও গোয়ালিয়রের তুয়ার নৃপতি প্রভৃতি বিদেশীয় রাজপুত নৃপতিগণও স্বস্ব সৈন্যবল সহ এই ভীষণ সঙ্কটে চিতোররক্ষার জন্য এই মহাসমরে অসি ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধার্থী বীরগণ চিতোরে সমবেত হইলে সরোজসুন্দরী লোক পাঠাইয়া সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সকলকে আরও উৎসাহিত করিলেন। এই সমস্ত রাজগণের মধ্যে দুইটি বীর বালক ছিল। তাঁহাদিগের নাম ও বীরত্বকাহিনী অনন্তকাল ভারতবর্ষের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে। তাঁহাদের একজন বেদনোরের অধিপতি জয়মল ও অপর তাঁহার ভ্রাতা কৈলবা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পুত্ত। ইঁহারা রাণার স্বসম্পর্কীয় ও একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। জয়মল বিংশতিবর্ষীয় ও কনিষ্ঠ পুত্তের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র। উভয়েই মিবারের ষোড়শজন প্রধান সামন্ত-সমিতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন।*

সরোজসুন্দরী জয়মল ও পুত্তকে সংবাদ দিয়া অন্তঃপুরে ডাকিয়া

লইলেন। দুইজনের গলদেশে দুইগাছি রত্নহার পরাইয়া দিয়া রাজ্ঞী নীরবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং কোন কথা বলিতে না পারিয়া জড়প্রতিমাবৎ নিশ্চলা রহিলেন। উভয় গণ্ড ভাসাইয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

রাজমহিষীর অবস্থা দেখিয়া উভয়ে প্রাণে দারুণ বেদনা পাইলেন। জয়মল করযোড়ে বলিলেন, "আপনার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমরা আজ্ঞাকারী দাস। কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। প্রাণ দিয়াও যদি কোন উপকার করিতে পারি, তাহাতে প্রস্তুত আছি।"

সরোজসুন্দরী অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "এতদিনে চিতোর-সিংহাসনের পূর্ব্বগৌরব, বীরকীর্ত্তি, ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ রাজপুতজাতি জগতে ইতিহাসে এই অবধি অতি ঘৃণিত জাতি বলিয়া পরিচিত হইবে। যবন কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস হইবে হউক, আমরা যবনের নির্য্যাতন যতদূর সহ্য করিতে হয় করিব, চিতোর শ্মশানে পরিণত করিয়া আমরা—অন্তঃপুররমণীগণ জহরব্রত পালন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই দুর্দ্দিনে সঙ্কটের সময় রাজপুত-জাতির বীরধর্ম্ম পালিত হইল না। রাজপুতগণ কাপুরুষ বলিয়া জগতের লোক জানিবে।"

সরোজসুন্দরী বুদ্ধিমতী হইলেও স্বভাবতঃ শান্তশীলা। মুখরা স্ত্রীলোকের ন্যায় চাঞ্চল্যবশতঃ অধিক কথা বলা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আ'জ তিনি অবলম্বন-বিহীনা হইয়া দুঃখসাগরে ভাসিতেছেন, বিপৎতরঙ্গ-প্রতিঘাতে আকুলা হইয়া আ'জ তাঁহার মুখ খুলিয়া গিয়াছে, তাই প্রাণের আবেগে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিলেন। জয়মল ও পুত্ত নীরবে মহারাণীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী আবার বলিলেন, "তোমরা অপর নহ, তোমাদের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিতেছি। মহারাণা যে অবস্থায় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্তই শুনিয়াছ। এখন কি কর্ত্তব্য ?"

বীরকেশরী রাজপুত-তনয় জয়মলের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল। তাঁহার বীরহৃদয়ের প্রতি-রক্তবিন্দু যেন অদম্য উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। রাজপুত-সুলভ বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। স্বকীয় কোষবদ্ধ অসিমূল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজপুত মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত পথাবলম্বনে চিতোরের মঙ্গল সাধন করিব।" জয়মলের বাক্য শেষ হইলে বীরবালক পুত্ত বলিলেন, "আমিও এই অসি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, চিতোরের জন্য, মহারাণীর জন্য, রাজপুত জাতির গৌরবরক্ষার জন্য যুদ্ধে যাইব; এবং একজনমাত্র যবন জীবিত থাকিতেও রণস্থল ত্যাগ করিব না।"

সরোজসুন্দরী বিপদের সময় উৎসাহ ও আশ্বাসমূলক বাক্য শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন। তিনি সমীপস্থ সুবর্ণ-থালা হইতে শুক্লমাল্য ও দূর্ব্বা গ্রহণ পূর্ব্বক তরুণ-বীরদ্বয়ের মস্তকে অর্পণ করিয়া জয়সূচক আশীর্ব্বাদ করিলেন। বীরদ্বয় অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

মহারাণী পুত্তের মুখে এইরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি অতি কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। তুমি বালক, তোমার প্রতিকার্য্যই জননীর আদেশসাপেক্ষ। তাঁহার বিনা অনুমতিতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত কি ?" পুত্ত উত্তর করিলেন, "অবশ্য মায়ের অনুমতি লইয়া যাইব।"

সরোজসুন্দরীর আদেশে পুত্তের জননীকে চিতোরের রাজান্তঃপুরে আনিবার জন্য সত্বর শিবিকা প্রেরিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

মেঘের বর্ষণারম্ভ।

চিতোরের সূর্য্যতোরণ চিতোরদুর্গে প্রবেশের সর্ব্বপ্রধান দ্বার। আকবর বহুসৈন্য লইয়া ঐ সূর্য্যতোরণপথে চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য সুযোগ্য কয়েকজন সেনাপতির পতি অনুমতি করিলেন। রণপ্রমত্ত মোগলসেনা-সংহতি সূর্য্যতোরণের সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। যবনসৈন্যগণের উৎসাহসূচক ভীষণনাদে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রলয়কালবৎ করিয়া তুলিল। যেন উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গায়িত প্রবলবেগশালী নদ্যম্বুরাশি প্রতিরোধে প্রতিহত হইয়া চক্রাকারে ঘূর্ণমান হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

চন্দাবৎবীর শহিদাস বহুসংখ্যক চন্দাবৎগণ সঙ্গে লইয়া সূর্য্যতোরণ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। মোগলসেনার সহিত তাঁহার তথায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। রাজপুতগণ প্রাণপণে বীরত্বের পরিচয় দিয়া একে একে ধরাশায়ী হইয়া সমরক্লান্তি দূর করিতে লাগিল। শহিদাস বিপুল বিক্রমে সূর্য্যতোরণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল,

ততক্ষণ একজনমাত্র যবনকেও সে দ্বারপথে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তৎপরে সেই রাজপুত-গৌরব ক্রমে হীনবল ও হতবীর্য্য হইয়া অবশেষে ধরাতলে চিরশয়ন করিলেন।

বীরবর শালুম্ব্রাপতি দ্বাররক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জন করিলে রাজপুত-প্রধানগণ ভগ্নোৎসাহ হইলেন। কাহার প্রতি প্রধান তোরণ রক্ষার ভার অর্পিত হইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। সর্দ্দার-গণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "কে এই ভীষণ সমরে বীরোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত,—আইস। সূর্য্যতোরণ-পথে যবনসৈন্য অগ্রসর হইলে চিতোর ধ্বংস হইবে। কে সেই প্রবল পরাক্রান্ত মোগলবাহনীর অপ্রতিহত গতি নিবারণ করিতে সক্ষম,—আইস। কে চিতোরের জন্য, স্বজাতিবর্গের গৌরব রক্ষার জন্য আত্মবলিদানে ইচ্ছুক,—আইস। আর সময় নাই। সংগ্রাম-বহ্নি প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রজনী প্রভাত হইলেই অগণ্য যবনসেনা চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিয়া চিতোর ধ্বংস করিবে, রাজপুতগণকে সপরিবারে নির্য্যাতন করিবে, রাজপুত-গৌরব অতলজলে ডুবাইবে। অতএব কে রণভূমে বীরোচিত-বীরত্ব দেখাইয়া চিতোরের মুখোজ্জ্বল করিতে চাও,—আইস।"

বীরবংশোদ্ভূত কৈলবাপতি পুত্তের বীরহৃদয়ের রাজপুতশোণিত সে আহ্বানধ্বনি শুনিয়া নাচিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বীর্য্যবান্ পিতৃদেব বিগতযুদ্ধে বীরোচিত শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া চিতোর রক্ষার্থে যবনসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতে পুত্তের হৃদয়ে সেই বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তির বীজ নিহিত ছিল, এখন তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। বীরবালক পুত্ত সর্দ্দারগণের সম্মুখীন হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত নবীন কেশরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; বলিলেন, "আমি সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যতোরণ রক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছি। আপনার

সৈন্যগণকে যথাবিধানে স্বস্ব কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুশৃঙ্খলা সহকারে তোরণে প্রেরণ করুন। আর যদি কেহ জীবনের মায়া কাটাইয়া চিতোরের এই সঙ্কটের সময় আমার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হন, তবে তিনিও প্রস্তুত হউন। আমি উদ্যোগী হইতে চলিলাম।" বলিয়া পুত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর। চিতোরনগর বিমল জ্যোৎস্নালোকে প্রতিভাসিত,—কিন্তু নিস্তব্ধ। ভীষণ ঝটিকার অব্যবহিতপূর্ব্বে যেমন বৃক্ষবল্লী, পশুপক্ষী, সমগ্র প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়, চিতোর তেমনই নিস্তব্ধ। চিতোরবাসী নরনারী এই গভীর রজনীতে নিদ্রাবশে নিস্তব্ধ নয়,—ভয়ে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে, ভবিষ্যৎ-চিন্তায় নিস্তব্ধ। নীরব প্রকৃতি যেন আরও গম্ভীরা হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে চিতোরের ভাবী অমঙ্গল সূচনা করিতেছে।

সেই নীরব নিশীথে সহসা চারিদিকে তরুণবীর পুত্তের সাধুবাদ ও জয়-নাদ উত্থিত হইল। রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চিতোরদুর্গের দ্বারে দ্বারে প্রকাণ্ড নাগরা-সমূহ জলদগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইয়া ভূমিতল কাঁপাইয়া ক্রোশ-ক্রোশান্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিলুপ্ত উদ্যম, নব উৎসাহ যেন জীবন্তমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পুণ্যভূমি চিতোরের সর্ব্বত্র নৃত্য করিতে লাগিল।

পুত্ত অন্তঃপুরের একটি কক্ষায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় তাঁহার পুণ্যশীলা জননী রাজমহিষীগণের সহিত ক্ষুণ্ণমনে উপবিষ্টা আছেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে মায়ের পদে প্রণাম করিয়া তারপর মহারাণী সরোজসুন্দরীর ও অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের চরণ বন্দনা করিলেন। সকলের নিকট জয়সূচক আশীর্ব্বচন প্রাপ্ত হইয়া পুত্ত জননীর নিকট বলিলেন, "আ'জ আমি বাদ-সাহের সহিত যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছুক হওয়াতে রাজপুত-প্রধানগণ আমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। প্রত্যূষে, আমাকে সৈন্যসহ সূর্য্যতোরণে উপস্থিত হইয়া যবন-সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে হইবে।"

পুত্রের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া জননীর হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিকম্পিত বা বিচলিত হইল না। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। হৃদয়-নন্দনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভাল করিয়াছ বাছা। তুমি যে বংশে জন্ম লইয়াছ, তাহারই উপযুক্ত কার্য্যের ভার লইয়াছ। রাজপুত-সন্তান শত্রু বধ করিতে যুদ্ধে যাইবে, ইহা অপেক্ষা রাজপুত-মাতার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে? যাও বাছা, শত্রুদল বধ করিয়া চিতোর উদ্ধার কর। রাজপুতগণের মুখ উজ্জ্বল কর। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পার, তোমার বংশের উপযুক্ত গৌরব রক্ষা করিয়া শত্রু বধ করিতে করিতে সমরাঙ্গনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সহবাস লাভ কর।—ধরাতলে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত কর। মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত বা সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইও না, তোমার কোন ভয় নাই; তোমাকে সাহস দিতে আমিও তোমার সহিত রণবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব। শত্রুবধ করিয়া যতদূর পারি তোমার সাহায্য করিব।"

স্নেহের প্রস্রবণ, সারল্যের উৎস মাতৃহৃদয় হইতে অনায়াসে এইরূপ বাক্য বহির্গত হইল। পুত্ত-জননীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। সরোজসুন্দরী বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি এ কিরূপ কথা বলিতেছেন? আমরা আপনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি।"

তেজস্বিনী পুত্তজননী বলিলেন, "অসঙ্গত কিছু বলি নাই। ইহাতে বিস্ময়েরও কোন কারণ নাই। আ'জ আমার এক মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের দিন উপস্থিত। যখন এই পুত্তের জনক বিগত যুদ্ধে স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া রণাঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই দিনই আমি চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুত-রমণীর ধর্ম্ম পালন করিতাম, কেবল এই শিশু পুত্তের পালনের জন্য আমি

তাহার অনুগামিনী হইতে পারি নাই। আ'জ তাহার অতি শুভক্ষণ উপস্থিত।

তারপর স্নেহার্দ্রহৃদয়ে সেই স্নেহপুত্তলিকা সুকুমারদেহ পুত্তের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন শয়ন করিবে চল। অদ্য রাত্রিতে তুমি আমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবে।"

এই বলিয়া রাজ্ঞীদিগের নিকট বিদায় লইয়া শয়নাগারে গেলেন। সরোজসুন্দরী মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

কোমলে কঠোরতা।

রজনী অবসানপ্রায়। দিবাগমে চিতোরের ভাগ্যে কি হইবে, এই ভয়ে আকুল হইয়া যেন শৈলবিহারী বিহঙ্গমকুল উচ্চ নিনাদচ্ছলে কোলাহল করিয়া উঠিল। চিতোরের পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হইল। অমনি রাজপুরীর সিংহদ্বারের, দুর্গতোরণের প্রকাণ্ড নাগরাগুলি ভূমিতল কাঁপাইয়া ভীম গম্ভীরনাদে দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তৎসহ বাদসাহ-শিবিরে, রণচত্বরে, ভূতল-রসাতল-ব্যোমদেশ বিকম্পিত করিয়া অসংখ্য কামানরাশি ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে একীভূত ভীষণ ধ্বনি প্রলয়কালবৎ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। চিতোরের আবালবৃদ্ধ জাগিয়া উঠিয়া প্রমাদ গণিল। শিশুগণ মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ক্রন্দন তুলিল। ক্রমে ভাস্করদেব লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উদয়-গিরি-শিখরে পরিদৃশ্যমান হইলেন। তিনি যেন ক্ষোভে, রোষে রক্তবর্ণ হইয়া স্বকীয় বংশধর বীরগণকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কখনও বা সহস্ররশ্মিরূপ হস্ত বিস্তার দ্বারা অভয় দিয়া উৎসাহ ও সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন। আবার ক্রোধভরে জবাকুসুম-সঙ্কাশ নেত্রে যেন

বলিতে লাগিলেন, "সাবধান, কলঙ্ক রাখিও না। তোমরা নশ্বর-দেহ মানব,—দু'দিনের অগ্রপশ্চাতে কিছুই ক্ষতি নাই। আর আমাকে অনন্ত কাল দেখিতে হইবে,—অনন্ত-কাল সহিতে হইবে।"

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পুত্র জননার পদবন্দনা করিলেন। পরে মাতা-পুত্রে রাজ্ঞীদিগের নিকটে আসিলেন। মহারাণী সরোজসুন্দরী স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া বিবিধ খাদ্যসামগ্রী আয়োজন করিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি স্বয়ং সযত্নে জয়মল ও পুত্রকে আহার করাইলেন। তৎপরে মাতা পুত্রের সুকুমার দেহ হইতে রাজোচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহার অঙ্গ বীর-পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। জননী গ্রীসদেশীয় বীরজননীর ন্যায় স্বহস্তে প্রাণপ্রতিম হৃদয়নন্দনের নবনী-কোমল দেহ কঠোর বীরবেশে সুসজ্জিত করিলেন। ইহাতে জননী-হৃদয় কিছু-মাত্রও বিচলিত হইল না। আমরা জগৎপ্রথিত সেই গ্রীসদেশীয় উন্নত-চেতা বীররমণীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, কিন্তু আর্য্যভূমি ভারতে এমন দিন ছিল, যখন ঐরূপ বহু দৃষ্টান্ত এই খানেই দেখা যাইত। বীরপ্রসবিনী চিতোরভূমি এই হৃদয়শালিনী পুত্রজননীর অদ্ভুত আত্মত্যাগ ও উদারতার জন্য ধন্যা হইয়াছে। এ কীর্ত্তি গ্রীসীয় রমণীর কীর্ত্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। কেননা, পুত্রজননী কেবল স্বহস্তে প্রাণ-কুমারকে বীরবেশে সাজাইয়া দিয়া নিরস্ত রহিলেন না। তিনি নিজেও রণাভিলাষিণী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য উদ্যোগিনী হইলেন। কোমল অঙ্গ কঠিন বর্ম্মে আবৃত করিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রণোচিতবেশে সুসজ্জিতা হইলেন।

আরও বিস্ময়ের বিষয়;—পুত্র বিবাহিত। পত্নীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। পাছে পুত্রবধূর চিন্তায় পুত্র স্বকর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য করে, এইজন্য পুত্রজননী সেই বালিকা পুত্রবধূর সুকুমার অঙ্গ হইতে সুন্দর

বস্ত্রালঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহাকেও স্বহস্তে রণসজ্জায় সাজাইয়া দিতে লাগিলেন।

এদিকে মোগল-শিবিরে আনন্দোৎসবের সীমা নাই। উদয়সিংহ রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই আকবর শুনিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাণা যখন রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন জয়লাভ নিশ্চিত। তৎপরে শহিদাস সূর্য্যতোরণে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অনেক মোগলসৈন্য ক্ষয় করিলে বাদসাহ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজপুতগণ সহজে পরাভূত হইবার পাত্র নহে। শহিদাস সূর্য্যতোরণে প্রাণত্যাগ করার পর একদিবস ঐ তোরণ রক্ষার্থে কেহই অগ্রসর হইল না দেখিয়া, মোগল সেনাপতিগণ অনুমান করিলেন যে, রাজপুতগণ ভীত হইয়া যুদ্ধে বিরত হইয়াছে। তাহারা আর কেহ তোরণ রক্ষার্থে অগ্রসর হইবে না। আকবরসাহও স্বদল মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কল্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া চিতোর ধ্বংস করিতে হইবে।

এই আদেশ প্রচারের পর বাদসাহ-শিবিরে আনন্দ-প্রবাহ বহিল। সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রভূত আয়োজন, অতুল উৎসাহ, বিপুল আনন্দ।
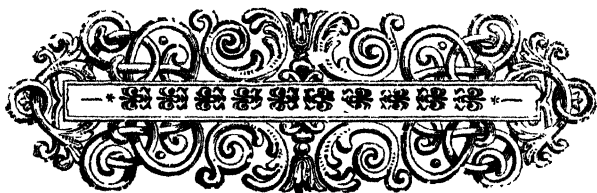
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
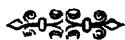
মালার ব্যবসায়।

আনন্দ সৈনিক-মহালেই বেশী। শিবিরে নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ, গীত-বাদ্য, রং-তামাসা চলিতেছে। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। কোথায়ও তিন চারিজন একত্রে বসিয়া গল্প করিতেছে, আনন্দ-লহরী তুলিতেছে, উচ্চ হাসি হাসিতেছে। আবার কেহ কেহ বা সুরাপানে মত্ত হইয়া আনন্দে ভগ্নস্বরে অসম্বদ্ধ গীত গাইতেছে। কেহ রুটি সেঁকিতেছে, কেহ ডা'ল ঘুঁটিতেছে, কেহ আনন্দে গান গাইতেছে।

দুই পার্শ্বে সৈনিকদিগের ছোট ছোট তাঁবুর সারি। মধ্যস্থল দিয়া এক প্রশস্ত গলি-পথ অনেক দূর গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী এক ছোট তাঁবুর মধ্যে জাঁকাল দাড়ি ও তাজ-ওয়ালা দুইজন সৈনিক। একজন হাতে তালি দিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত গান গাইতেছে, আর একজন মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সজোরে কাষ্ঠাসন বাজাইতেছে। সম্মুখে পথের উপর হঠাৎ এক রমণীকে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া গান-বাজনা ছাড়িল। দেখিল, এক যুবতী ফুলওয়ালী ফুলের মালা বেচিতে আসিয়াছে। তাহার একহস্তে একখানি ডালায় সুন্দর কয়েক ছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা। অন্য হস্তে

দাঁড়ের উপর একটি শুকপক্ষী। যুবতী সুন্দরী। পরিধানে সামান্য বসন। হস্তে সামান্য রকমের সোণার গহনা। বসনপ্রান্তে মস্তক আচ্ছাদিত। অনাবৃত মুখখানি ঢল্ ঢ'লে। চক্ষু দু'টি ফুট্‌ফুটে। রমণীর অন্তরের হাসিরাশি যেন সে চ'কে মুখে মাখান রহিয়াছে।

সৈনিকদ্বয় অবাক্ হইয়া সে মুখখানি দেখিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথাকার লোক গো?" রমণী উত্তর করিল, "সে পরিচয়ে তোমাদের কোন দরকার দেখি না।"

সৈনি। দরকার আছে বৈ কি। তোমার হাতে কি?

রমণী। দে'খ্‌তে পাও না? ফুলের মালা।

সৈনি। মালা কার্ জন্য? কা'কে খোঁজ?

রম। একজন লোককে।

সৈনি। আমরা কি লোক নই?

রম। তেমন ত দে'খ্‌তে পাই না।

সৈনি। মালা কেন?

রম। তার গলায় পরাব।

সৈনি। তোমার এ মালা গলায় প'র্‌লে কি হয়?

রম। পায়ে হেঁটে যমের বাড়ী যাওয়া যায়।

অপর পার্শ্বের তাঁবু হইতে আর একজন সৈনিক সব কথা শুনিতে ছিল। সে উত্তর করিল, "আমার এই দিকে এস, আমি মালা গলায় পরিয়া সেখানে যাইতে রাজী আছি।" রমণী হাসিয়া বলিল, "ফুল কেন? শুধু দড়ি হ'লে আরও সোজা পথে যাওয়া যায়।"

এই বলিয়া যুবতী সেই পথে সম্মুখে চলিয়া গেল। তেজস্বিনী রমণী বলিয়া কেহই তাহার গতির প্রতিরোধ করিতে সাহস করিল না।

সম্মুখে এক তাঁবুর মধ্যে একজন সৌখিন মোগল, পথের দিকে পিছন

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, বড় একখানা আয়নায় মুখ দেখিতেছিল। তারপর একখানা কাষ্ঠের চিরুণী দ্বারা মাথার লম্বা চুলের মধ্যস্থল দিয়া তেড়ী ফিরাইল। পরে আয়নার দিকে চাহিয়া প্রকাণ্ড গুম্ফের অগ্রভাগদ্বয় দুই হস্ত দ্বারা সজোরে পাকাইয়া গুম্ফাগ্র আদব্ করিতেছে, এমন সময় তাহার আয়নার মধ্যে সেই পথচারিণী রমণীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। অমনি পশ্চাতে ফিরিয়া সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কা'দের গো ?"

রম। ফুল-ওয়ালী।

সৈনি। কার হুকুমে এখানে আসিয়াছ ?

রম। হজরৎ বেগম সাহেবার।

সৈনি। কি দরকার ?

রম। তিনি ফুলের মালা আর পাখী লইবেন।

সৈনি। তুমি কি জাতি ?

রমণী চো'ক টানিয়া বলিল, "এত খবরে তোমার কাজ কি খাঁ সাহেব ?" সৈনিক কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "যাও। বরাবর এই পথ। ঐ বড় দরজা দেখা যায়।" রমণী চলিতে লাগিল।

রঙ্ মহালেও আনন্দ কম নয়। বেগমদিগের বিলাসের সামগ্রীতে সুসাজ্জত হইয়া বিচিত্র তাঁবুগুলি সুরপুরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাহার মধ্যে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া অনুপম-সুন্দরী নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছে। অপ্সরাকণ্ঠে মধুর সঙ্গীতধ্বনি তুলিয়া পৃথিবীশ্বরী বাদসাহ-পত্নীদিগের চিত্তবিনোদন্ করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া হাস্যলহরী উঠিতেছে। আনন্দপ্রবাহ উছলিয়া পড়িতেছে। বহুদূর-বিস্তৃত রঙ্ মহালের মধ্যে দাসী বাঁদীরা কার্য্যব্যপদেশে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছে। স্থানে স্থানে খোজাগণ প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রঙ্‌মহালের তাঁবুগুলি একটি উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় রঙ্‌দার-কাষ্ঠফলক-রচিত অবরোধে পরিবেষ্টিত। কোন স্থানে দরজা নাই; কেবল একটি মাত্র বড় প্রবেশদ্বার। কয়েক জন তুর্কীপ্রহরিণী সেই দ্বার রক্ষণে নিযুক্তা আছে।

সহসা সেই দ্বারে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ফুল-ওয়ালী মালা ও পাখী বিক্রয় করিতে রঙ্‌মহালে বেগম সাহেবাদিগের নিকট যাইতে চায়, বিশ্বাসিনী তাতারী প্রহরিণীরা অপরিচিতাকে মহালের ভিতর যাইতে দিতে চাহে না। ফুল-ওয়ালী কিছু জোরে জোরে কথা বলিতেছিল, তাই গোল-যোগ। পরে রফা হইল, হজরৎ বেগম সাহেবার অনুমতি লইয়া যাইতে দিবে। একজন প্রহরিণী আদেশ আনিতে গেল ও শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফুল-ওয়ালী কি-জাতি।" ফুল-ওয়ালী বলিল, সে রাজপুত-কন্যা। ফুলের মালা গাঁথিয়া বিক্রয় করা তার ব্যবসা। সেজন্য রাজ-বাড়ীতে রাণীদের নিকট তার বড় আদর ছিল।

শুনিয়া প্রহরিণী চলিয়া গেল এবার ফিরিয়া আসিয়া সে ফুল-ওয়ালীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিল। বেগমদিগের নিকট ফুল-ওয়ালী বড় আদর পাইল। তাহার মালাগুলি যেমন সুন্দর গাঁথা, তেমনিই সুগন্ধি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মালা অল্প ছিল, তাহাতে সকল বেগমের এক ছড়া করিয়া কুলাইল না। অনেকে দুঃখিতা হইয়া পরদিন আবার মালা লইয়া আসিতে বলিলেন।

তাহার পাখীটি বিকাইল না। পাখী বেশ কথা বলে। সুন্দর পাখী দেখিয়া সকলেই লইতে আগ্রহ করিলেন। কিন্তু একটা গোল ঘটিল। পাখী "রাধাকৃষ্ণ" বলিল, "অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর" বলিল, "কালী কল্পতরু" বলিল। তাই ঘৃণা করিয়া কেহ লইলেন না। বলিলেন, "পাখীটি তুমি কোন হিঁদুর কাছে বেচিও।"

ফুল-ওয়ালী মালার মূল্য লইল না। বলিল, "আমি দাম চাই না ; যদি খুসী হইয়া থাকেন, তবে বাঁদীর প্রতি একটু মেহেরবানি করিতে মরজি হয়।"

বেগম সাহেবা বলিলেন, "তুমি কি চাও ?" ফুল-ওয়ালী বিনীতভাবে বলিল, "আমি গরীবের মেয়ে, হজরৎ বেগম সাহেবাদিগের কাছে আসিয়া মালা বেচিতে পারি, এই হুকুম পাইলে বাঁদীর বহুৎ উপকার হয়।"

ফুল-ওয়ালীর মিষ্ট কথায় ও শিষ্টাচারে খুসী হইয়া বেগম সাহেবা তাহাকে একখানা পরওয়ানা লিখিয়া দিয়া বলিলেন যে, সেই পরওয়ানা লইয়া সে অনায়াসে রঙ্‌মহালে আসিতে পারিবে। ফুল-ওয়ালী আরও একটি আব্‌দার করিল। বলিল, "আমার পাখীটি হিন্দু ভিন্ন কেহ লইবে না। হজরতের তাপেদারে যদি কোন হিন্দু সৈনিক থাকে, তবে সেখানে বিক্রয় করার কোন সুবিধা করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।"

ফুল-ওয়ালীর প্রার্থনায় একজন বাঁদীর প্রতি হুকুম লইল যে তাহাকে কোন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষের তাঁবু দেখাইয়া দেয়। বাঁদী হুকুম তামিল করিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি কৃষ্ণমল্লের তাঁবু দেখাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

পাখীটি হাতে লইয়া রমণী সাহস করিয়া তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশকালে পাখীটি বলিয়া উঠিল, "রাধাকিষণ জি।"

পাঠক জানেন, এই কৃষ্ণমল্ল কৃষ্ণলালের নামান্তর মাত্র। কৃষ্ণলাল সহসা অপরিচিতা রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও ?" রমণী উত্তর করিল, "পাখীটি বেচিতে আসিয়াছি। লইবেন কি ?"

কৃষ্ণ। পাখীতে আমাদের কোন আবশ্যক নাই।

রম। বেশ কথা বলে।

কৃষ্ণ। তোমার বাড়ী কোথায় ?

রম। এখন এইখানে।

কৃষ্ণ। তুমি এখানে কিরূপে আসিলে ?

রম। আমি রাজপুতের মেয়ে, তাহাতে মহরাণী অরুণার শিক্ষিতা।

অরুণার কথা শুনিয়া কৃষ্ণলাল বিস্মিত হইলেন। মনে করিলেন, কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য অরুণা এই ছদ্মবেশিনী নারীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণা কি তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছে ?"

রম। না। আমার স্বামী আমাকে পাঠাইয়াছেন।

কৃষ্ণ। তোমার স্বামী কে ?

রম। তিনি অরুণার জন্য একদিন কপোতাক্ষী নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আপনার পূর্ব্বপরিচিত কোন সৈনিকের পুত্র।

কৃষ্ণ। তোমায় স্বামী কি বিজয়লাল ?

ফুল-ওয়ালী-বেশিনী লাবণ্য সলজ্জভাবে ধীরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

কৃষ্ণ। তিনি কোথায় আছেন ?

লাব। তোরণের নিকট একটি ক্ষুদ্রগৃহে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁর দূতীরূপে আপনার নিকট আসিয়াছি।

কৃষ্ণ। তাঁহার কি অভিপ্রায় ?

লাব। আপনার সহিত একবার দেখা করা। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি যাইতেছি।

লাব। আমি আর বিলম্ব করিব না, চলিলাম।

কৃষ্ণ। এ যেরূপ স্থান, তাহাতে তোমার একাকিনী যাওয়া সহজ হইবে না।

লাবণ্য বেগমদিগের প্রদত্ত পরওয়ানা দেখাইয়া বলিল, "সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি রাজপুতের মেয়ে।"

কৃষ্ণলাল মনে মনে লাবণ্যকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণা কুশলে আছে ত?" লাবণ্য আর একটু দাঁড়াইয়া চ'কের জল ফেলিতে ফেলিতে অরুণার মৃত্যু-বিবরণ সংক্ষেপে বলিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল তাঁহার একমাত্র কন্যা অরুণার এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া শোকে অধীর হইলেন। সংসার শূন্য দেখিলেন। জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। উন্মত্তের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। আবার ভাবিলেন, "এ স্ত্রীলোক। বিজয়লালের নিকট না শুনিয়া প্রত্যয় করিতে পারিব না। কৃষ্ণলাল ক্ষণপরে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া লাবণ্যের নিরূপিত স্থানে বিজয়লালের অনুসন্ধানে চলিলেন।

বিজয়লাল ও লাবণ্য কৃষ্ণলালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণলাল উপস্থিত হইলে বিজয়লাল আত্মবিবরণ বলিয়া লাবণ্যের পরিচয় দিলেন এবং কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য লাবণ্য তাঁহার নিকট প্রেরিতা হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। কৃষ্ণলাল প্রথমে অরুণার কথা জিজ্ঞসা করিয়া সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার বক্ষে যেন নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইল। তিনি আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন, "তোমার কি অভিপ্রায় বল।"

বিজ। মহারাণা রাজ্যে নাই। এ সময় রাজমহিষী ও রাজকুমারদিগের জীবন রক্ষা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। এদিকে নগর কঠোররূপে অবরুদ্ধ। আবশ্যক হইলে রাজ্ঞী ও কুমারদিগের জীবনরক্ষার উপায় আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।

কৃষ্ণ। অরুণার সে আট শত সৈন্য কোথায়?

বিজ। আমারই অধীনে।

কৃষ্ণ। আমি দ্বারের প্রান্তভাগ রক্ষা করিব। তুমি সেই সৈন্যসহ রাজ্ঞীদিগকে লইয়া নিরাপদে চলিয়া যাইবে। লাল নিশান লইয়া যাইও, দেখিলে চিনিতে পারিব।

এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া কৃষ্ণলাল শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কন্যাশোকে মর্ম্মাহত হইয়া স্থির করিলেন, "আমার এ দুঃখময় ভারভূত জীবন ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
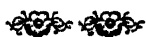
মেঘের ফলে ঝড়,—বৃষ্টি,—বজ্রাঘাত।

আবার রাজপুতের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। নব উদ্যমে, নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বহু রাজপুত বীর সহ জয়মল ও পুত্ত সংগ্রামার্থী হইয়া সূর্য্য-তোরণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোগল শিবিরেও রণতূর্য্য বাজিল। গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানের শব্দে কর্ণ বধিরপ্রায় হইল।—পাহাড় কাঁপিল। সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষগণ কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।—স্বস্ব কার্য্যে ত্বরায় ব্রতী হইয়া রণোদ্যোগী হইল।

অবিলম্বে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইল। জয়মল কেশরি-বিক্রমে উদ্বেলিত-সাগরোচ্ছ্বাসবৎ পুরোবর্ত্তিনী মোগলসেনার উপর গিয়া পতিত হইলেন। অসংখ্য রাজপুত জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া যবনসেনা বধ করিতে লাগিল। অশ্বারোহী প্রচণ্ড মোগলসৈন্যগণ দীন্ দীন্ রবে আক্রমণ করিয়া রাজপুতগণকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। তবুও তরুণ বীর জয়মল্ল বিপুল সাহস সহকারে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমে শত্রু-সেনাব্যূহের মধ্যভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে পুত্ত রাজপুত যোদ্ধৃবর্গের পুরোবর্ত্তী হইয়া অটল-অচল-সদৃশ তোরণপথ অবরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অসংখ্য মোগলসৈন্য প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়া, রাজপুত বীরগণ সহ প্রবল-স্রোতোবেগ-সম্মুখীন

তৃণগুচ্ছের ন্যায় পুত্তকে ভাসাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। পুত্ত প্রাণপণে সে কঠোর আক্রমণ নিবারণ করিয়া বহু যবনসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। পুত্ত বীরমদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রণস্থলে রাজপুত-হৃদয়ের শৌর্য্যবীর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিন্তু আর আশা নাই। ক্রমে রাজপুত-সৈন্য প্রচণ্ড মোগল-কৃপাণে নিহত হইতে লাগিল। বালক পুত্তও ক্রমে দৈহিক-বলহীন হইয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গের শোণিত-স্রাবে দুর্ব্বল হইয়া অবসন্নদেহ হইয়া পড়িলেন। তবুও প্রাণপণে শত্রু বধ করিতে বিরত হইলেন না।

তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহসা "জয় কালীমায়িকি, জয় মাতাজিকি" এইরূপ ভীষণ শব্দ উঠিল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, পুত্তের জননী পুত্রবধূ সহ ভীমা-রণরঙ্গিণী-বেশে পুত্রের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। রাজপুতরমণীদ্বয় সুকুমার করে উন্মুক্ত অসি ধারণ-পূর্ব্বক যবনসেনা বধ করিতে করিতে পুত্তের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। বীরজননী অম্লান মুখে পুত্রকে সাহস দিতে বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আসিয়াছি। কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইও না।"

সমগ্র মোগলবাহিনী এই বিস্ময়কর সংগ্রামে বিচলিত হইয়া উঠিল। রমণীদ্বয়ের ও বালক পুত্তের অদ্ভুত রণাভিনয় দর্শন করিয়া আকবর বিস্মিত হইলেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত সুবিপুল মোগলবাহিনীর প্রতিকূলে রাজপুতশক্তি আর অধিকক্ষণ টিকিল না।

নিয়তি সর্ব্বোপরি কার্য্যকরী। বিধির বিধান অনতিক্রমণীয়। বীরবালক পুত্ত অবশেষে মোগলকৃপাণে ছিন্নশির হইয়া রণাঙ্গনে ধরিত্রীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সমরক্লান্তি দূর করিলেন। তাঁহার জননী অপহৃত-শাবকা

সিংহীর ন্যায় কিয়ৎক্ষণ ভীমবিক্রমে অরাতিবধ করিলেন। তৎপরে রাজপুত জাতির ইতিহাসে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে বালিকা পুত্রবধূর সহিত মৃত্যুর করালকবলে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অসংখ্য রাজপুতমহিলাগণ এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া বীরবেশে সজ্জিতা হইয়া দলে দলে আসিয়া শত্রুসেনাসাগরে ঝাঁপ দিতে লাগিলেন। তাঁহারাও বহুসংখ্যক মোগলসৈন্য বধ করিয়া একে একে সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য, হৃৎপিণ্ডবিদীর্ণকারী দৃশ্য রাজপুতবীরগণের প্রাণে সহ্য হইল না। অন্তঃপুরচারিণী কুল-ললনাদিগকে সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহারা ধরাতল কাঁপাইয়া, সকলে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজ্বলিত সংগ্রামবহ্নিতে পতঙ্গবৎ একে একে জীবনবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বীরবর জয়মল্ল এই রাজপুতগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া বিপুল বিক্রমে বহুতর মোগলসেনা বধ করিতে করিতে বিপক্ষসৈন্যব্যূহের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহের সমগ্র সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হওয়ায় মোগলের জয়াশা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিতোর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী রাজ্যত্যাগ করিলে সে রাজ্য রক্ষার আর কি উপায় থাকিতে পারে? চিতোর রক্ষা হইল না। আকবর সাহ এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া কূট রণনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক দূর হইতে অলক্ষিতে বন্দুকের গুলি দ্বারা বীরবর জয়মলের পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই জ্বলন্ত-গুলিকাঘাতে রাজপুত-কুলগৌরব জয়মল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। এইবার চিতোরের শেষ আশা ফুরাইল! রাজপুত-শৌর্য্য ভাসিয়া গেল,—চিতোরের নাম বিলুপ্ত হইল

আকবর সাহ মোগলভূষণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বসদ্‌গুণালঙ্কৃত

সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে কখনও আরোহণ করেন নাই। হিন্দু মুসলমানে সমদর্শিতায় পাণ্ডিত্যে, রাজনৈতিক গুণে, দয়াদাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, তিনি অতুলনীয় ছিলেন। রাজপুতজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে জয়মলের প্রতি এরূপ ব্যবহার তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের কালিমাস্বরূপ কি না, সে বিষয় আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।—ইতিহাস সাক্ষী।

জয়মল ভূপতিত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইলেন। বাদসাহের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার জন্য ক্ষোভে, রোষে, বিষাদে তাঁহার বীরহৃদয় মথিত হইতে লাগিল। দারুণ আঘাত-যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা তীব্র-বিষধর-দংশন-যাতনার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বাজিতে লাগিল। তিনি বাদসাহকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই কি দিল্লীশ্বর আকবর সাহের কর্ত্তব্য কাজ হইল? এই কি সেই জগদ্‌গুরু আকবর সাহের কার্য্য? হা ধিক্! রাজপুত রণনীতি জানে। চিতোরের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক; কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে,—ন্যায়যুদ্ধে, রাজপুত জাতিকে পরাস্ত করিয়া চিতোর জয় করিলেন বলিয়া আপনি মনে করিলেন, এই নিদারুণ ক্ষোভ হৃদয়ে লইয়া মরিলাম।" এই বলিয়া বীরবর জয়মল একবার চিতোরের ভবিষ্যৎ ভাগ্যগগনের দিকে চাহিয়া দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পর মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

জয়মলের মৃত্যুর পরও সে ভীষণ সমরবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। তখনও চিতোর বীরশূন্য হয় নাই। তখনও আট সহস্র রাজপুত বীর জীবিত ছিলেন। তাঁহারা আর উপায় নাই দেখিয়া জহরব্রতের আয়োজন করিয়া দিলেন। অমনি শত শত কুলাঙ্গনা দলে দলে আসিয়া প্রজ্বলিত চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘোর বিভীষিকাময়ী ছবি। মৃত্যু করাল মুখ ব্যাদান করিয়া চিতোরের চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৃষ্ণলালের প্রায়শ্চিত্ত।

এদিকে সেই আট সহস্র রাজপুত তাঁহাদের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইল দেখিয়া পরস্পর জন্মের মত বিদায় লইয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে অন্তিমের পীতবসন পরিধান করিয়া ভীম পরাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার যেন সংগ্রামবহ্নি নূতন আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল।

কুলনারীগণ কর্ত্তৃক জহরব্রত অনুষ্ঠানের পর চিতোরের সিংহদ্বার গুলি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী দ্বারপথে একখানি প্রকাণ্ড দোলা অনেকগুলি বাহকে বহন করিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। দোলায় আরূঢ়া দুইজন রাজমহিষী সহ অবগুণ্ঠিতা রাজ্ঞী সরোজসুন্দরী ও কয়েকজন শিশু রাজকুমার। আরও কয়েকজন রাজপুত দোলার পশ্চাতে অশ্বারোহণে যাইতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাতে গৈরিকবসন-পরিহিত বিজয়লাল। তাঁহার একহস্তে একখানি উন্মুক্ত তরবারি, অপর হস্তে একটি লোহিতবর্ণের পতাকা। দোলার অগ্রে ও পশ্চাতে পূর্ব্বকথিত সেই আটশত সৈনিক সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে যাইতেছে।

দ্বার অতিক্রম করিয়া এই অভিযান বিশাল সংগ্রামক্ষেত্রের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেস্থানে সেনাপতি কৃষ্ণমল্ল বহু সৈনিকগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্বেলিত সংগ্রাম-সাগরের সেই অংশ যেন নির্ব্বাত-নিস্তব্ধ ছিল। সেনাপতি দেখিবামাত্র অসি ত্যাগ করিয়া একটি বন্দুক হস্তে লইয়া বিজয়লালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী হইলে আটশত সৈনিক তাহাদের প্রভু কৃষ্ণলালকে চিনিতে পারিয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক অভিবাদন করিল। কৃষ্ণলাল নির্ব্বাক্। স্থির নিঃস্পন্দহৃদয়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, একে একে নির্ব্বিঘ্নে সকলেই সে স্থল অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। হতাশপ্রাণে জড়প্রায় দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি এ জগতে অবলম্বন-বিহীন, লক্ষ্য-বিহীন, আশা-বিহীন, দয়া-ধর্ম্ম-বিহীন নারকী। অরুণার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সর্ব্বস্ব পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর এ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করি কেন? একটি কর্ত্তব্য ছিল, সে প্রতিশ্রুতিও পালন করা হইল। আর কেন? নরক?—বিশ্বাসঘাতকতা-পাপের ফলে নরক?—সে নরকও প্রার্থনীয়। রমণীকুলের রত্নস্বরূপ কুলকামিনীগণকে যবনহস্ত হইতে পরিত্রাণ করার পাপের ফলস্বরূপ যে নরক, সে নরকও আমার প্রার্থনীয়। তবে এক কথা, বিশ্বাসঘাতকতা,—প্রভু-আজ্ঞা লঙ্ঘন। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজেই করিব।" এই বলিয়া হস্তস্থিত বন্দুকের অগ্রভাগ স্বীয় গলদেশে স্থাপিত করিয়া হস্ত দ্বারা কল টিপিয়া দিলেন। অম্‌নি দুম্ করিয়া শব্দ হইল। তৎসহ কৃষ্ণলাল গতাসু হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

এদিকে বিজয়লাল রাজমহিষীদিগকে লইয়া নিরাপদে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ গিরাবো নামক উপত্যকা-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তথায় রাণা উদয়সিংহ সামান্য পলায়িত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিজয়লাল, রাজ্ঞী ও রাজপুত্রদিগকে তথায় রাখিয়া, সৈনিকগণকে পুনরায় চিতোরের রণক্ষেত্রে রাজপুতদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন।

ওদিকে আট সহস্র রাজপুতবীর পুণ্যভূমি চিতোরের জন্য বিপুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া একে একে সকলেই নিহত হইলেন। একটিমাত্র রাজপুতবীর জীবিত থাকিতেও মোগলগণ চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ত্রিংশৎসহস্র রাজপুত বীরভূমি চিতোর রক্ষার্থে আত্মহৃদয়ের শোণিতদানে আকবর বাদসাহের শোণিত-পিপাসার শান্তি করিয়া রণাঙ্গনে অনন্ত শয্যায় শায়িত হইল। এই কাল-সমরে রাজপুত-শাখাবৃন্দের অধি-নায়কগণ, মহারাণার সপ্তদশ শত আত্মীয় স্বজনবর্গ, অসংখ্য সেনাপতি ও সৈনিকগণ যবনহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। * এতদ্ভিন্ন নয়জন রাজমহিষী, দুইটি রাজকুমারী ও পাঁচজন শিশু রাজকুমার এবং সমগ্র সামন্ত-সমিতির পুরচারিণী মহিলাগণ, কেহ বা সমরানলে, কেহ বা প্রজ্বলিত চিতানলে জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

---

* চিতোর রক্ষার জন্য যত রাজপুত জীবন ত্যাগ করিয়াছিল, এরূপ আর কোন যুদ্ধে হয় নাই। এই মহাসমর-অবসানের পর আকবর স্বীয় জয়-পরিমাণ নিরূপিত করিবার জন্য মৃত রাজপুতগণের যজ্ঞোপবীতগুলি সংগ্রহ করিয়া ওজন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উহা ওজনে ৭৪॥০ মণ (তৎকালে উক্ত প্রদেশে ৪ সেরে মণ ধরা হইত) হইয়াছিল। সেই অবধি ৭৪॥০ সংখ্যা পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিব্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পত্রের শিরোনামায় লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ পত্রিকা খুলিলে তাহাকে চিতোর-ধ্বংসের পাপ গ্রহণ করিতে হইবে। যতদিন হিন্দুসন্তান পত্রের পৃষ্ঠে উক্ত চিহ্ন দেখিবে, ততদিন চিতোরের শোণিত-রঞ্জিত চিত্র তাহাদের স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাল মেঘে মহাপ্রলয়।

অসংখ্য রাজপুতের শবদেহ পদদলিত করিয়া, বীরগণের ছিন্নমস্তকের উপর দিয়া, বহু নরনারীর পবিত্র শোণিতে পদতল ধৌত করিয়া মোগল বাদসাহ আকবর চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন চিতোর বীরশূন্য, জনশূন্য, বিষাদ-তিমিরাচ্ছন্ন। সুখের নিলয়, শান্তির লীলাভূমি, সুদৃশ্য চিতোরনগর ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বাদসাহ চিতোরে প্রবেশ করিয়া নিষ্ঠুররূপে চিতোরের মনোরম শোভা-সমৃদ্ধি বিনষ্ট করিয়া চিতোর-পুরী ধ্বংস করিতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদের সুচারু দৃশ্যসমূহ, সুন্দর দীপস্তম্ভাবলি, মনোরম বন উপবন বিধ্বস্ত হইয়া চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। মনোহর রাজপ্রাসাদগুলি আকবরের কঠোর হস্তে বিচূর্ণ হইয়া গেল। দেবালয়, ধর্ম্মমন্দিরগুলি নির্দ্দয়রূপে চিরদিনের জন্য বিধ্বস্ত হইল। বিচিত্র প্রাসাদের মনোরম কবাটগুলি, বহুমূল্য মণিমুক্তাময় বিবিধ বিলাস-সামগ্রী দিল্লীনগরীর প্রাসাদের শোভাবর্দ্ধনার্থে প্রেরিত হইল। যে সমুদয় সুদৃশ্য অট্টালিকা ও চিতোরের অলঙ্কারস্বরূপ বিবিধ শোভার আধার-রাজি দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দীনের ও বাহাদুর সাহের দারুণ কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা জন্মের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া চিতোরভূমি বীভৎস-শ্মশানভূমিতে

পরিণত হইল। যে অত্যুচ্চ আলোকমালা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া চতুর্ভুজাদেবীর পবিত্র মন্দির উজ্জ্বল করিত, তাহা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল। যে প্রকাণ্ড দামামা ভূমিতল কাঁপাইয়া, ভীম গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইয়া চিতোরেশ্বর রাণাগণের পুরীপ্রবেশ ও নির্গমন ক্রোশ-ক্রোশান্তে ঘোষণা করিয়া দিত, তাহাও চিরকালের জন্য নীরব হইল।

জয়োল্লাসে প্রমত্ত হইয়া আকবর সাহ শিবির উঠাইয়া দিল্লীনগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, অদম্য-জিগীষা-প্রণোদিত হইয়া যতই নিষ্ঠুরতা, যতই অন্যায়ানুষ্ঠান করুন না কেন, কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠা তাঁহার ছিল, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রবল জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি বীরবর জয়মলকে অযথা উপায়ে নিহত করিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ এই যে, সদ্‌গুণের আদর করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। দিল্লীতে গিয়াও তিনি সুপ্রসিদ্ধ বীরদ্বয় জয়মল-পুত্তের গুণগরিমা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। শত্রুর গুণও তিনি অনাদর করিতে পারিলেন না। তিনি ঐ দুই মহাপুরুষের অদ্ভুত বীরকীর্ত্তি চির-স্মরণীয় করিবার জন্য জয়মল ও পুত্তের প্রস্তরময়ী দুইটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং দুইটি প্রকাণ্ড পাষাণময়ী হস্তিনীমূর্ত্তির পৃষ্ঠে ঐ দুই বীর-মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দিল্লীনগরীস্থ প্রাসাদে প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি সযত্নে সংস্থাপিত করিয়া রাখিলেন।

চিতোর ধ্বংস হইল। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ চিতোরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন,—যে মহজ্জাতি স্বজাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য, পুণ্যভূমি বীরপ্রসূ চিতোরের জন্য, আত্মহৃদয়ের শোণিতদানে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না, তাঁহাদের বীরকীর্ত্তি অনন্তকাল জগতের ইতিহাসে ঘোষিত হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

রাণা উদয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় বাপ্পারও চিতোরে রাজধানী স্থাপন করিবার পূর্ব্বে আরাবল্লী পর্ব্বতের উপত্যকার সমীপবর্ত্তী বন-প্রদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পার্শ্বেই সুপ্রশস্ত গিরাবো উপত্যকায় রাণা মহিষাগণ ও রাজকুমারদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যলাভ করার কিছুদিন পরে এইস্থানে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। সেই দীর্ঘিকা অদ্যাবধি “উদয়-সাগর” নামে কথিত হইয়া থাকে। উদয়সাগরের সমীপবর্ত্তী অনেক-গুলি একীভূত শৈলশিখরে রাণা পেকাণ্ড রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। উক্ত প্রাসাদ “নচৌকি” নামে অভিহিত হইত। অচিরে সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সৌধরাজি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাণা উদয়সিংহ সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে সে স্থান সুন্দর নগর রূপে পরিণত হইল। বহু লোকের আবাসস্থল হইল। মিবারের রাজধানী চিতোরের স্থান অধিকার করিয়া তদবধি “উদয়পুর” নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

বিজয়লাল রাজ্ঞীদিগকে নিরাপদে মহারাণার নিকট রাখিয়া সন্ন্যাসি-বেশে উপত্যকার বনবিভাগে বিচরণ করিতেন। তাঁহার প্রস্থানের পর লাবণ্য তাঁহার জীবনের প্রতি সন্দিহান হইয়া রাজপুত-সীমন্তিনীদিগের সহিত প্রজ্বলিত চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

অজিতানন্দস্বামী অরুণার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে একবার চিতোরে গিয়াছিলেন। সেই সময় বিজয়লালের সহিত তাঁহার অনেক প্রকারের পরামর্শ হইয়াছিল। বোধ হয়, সেই সময়ের নির্দ্দেশ অনুসারে অজিতানন্দ আরাবল্লী-উপত্যকা-সন্নিহিত বনপ্রান্তে বিজয়লালের সহিত দেখা করিয়া-

ছিলেন। কিয়দ্দিন উভয়কে একসঙ্গে বেড়াইতে দেখা যাইত; নানা-কথার আলোচনা করিতে শুনা যাইত। তৎপরে আর তাঁহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উদয়সিংহের চরিত্র রহস্যময়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরা সম্রাট্ কর্ত্তৃক চিতোর অবরোধের পর রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করার জন্য তাঁহাকে অযোগ্য, কাপুরুষ ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ সঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিক তিনি রাজোচিত গুণসমূহে ভূষিত ছিলেন। অনেকস্থলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, দয়াদাক্ষিণ্যের, শৌর্য্যের ও ঔদার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান কবিবর আবুলফজেল তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিয়া ঈদৃশ পলায়নকে রাজনৈতিক ও রণনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরেস্তাগ্রন্থেও উক্তরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে অনুমিত হইবে যে, বিবিধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নানাপ্রকার অশান্তিতে ও শোকে মুহ্যমান হইয়া তৎকালে তিনি মতি স্থির রাখিতে পারেন নাই।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন আক্রমণকারীদিগের কঠোর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী, রণকুশল সম্রাট্ আকবর সাহের মত কয়জন বাদসাহ তৎপূর্ব্বে চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন? কোন হিন্দু ইতিহাস-লেখক পূর্ব্বতন হিন্দুনরপতি-দিগের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই প্রধান অভাব প্রযুক্তই অধিকাংশ মহান্ নরপতিগণের চরিত্রকাহিনী অপরিব্যক্ত রহিয়াছে। সে অভাব কখনই দূরীভূত হইবার নহে।

প্রতিপাদ্য বিষয় ছাড়িয়া দূরে যাওয়া অনাবশ্যক, সুতরাং আমরা এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।

সমাপ্ত।